আমাদের সমাজে
শান্তি প্রতিষ্ঠা

TEARFUND

ROOTS resources

ROOTS: Resourcing Organisations with Opportunities for Transformation and Sharing

ROOTS resources 4

আমাদের সমাজে শান্তি স্থাপন (Peace building within our community)

রচয়িতা- র‌্যাচেল ব্ল্যাকম্যান

অঙ্গ সজ্জায় - উইংফিঙ্গার

এই প্রবন্ধের রচয়িতা যেসব ব্যক্তিবৃন্দকে তাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করতে চান তাদের মধ্যে অন্যতম হলো: মার্টিন জেনিংস, লিজ এ্যাঞ্জেল, ল্যান ওয়ালেস, ডেউই হাগস, বব হ্যান্সফোর্ড, জোয়াও মার্টিনেজ দা ক্রুজ, ইসাবেল কার্টার, সাইমন লার্কিং এবং শেইলা মেলোট। ঘটনা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরও যেসব অংশীদারগণ সহযোগীতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

আমরা টিয়ারফান্ডের উপকরণগুলো কিভাবে অংশীদারগণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহার করছে সেই সম্পর্কে জেনে ভবিষ্যতে আমাদের উপকরণগুলোকে আরও উন্নত করতে ইচ্ছুক। আপনি যদি আমাদেরকে এই বিষয়ে কোন ধরনের পরামর্শ দিতে চান তবে দয়া করে টিয়ারফান্ডকে লিখুন অথবা নিম্নোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় লিখুন:
publications@tearfund.org

রুটস্-এর সিরিজগুলোর অন্য নামগুলো হলো:

- রুটস্ ১ এবং ২ - পরামর্শদানের কৌশলসমূহ
  এটি দুটি ভিন্ন বইয়ের সমন্বয়ে এক সেট বই: পরামর্শদান বিষয়টি সম্পর্কে বোধগম্যতা (রুটস্ ১) এবং পরামর্শদানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক কার্যাবলী (রুটস্ ২)। এটি এক সেট বই আকারে লভ্য।

- রুটস্ ৩ - নিজস্ব সক্ষমতা পরিমাপ। এটি একটি সাংগঠনিক কৌশল যা কোন প্রতিষ্ঠানকে এর সক্ষমতা কতখানি উন্নয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে সামর্থ্য প্রদান করে।

এই সকল বইগুলোর ইংরেজী ভাষায় সহজলভ্য এবং অধিকাংশ বইগুলো ফরাসী, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষায়ও পাওয়া যাবে।

বিস্তারিত জানতে লিখুন: 100 Church Road, Teddington, TW11, 8GE, UK
অথবা ই-মেইল করুন: publications@tearfund.org

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

এটি একটি টিয়ারফান্ড প্রকাশনার বাংলা অনুবাদ। এটি অঙ্গীকার পত্র দ্বারা গঠিত একটি লিমিটেড কোম্পানি। এটি ইংল্যান্ডে নিবন্ধনকৃত হয়েছে। এর নিবন্ধন নম্বর: ৯৯৪৩৩৯। নিবন্ধনকৃত চ্যারিটি নম্বর: ২৬৫৪৬৪।

টিয়ারফান্ড হলো একটি খ্রীষ্টিয় ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে সমাজে সাহায্য ও প্রত্যাশা আনয়ন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, UK
টেলিফোন নম্বর: +44 (0)20 8977 9144
ই-মেইল ঠিকানা: publications@tearfund.org
ওয়েবসাইট ঠিকানা: www.tearfund.org/tilz

আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা

রচয়িতা - র‍্যাচেল ব্ল্যাকম্যান

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সূচীপত্র

	সূচনা	**৫**
	"রুটস্" নামক এই বইটি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য লেখা হয়েছে?	৫
	"রুটস্" নামক বইটি ব্যবহারের নির্দেশনা	৬
	টীকা-বিবরণী	**৭**
বিভাগ ১	**সংঘাত কি?**	**৯**
	সংঘাতের ধরন	১০
	সংঘাতের কারণসমূহ	১০
	সংঘাতের ধাপসমূহ	১২
	সংঘাতের ক্ষেত্রে মানুষ কিরূপে সাড়াদান করে	১৪
	সমন্বয় সাধন	১৫
বিভাগ ২	**সমন্বয় সাধন সম্পর্কে বাইবেল কি বলে?**	**১৭**
	ঈশ্বরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন	১৭
	অন্যান্যদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন	১৮
	নীতি ১ ধন্য তারা যারা মিলন করে দেয়	১৮
	নীতি ২ চিহ্নিতকরণ এবং ঐক্যস্থাপন	১৯
	নীতি ৩ প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম কর	২০
	নীতি ৪ নিজের শত্রুকে প্রেম কর	২১
	নীতি ৫ একে অপরকে ক্ষমা কর	২১
বিভাগ ৩	**শিক্ষনীয় বিষয়**	**২৫**
	শিক্ষনীয় বিষয় ১ সংঘাতের বিশ্লেষণ	২৫
	শিক্ষনীয় বিষয় ২ ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন	২৯
	শিক্ষনীয় বিষয় ৩ সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু সময় ব্যয় হয়ে থাকে	৩৫

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

শিক্ষনীয় বিষয় ৪ যোগাযোগ ও সমঝোতার বিষয়টিকে উৎসাহিতকরণ ৩৬

শিক্ষনীয় বিষয় ৫ টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দর্শনের বিকাশ ৪০

শিক্ষনীয় বিষয় ৬ শান্তি ও সমন্বয় সাধনের সূচকের বিকাশ ৪১

শিক্ষনীয় বিষয় ৭ সেবার নেতৃত্বকে মূল্যায়ন ৪৩

শিক্ষনীয় বিষয় ৮ সাধারন ক্ষেত্রের অন্বেষন ৪৪

শিক্ষনীয় বিষয় ৯ বিশ্বাস/আস্থা প্রতিষ্ঠা ৪৭

শিক্ষনীয় বিষয় ১০ পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ৫১

বিভাগ ৪ শিক্ষা পর্যালোচনা এবং কর্ম পরিকল্পনা ৫৫

বিভাগ ৫ সম্পদ এবং যোগাযোগসমূহ ৫৭

সূচনা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শান্তি স্থাপনে উৎসাহ প্রদান এবং সামাজিক স্তরে শান্তি ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। "আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা" সেই সকল মূল বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে যেগুলো অবশ্যই শান্তি ও সমন্বয় সাধনে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই সকল বিষয়গুলো টিয়ারফান্ড-এর অংশীদারদের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া হয়েছে যারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জড়িত রয়েছেন। যে সকল ঘটনার অধ্যয়ন নেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত দেশের অংশীদারদের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া হয়েছে: রুয়ান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আয়ারল্যান্ড, সুদান, বাংলাদেশ, ভারত, পেরু, সিয়েরা লিওন এবং কম্বোডিয়া।

এই বইটির লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যেন তারা সেই সকল দ্বন্দযুক্ত বিষয়ের সুরাহাপূর্বক এগুলোর উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ ঘটনার অধ্যয়ন ব্যাপক দ্বন্দের বিষয়ে সাড়াদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী দ্বন্দ অবসানের প্রতিফলনযুক্ত কর্মকান্ডের উদাহরণ যেখানে অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের কর্মকান্ড সংঘাতযুক্ত অবস্থার উপর নিবদ্ধ এবং এগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি ব্যাপক দ্বন্দযুক্ত কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে ইদানিং সময়ে জড়িত বা না জড়িত অবস্থায় থাকে তবে যেকোন ক্ষেত্রেই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীর ভূমিকাকে তাদের অবহেলা করা উচিত নয়। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একজন শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী রাজনৈতিক সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে জড়িত থাকতে পারে। যাহোক, বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, সকল খ্রীষ্টভক্তই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, কাজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমন্বয় সাধন অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন পরিচর্যার অংশ হওয়া উচিত। দ্বন্দ প্রবণতাযুক্ত অবস্থার উন্নয়ন হলো: আমরা যেকোন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করি না কেন সেই সকল কাজগুলোকে একীভূত করা। অংশীদারদের শিক্ষা গ্রহণের বিষয়গুলো যেমন দ্বন্দপ্রবণতাযুক্ত অবস্থা নিরসনের প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উপকারী তেমনিভাবে সেই সকল ব্যক্তিবৃন্দের জন্য উপকারী যারা এমন একটি পরিস্থিতির মাঝে বিরাজমান যেখানে দ্বন্দ প্রবণতাযুক্ত বিষয়ের অবসানের প্রয়োজন রয়েছে।

এই বইটি প্রথমত: দ্বন্দ এবং সমন্বয় সাধনের তত্ত্বের উপর দৃষ্টিপাত করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় জড়িত কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় শিক্ষা প্রদান করে। এরপর এই বইটি টিয়ারফান্ড-এর অংশীদারদের অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়েছে যা অবশ্যই শান্তি এবং সমন্বয় সাধনে উৎসাহদানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও বইটিতে শান্তি ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ সম্পর্কিত অনেক বাস্তব ধারণা রয়েছে।

"রুটস্" নামক এই বইটি কি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য লেখা হয়েছে?

"আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা" নামক বইটি সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য লেখা হয়েছে যারা শান্তি এবং সমন্বয় স্থাপনে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করতে এবং টীয়ারফান্ড-এর অংশীদারদের নিকট থেকে আসা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর তাদের কাজের প্রতিফলন ঘটানোর বিষয়ে আগ্রহী।

বিবেচ্য ধাপসমূহ

- আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ইতিমধ্যে শান্তি ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রম উৎসাহিত হয়ে থাকে তবে এটি আপনাকে অন্যান্য বিষয়ের উন্মোচন বা অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

- আপনার প্রতিষ্ঠান যদি শান্তি ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রম উৎসাহিত করার সুযোগ পেয়ে থাকে কিন্তু কিরূপে সেই কাজে জড়িত হবে সেই বিষয়ে অনিশ্চিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে এই বইটি আপনাকে এই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবে যে আপনি কি বিষয় কিরূপে তুলে ধরবেন এবং কোন কোন বিকল্পগুলোকে বিবেচনায় রাখবেন।
- আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ইদানিং সময়কালে আপনার কাজের মাঝে শান্তি ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তবে এই বইটি আপনাকে দ্বন্দ-প্রবণতাযুক্ত বিষয়ের নিরসন কর্মকান্ডের উন্নয়নের গুরুত্ব কতখানি সেই সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। আপনি সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে কোন দ্বন্দযুক্ত পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে পারেন। তখন সেই পরিস্থিতি হয়ত তীব্র হতে পারে অথবা হয়ত একটি সামাজিক প্রকল্পে স্বল্প উত্তেজনা থাকতে পারে। এই বইয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এই ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অনেক বড় দ্বন্দযুক্ত পরিস্থিতির উত্তেজনা নিরসনের ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব।

বইটি ব্যবহারের নির্দেশনা

আপনি প্রতিফলনের প্রশ্নাবলী নিয়ে কাজ না করেই সাধারণভাবে “আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা” বইটি পাঠ করতে পারেন। যা হোক আমরা বিশ্বাস করি যে এটি নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করলে এবং বিষয়গুলোর উপর প্রতিফলনের জন্য সময় গ্রহণ করলে এর উপকারীতা বৃদ্ধি পাবে। এটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়েছে যেন আপনি বেশ কয়েকটি অধিবেশনে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন:

- অধ্যায় ১ এবং অধ্যায় ২ দ্বন্দ এবং সমন্বয় সাধন তত্ত্বের উপর রেখাপাত করেছে। আমাদের পরামর্শ এই যে আপনি এই অংশগুলো পৃথকভাবে পাঠ করেন এবং পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে অন্য লোকদের সঙ্গে কাজ করেন যেন আপনি যে নিশ্চিতভাবে তত্ত্বগুলো বুঝতে পেরেছেন সেটি বুঝতে সক্ষম হন। আমরা অংশ ২ এ দলীয় বাইবেল আলোচনার বিষয়টিকে সংযুক্ত করেছি যেন বাইবেলীয় নীতিমালা আপনাকে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি হয়ত এই বাইবেল অধ্যয়নের বিষয়গুলো সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত সেমিনারে সমন্বয় সাধন বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।
- অধ্যায় ৩ এ টীয়ারফান্ড-এর অংশীদারদের তিনটি ঘটনার অধ্যয়ন দেয়া হয়েছে যেন আপনি সহজে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে অনুশীলণের দ্বারা বুঝতে সক্ষম হন। আমাদের প্রত্যাশা যে, এই ঘটনার অধ্যয়নগুলো এমন উদ্যোগ গ্রহণের ধারণাগুলোর সৃষ্টি করবে যা আপনি পরবর্তীতে সম্পন্ন করতে পারবেন। ঘটনার অধ্যয়নগুলোর পরে আপনি এই অংশে প্রতিফলনের প্রশ্নাবলী খুঁজে পাবেন যা আপনাকে প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কিরূপে আপনার স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা খুঁজে পেতে পারেন।
- অধ্যায় ৪ এর ক্ষেত্রে সময় নিয়ে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যয়নের পর্যালোচনা আপনাকে বিবেচনা করতে সাহায্য করবে যে আপনার প্রতিষ্ঠান সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডের উৎসাহিতকরণ কাজে জড়িত হবে কি না। কর্ম পরিকল্পনা আপনাকে চিন্তা করতে সাহায্য করবে যে আপনি কিভাবে এটিকে অনুশীলণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।
- আমরা অধ্যায় ৫ এ কিছু সংখ্যক প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট-এর ঠিকানার তালিকা প্রস্তুত করেছি। আপনি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমন্বয় সাধন কর্মকান্ড সম্পর্কে আরও বেশি কিছু খুঁজে পেতে চান তবে এই তালিকা আপনাকে সাহায্য করবে।

টীকা-বিবরণী

এই টীকা-বিবরণীতে জটিল শব্দগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক সেইভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

অগ্নি-সংযোগ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে এক খন্ড সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

নৃশংসতাসমূহ সংহিসতাপূর্ণ কার্যকলাপ

প্রিয়জন-বিয়োগ কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে লব্ধ ক্ষতি

মস্তিষ্ক-ঝড় একটি বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে যা কিছু মনে আসে সেই অবস্থা

মোকাবিলা দুটি দল যখন মুখো-মুখি হয়ে স্বাক্ষাৎ করে (প্রায়শ:ই উগ্রভাবে এই স্বাক্ষাৎ ঘটে)।

অব্যাহতি যুদ্ধ/গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রূপান্তর করা (যেমন- সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া)।

সংঘাত একটি মতবিরোধ অথবা বাদানুবাদ

বৈচিত্র্য/বিভিন্নতা একটি বিস্তর পার্থক্য

ড্রাফ্‌টস দাবা জাতীয় এক প্রকার খেলা

গণহত্যা একটি নৃ-গোষ্ঠী, জাতিগত অথবা ধর্মীয় দলের সংগঠিত গণহত্যা

গেরিলা একজন ব্যক্তি যিনি স্বাধীন স্বসস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য/সদস্যা

বিরোধী/অসঙ্গত দুটি দলের পারস্পরিক অসম্মতি এমন এক পর্যায়ে আসে যে তারা আর কোন মতে একসঙ্গে থাকতে পারে না।

উদাসীনতা উৎসাহ, সম্পৃক্ততা অথবা গুরুত্বের অভাব

জাতি একটি সাধারণ নাম, উৎপত্তি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও অঞ্চল সমৃদ্ধ এক লোক সমাজ

অপরাধী এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন অপরাধের জন্য দায়ী

মনোস্তাত্ত্বিক মনোগত বিষয়

বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের আদেশ অথবা সাড়াদানের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা

সমন্বয় সাধন যখন কোন সম্পর্ক পুন:স্থাপন করা হয় অথবা সম্পর্ক পুন:স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া

পূণর্গঠণ পুনরায় গঠণ করা

পুনর্খনন পুনরায় খনন করা

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

পুনর্মিলন	একটি সামাজিক দলে কোন ব্যক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা
প্রদেশ	একটি সরকার কর্তৃক শাসিত যা সাধারনত বেশ কয়েকটি জাতির আবাস স্থল
সময়কাল	একটি কৌশল যা সমাজকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটনাপ্রবাহ সংগঠিত হয়েছে তা বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে
মানসিক আঘাত	একটি শারীরিক অথবা আবেগময় ক্ষত যা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করে
আইন-ভঙ্গ	যখন অধিকার উপেক্ষা করা হয়

বাক্য সংকোচন (Abriviation)

AEE	African Evangelistic Enterprise (আফ্রিকান ইভানজেলিস্টিক এন্টারপ্রাইজ)
CHASL	Christian Health Association of Sierra Leone (খ্রীষ্টিয়ান হেল্‌থ এসোসিয়েশন অব সিয়েরা লিওন)
EFSL	Evangelical Fellowship of Sierra Leone (ইভানজেলিক্যাল ফেলোশীপ অব সিয়েরা লিওন)
MOUCECORE	Christian Movement for Evangelism, Counselling and Reconciliation (খ্রীষ্টিয়ান মুভমেন্ট ফর ইভানজেলিজম, কাউন্সেলিং এ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন)
NSCC	New Sudan Council of Churches (নিউ সুদান কাউন্সিল অব চার্চেস)
RDIS	Rural Development Interdiocesan Service (রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন্টারডিওসিজান সার্ভিস)
RURCON	Rural and Urban Resources: Counselling, Outreach and Networking (রুরাল এ্যান্ড আরবান রিসোর্সেসঃ কাউন্সেলিং, আউটরিচ্ এ্যান্ড নেটুয়ার্কিং)
SPLA	Sudan People's Liberation Army (সুদান পিপলস্ লিবারেশন আর্মি)
TEASA	The Evangelical Alliance of South Africa (দি ইভাজেলিক্যাল এলাইয়েন্স অব সাউথ আফ্রিকা)
TRC	Truth and Reconciliation Commission (ট্রাষ্ট এ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন)
YFC	Youth For Christ (ইয়ুথ ফর ক্রাইষ্ট)

অধ্যায় ১

সংঘাত কি?

মানুষ যখন সংঘাত শব্দটি নিয়ে চিন্তা করে তখন প্রায়ই যুদ্ধ অথবা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করে। যাহোক, মানব সমাজের সকল স্তরে ও সকল পরিস্থিতিতে সংঘাত রয়েছে। আমরা প্রতিদিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দ্বন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করি তা সহজেই ভুলে যাই।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অথবা একটি দলে সংঘাত সৃষ্টি হয় তখন যখন তারা মনে করে যে তাদের লক্ষ্য পরস্পর বিরোধী।

প্রতিফলন

- সংঘাত শব্দটি নিয়ে চিন্তা করুন। কি কি শব্দ মনে আসে?
- আপনি সংঘাত সম্পর্কিত যতগুলো উদাহরণ মনে করতে পারেন সেগুলো লিখুন।
- আপনি যেসব সংঘাত সম্পর্কিত উদাহরণগুলোকে লিখেছেন সেগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করুন যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মান্ডলিক, সামাজিক, নৃ-গোষ্ঠীগত, প্রাদেশিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি।

সংঘাত হলো জীবনের একটি বাস্তবতা। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিজস্ব ব্যক্তিস্বত্ত্বা দিয়েও তৈরী করেছেন। কাজেই আমাদের কিছু কিছু মতামত ও অভিমত অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রায়ই পারস্পরিক চাহিদা ও মতামতের প্রতি অশ্রদ্ধার কারনে সংঘাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাহোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মধ্যকার সংঘাতের সমাধান করে থাকি। একটি ভাল যোগাযোগ সাধারনত ব্যক্তিগত পরিসর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত মতবিরোধ নিরসনে এবং বিশৃঙ্খলা হওয়ার আগেই একটি ঐক্যমতে আসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত পরিসরে আমরা প্রায়ই অনুভব করতে পারি না যে, আমরা আমাদের পারস্পরিক মতের ভিন্নতার সমাধান আমরা নিজেরাই করে থাকি।

আমাদেরকে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সংঘাত সৃজনশীল হতে পারে। যে স্থানে অন্যায় রয়েছে কখনও কখনও সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘাতের প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবর্তনের সুযোগ ঘটতে পারে এবং ভবিষ্যতকে আরও ভালভাবে ঢেলে সাজানো যেতে পারে। যা হোক, যখন কোন দ্বন্দের কারণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা সচরাচর কল্যাণকরের থেকে বেশি পরিমাণে ক্ষতি সাধন করে। একটি হিংসাত্মক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে জানমাল ও জীবনের ব্যাপক ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে, পারস্পরিক বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরে, প্রিয়জন-বিয়োগে কষ্টভোগ নেমে আসে, মানসিক যন্ত্রণা, বিষাদ ও রাগ নেমে আসে যা পরবর্তী সময়ে প্রায়ই উন্নত ভবিষ্যতের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। এটি এমন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে, সংঘাতের দ্বারা যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা ছিল সেটি হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে।

প্রতিফলন

- আপনি এমন কোন সময়ের কথা চিন্তা করুন যেসময় কোন সংঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার অফিসের একজন সহকর্মী অথবা প্রতিবেশীর সঙ্গে যখন মতভেদ হয়েছিল।
- আপনি এই মতভেদের মোকাবেলা কিরূপে করেছিলেন?
- সেই সংঘাত থেকে কি কোন ইতিবাচক ফলাফল এসেছিল?
- যদি তাই হয়ে থাকে তবে কি সংঘাতের সৃষ্টি না হলে সেই ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হতো?

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাতের ধরন

বিশ্বব্যাপী সমাজসমূহ বিভিন্ন ধরনের সংঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চার ধরনের সংঘাত রয়েছে যেগুলোর অধিকাংশ ব্যর্থ হয়ে থাকে:

চার ধরনের সংঘাত

১ কোন সংঘাত নেই

যেকোন শান্তিপূর্ণ সমাজ কখনও না কখনও সংঘাতের সন্মুখীন হয়ে থাকে, যদিও এই ধরনের সমাজ সংঘাতের বিকাশ ঘটার আগেই এটি নিরসনে দক্ষ।

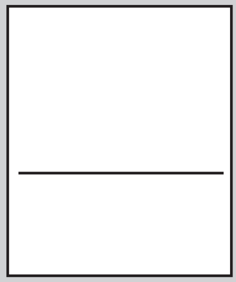

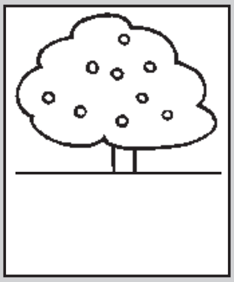

২ বাহ্যিক সংঘাত

এই ধরনের সংঘাতের কোন গভীরতা নেই। এটি হতে পারে কোন ভুল বোঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি যা সঠিক যোগাযোগের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। এছাড়া পরস্পর-বিরোধী দলসমূহ যাদের চাহিদা ও মতামতের বিষয়ে বিরোধ রয়েছে তাদের সঙ্গে সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংঘাতের সমাধান করা সম্ভব।

৩ সুপ্ত সংঘাত

এই ধরনের সংঘাত বাহ্যিক সংঘাতের থেকে গভীর। এটি কার্যকরীভাবে প্রাদুর্ভূত হওয়ার আগেই উন্মোচন করতে হবে।

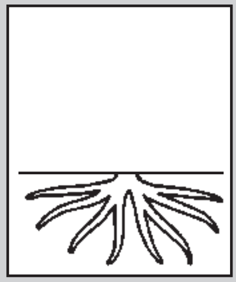

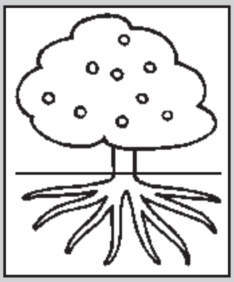

৪ উন্মুক্ত সংঘাত

এই ধরনের সংঘাত স্পষ্ট দৃশ্যমান এবং এটি অত্যন্ত গভীর। কখনও কখনও এটি বেশ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর কারণসমূহ এবং প্রভাবসমূহকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে।

"Working with conflict"-এর পৃষ্ঠা ৫ থেকে সংকলিত

যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ খুব শীঘ্রই উন্মুক্ত সংঘাতে পরিণত হয় সে সব ক্ষেত্রে সমাজসমূহ বাহ্যিক অথবা সুপ্ত সংঘাতের সন্মুখীন হতে পারে। উন্মুক্ত সংঘাত অন্য ধরনের সংঘাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বাহ্যিক, সামাজিক, মানসিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সাধন করতে পারে। এর ফলে যেসব লোকেরা এই ধরনের সংঘাতের সঙ্গে জড়িত তারা সহ যারা জড়িত নয় তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সংঘাতের কারণসমূহ

মানুষ যখন কোন বিষয় সম্পর্কে একমত হতে পারে না তখন সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ইদানিং সময়কালে বড় ধরনের সংঘাতের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হলো- সীমানা, ভাষা, ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক সম্পদ, জাতিগত বৈষম্য, দেশান্তর ও রাজনৈতিক শক্তি। কখনও কখনও মতভেদের একাধিক কারণ থাকে। সামাজিক স্তরে উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যেকোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে।

একটি মতভেদমূলক বিষয়ের কারণে যখন সংঘাতের সৃষ্টি হয় তখন সেই সংঘাত চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট পটভূমিকার একটি প্রভাবের কারণে এটি ক্রমাগতভাবে স্থায়ী হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো ক্ষমতা। অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতি, পরিচিতি এবং অধিকার।

ক্ষমতা

ক্ষমতা হলো কোন কিছু করা বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি সামর্থ্য অথবা সক্ষমতা। এটি নির্ণয় করে কে সিদ্ধান্ত নিবে এবং কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কথোপকথন হয় সেই সময়ে প্রায়শ:ই ক্ষমতার বহি:প্রকাশ ঘটে। জনপ্রিয় ব্যক্তিদের যে ধরনের ক্ষমতা রয়েছে আমরা সে সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারি যেমনঃ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকবৃন্দ ইত্যাদি। এই ধরনের লোকেরা প্রায়ই প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের অধীনে যারা কাজ করে, তাদের জন্য যারা প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের পণ্য যারা কিনে থাকে তাদের চেয়ে এই ধরনের ব্যক্তিবৃন্দের ক্ষমতা অনেক বেশি হয়ে থাকে। দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, সাহিত্য জ্ঞান এবং প্রভাবের ক্ষেত্র অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষমতা আমাদের রয়েছে অথবা যে পরিমাণ ক্ষমতা অন্য লোকেরা চিনতে পারবে।

ক্ষমতার অনেক ধরনের উৎস রয়েছে। ক্ষমতা বলতে শুধুমাত্র সামরিক শক্তিকেই বোঝায় না। এর মাঝে অর্থ, যোগাযোগ, তথ্যাদি, কর্তৃত্ব, জ্ঞান, নিরাপত্তা এবং উপকরণ ব্যবহারের সুযোগও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মাত্রায় ক্ষমতা রয়েছে। 'ক্ষমতাহীণতা' তখনই ঘটে যখন কোন ব্যক্তি তার যে ক্ষমতা রয়েছে সে সম্পর্কে তারা চিন্তা না করে, যখন তারা তাদের ক্ষমতার ব্যবহার করতে না পারে অথবা যখন অন্যেরা তাদের ক্ষমতা চিনতে না পারে। অনেক ব্যক্তির পরিস্থিতির উপর প্রভাব রাখার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে কারণ তারা মনে করে যে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিটি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ব্যক্তির আত্ম-মর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। লোকেরা যখন এই ধরনের আত্মবিশ্বাস লাভ করে তখন কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা আরও অনুপ্রাণিত হয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দুর করার জন্য একসঙ্গে কাজ করে।

যখন বিভিন্ন দলের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় অথবা তদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য মসৃণ না হয়ে তখন দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষমতা পাবার আশায় অথবা নিজেদের ক্ষমতা হারাবার ভয়ে একটি দল তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অন্য আরেকটি দল ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইতে পারে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্ষমতা যে উপায়ে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।একটি দ্বন্দপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা একদিকে দ্বন্দ সৃষ্টি অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

দুই ধরনের ক্ষমতা

উৎস: *Working with conflict*, পৃষ্ঠা-৩৯

দুটি ভিন্ন ধরনের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ:

- **মজবুত ক্ষমতা** হলো আদেশ এবং প্রেরণা দেয়ার সামর্থ্য। এই ধরনের ক্ষমতা সচরাচর কায়িক অথবা সামরিক ক্ষমতা প্রকাশ করে। হিংসাত্মক দ্বন্দের বিষয়ে বিরোধী দলের সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রাধান্য বিস্তার করে।
- **নমনীয় ক্ষমতা** হলো সহযোগীতা আনয়নের সামর্থ্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিফলন

- আপনি আর কত ধরনের ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে পারেন?
- আপনি আপনার নিজ এলাকা সম্পর্কে চিন্তা করুন। সেখানে কোন ধরনের লোকেদের অথবা কোন দলের হাতে ক্ষমতা রয়েছে?
- আপনার হাতে কি ধরনের ক্ষমতার উৎস রয়েছে?
- কোন ব্যক্তির পক্ষে কি মজবুত ও নমনীয় উভয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব?

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাতের স্তরসমূহ

যখন পার্থক্যসমূহ বেড়ে গিয়ে উত্তেজনায় পরিণত হয় সেখানে দ্রুত গতিতে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অবকাশ থাকে না। যখন কোন পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে চলে যায় তখন সেখানে কোন দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা থাকে না।

১ সংঘাতপূর্ব সময়

পার্থক্যসমূহ ধৈর্য্য সহকারে সম্মিলিত হলে আলোচনা ও পার্থক্যসমূহ পরিচ্ছন্ন ও ফলদায়ক সম্পন্ন হতে পারে

উত্তেজনা মানুষের মতামত অটল হয় ও তারা তাদের বিরোধীদের সমালোচনা করে এবং তাদেরকে শত্রু হিসেবে দেখে। দলসমূহের মাঝে পার্থক্য আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে। এইভাবে দলগুলো আরও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

২ মোকাবেলা

সংঘাতসমূহ! এটি হলো এমন একটি পরিস্থিতি যখন উভয় দলই মনে করে যে অপর দল ভুল কাজ করেছে। তারা এই বিষয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। সেই সময় তারা আরও চরম অবস্থান গ্রহণ করে। তারা বিপক্ষকে হুমকি দেয় কিন্তু তা বাস্তবায়িত করে না। সমর্থকরা হয়ত বিক্ষোভ অথবা অন্যান্য মুখোমুখী আচরনে জড়িয়ে পড়তে পারে।

৩ সংকট

সংকট হলো এমন একটি পরিস্থিতি যখন সংঘাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে শত্রুতা অথবা হিংসাত্মক কর্মকান্ড শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রায়শ:ই দলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

শত্রুতা! যখন লোকেরা মনে করে যে তাদের মতামত সঠিক। বিরোধীদেরকে এই সময় উপহাস, অবজ্ঞা ও বিচ্ছিন্ন করা হয়, কিছু কিছু হুমকির বাস্তবায়ন করা হয়।

সহিংসতা এর অর্থ হলো পিছনে ফিরে যাবার আর কোন পথ নেই। তারা অবশ্যই পরাজিত হবে। এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, হতে পারে শারীরিক সহিংসতা।

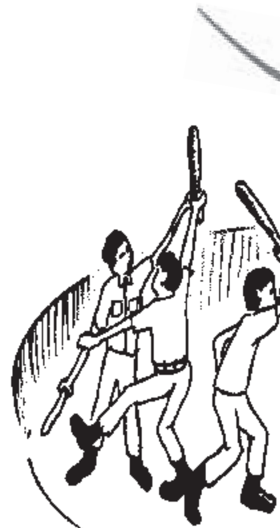

৪ পরিণতি

বিবাদমান দলগুলোর মাঝে শক্তির লড়াই চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি দল জয়লাভ করে ও অপর দল আত্মসমর্পণ করে এবং যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত না হয় অথবা দলগুলো ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। এক্ষেত্রে বাইরের কোন ব্যক্তি/দল শক্তি সহকারে হস্তক্ষেপ করে সহিংসতা রোধ করতে পারে।

পদক্ষেপ ৩৬-এর ৮-৯ পৃষ্ঠা হতে গৃহিত হয়েছে।

বিবাদমান দলগুলোকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে যোগাযোগ পুনর্বহাল করতে হবে এবং এই নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হবে যেন পরিপূর্ণ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

৯ ঐক্যমত

এক্ষেত্রে সকলেই একমত পোষণ করে। দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে কিন্তু তারা সবসময় অন্যদের মতামতকে গ্রহণ করে। একটি লিখিত বা স্বাক্ষরিত চুক্তি ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপকারী।

৮ সমাধান আবিষ্কার

এক্ষেত্রে এমন একটি প্রস্তাব খুঁজে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে সকলেই একমত হয়ে থাকে। এটি হতে পারে আইনগতভাবে, রীতিমাফিক প্রক্রিয়া অথবা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। এই পরিস্থিতিতে সমাধানগুলোর সঙ্গে ঐক্যমত সৃষ্টি হয় এবং সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পন্নকৃত হয়।

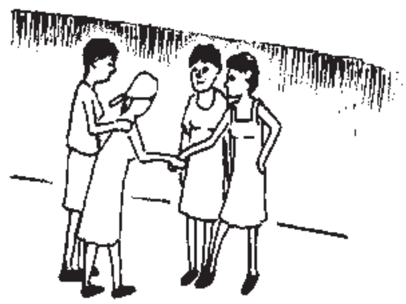

৭ পারস্পরিক সমঝোতা

এক্ষেত্রে মানুষ অন্যদের মতামত বুঝতে পারে এবং সেগুলোকে সম্মান দেয়। এই পরিস্থিতিতে সংঘাতপূর্ণ বিষয়টি চিত্রিত করা হয় যেন সম্ভাব্য সমাধানসমূহ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।

৬ যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হওয়া

এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে যে একটি সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে। বাহিরের কোন মধ্যস্থতাকারী উভয় পক্ষের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। এভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

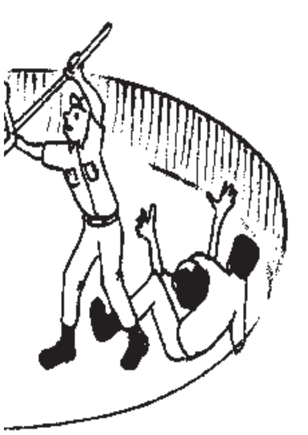

৫ সংঘাত-পরবর্তী সময়

এক্ষেত্রে হিংসাত্মক সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে
যখন একটি দল জয়লাভ করে তখন এটি ইতিবাচক রূপান্তর না-ও করতে পারে। এটি নতুন কোন অন্যায্যতা সৃষ্টি করতে পারে যা আবারও সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে (ধাপ-০২)

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাতে কিভাবে মানুষ সাড়া প্রদান করে?

মানুষ সংঘাতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে সাড়াদান করে। এই সাড়াদান নির্ভর করে তাদের অনুভূতির উপর তারা বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিরূপ গুরুত্ব দান করে। এছাড়াও তাদের কিরূপ শক্তি রয়েছে তার উপর এটি নির্ভর করে। এটিকে গ্রীডের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা যেতে পারে:

সম্পর্ক ও লক্ষ্যের মাঝে অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ

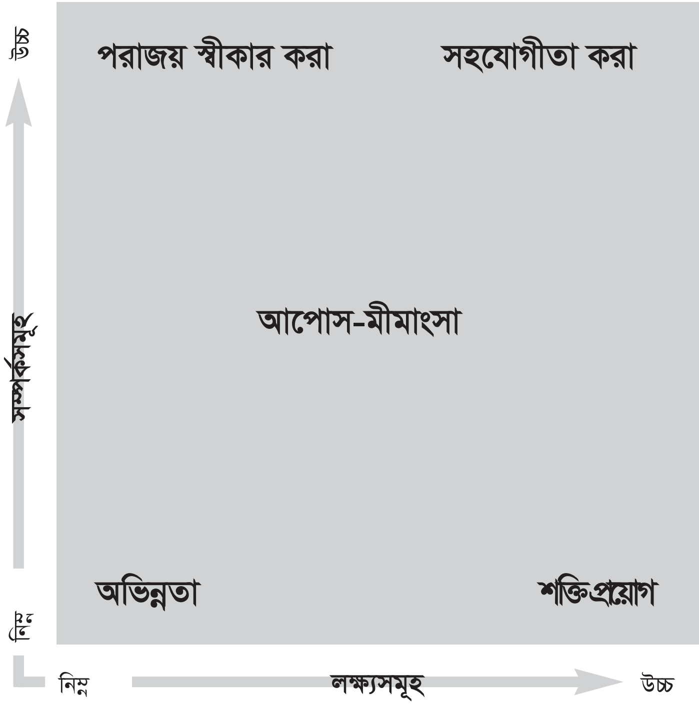

অভিন্নতা যদি লোকেরা তাদের লক্ষ্য ও সম্পর্কসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করে তবে তারা সাধারণভাবে সংঘাত থেকে নিজেদেরকে দুরে রাখতে পারে। তারা মনে করতে পারে যে সংশ্লিষ্ট সংঘাত তাদের নিজেদের কোন বিষয় নয়। অন্যদিকে তারা মনে করতে পারে যে সংঘাত নিরসনে তাদের সংশ্লিষ্টতা কোন ভিন্নতা বয়ে নিয়ে আসবে না।

প্রত্যেক সাড়াদানের ভাল ও মন্দ বিষয়

পরাজয় স্বীকার করা লোকেরা যখন সম্পর্কের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয় তখন তারা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং তাদের নিজস্ব লক্ষ্যের প্রতি কম দৃষ্টি দেবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তারা যেকোন মূল্যে শান্তি কামনা করবে। অন্যের দ্বারা গৃহীত ও পছন্দকৃত হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন ব্যক্তি যদি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তবে সংঘাত দুরীভূত হতে পারে। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার আরেকটি অর্থ হলো প্রকৃত বিষয় ও বেদনা সম্পর্কে নিরব থাকা।

শক্তি প্রয়োগ যেসব লোকেরা তাদের বিরোধীদেরকে দাবিয়ে রাখে তারা অন্য লোকদের কাছে হীনমনা হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাল মূল্যবোধ পোষণ করে না। তাদের লক্ষ্যের একটি অংশ হলো জয় লাভ করা। কিছু লোক শক্তি প্রয়োগ করে কারণ তারা সবার উপরে থাকতে চায় অথবা তারা কখনও স্বীকার করতে চায় না যে তারাও ভুল করতে পারে। শুধুমাত্র জয়লাভ করার দ্বারা তারা যে বিষয়টি লক্ষ্য করে সেটি হলো এই যে তারা অন্যদেরকে পরাজিত করতে শক্তি প্রয়োগ করে এবং এইভাবে হয়ত তারা কিছু সময়ের জন্য সংঘাত বন্ধ রাখতে পারে।

আপোস-মীমাংসা লোকেরা যদি জানতে পারে যে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না, তখন তারা আপোস-মীমাংসা করে। সেই পরিস্থিতিতে তারা সমঝোতা করে, দর কষাকষি করে এবং উভয় পক্ষ বেশি কিছু মূল্য না দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে। তারা উভয় পক্ষেরই কিছু অর্জনের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কখনও কখনও সকলেই মনে করে যে ফলাফল অসন্তোষজনক অথবা কোন পক্ষই সমাধানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়।

সহযোগীতা করা এই ধরনের ক্ষেত্রে লোকেরা সম্পর্ক ও লক্ষ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দান করে। তারা মনে করে যে মানুষ সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ও বর্ণাঢ্য সমাধান আবিষ্কার করতে পারে যা উভয় পক্ষের জয়লাভ নিশ্চিত করবে। যখন বিবাদমান দলগুলো তাদের লক্ষ্যগুলোকে নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বৈঠক করে তখন প্রায়শ:ই তারা বুঝতে পারে যে তাদের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়েছে। এটি হতে পারে যে তারা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দেয় নি। অথবা তারা হয়ত লক্ষ্য করতে পারে যে সকলেই বিরোধী হিসেবে নয় কিন্তু অংশীদার হিসেবে তাদের চেয়ে বেশি অর্জন করেছে।

সমন্বয় সাধন

যেসব অনৈক্যের বিষয়গুলোর দ্বারা সংঘাত শুরু হয় সেগুলোতে প্রায়শ:ই আরও গভীর সমস্যা লুকিয়ে থাকে। আপনি লক্ষ্য করুন যে পৃষ্ঠা নং - **১২** ও **১৩** তে বর্ণিত সংঘাতের প্রতিটি ধাপ মানুষের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যোগসূত্র স্থাপন করে। খ্রীষ্টভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে সংঘাতের মূলে রয়েছে একটি ভঙ্গুর সম্পর্ক। পাপের কারণে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের একটি ভঙ্গুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অধ্যায়-০২ এ আমরা এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করব।

যদি সংঘাতের মূল কারণ একটি ভঙ্গুর সম্পর্ক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মতানৈক্যের বিষয়টি সমাধান করতে হবে।

একটি ভাল সম্পর্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ

- যদি সম্পর্কের বিষয় ও সেই সম্পর্কটি সঠিকভাবে উল্লেখ না করা হয় তবে ভবিষ্যতে সংঘাতটির আরও সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে।
- পরিবর্তন টেকসই করার ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মত সমস্যার লক্ষণসহ এগুলোর অন্তর্নিহিত কারণগুলো উদ্ঘাটন করা গুরুত্বপূর্ণ।
- যদি দুটি বিবাদমান দলের মাঝে ভাল মতৈক্য ও অভিজ্ঞতা থাকে তবে সম্পর্কের পুন:প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভবিষ্যতের অন্যান্য বিষয়ের উপর সৃষ্ট সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানো সম্ভব।

যেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজে সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা সংঘাত নির্মূল করতে অথবা বিবাদমান দলের মাঝে সম্পর্ক পুন:স্থাপন করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের ভূমিকা হলো এই যে বিবাদমান দলের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা সংঘাত নিরসন এবং তাদের মাঝে সমন্বয় স্থাপন করা।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ টীয়ারফান্ড-এর অংশীদারগণ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে লোকদেরকে উৎসাহিত করে আসছে। তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে যা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। সমন্বয় স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীয়ারফান্ড-এর অংশীদারগণের অভিজ্ঞতাগুলোকে অধ্যায়-০৩ এ বর্ণিত হয়েছে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাত নিরসনে সমন্বয় স্থাপনের ভূমিকা নিম্নোক্ত রেখাচিত্রে দেয়া হলো। এই রেখাচিত্রটি থেকে বোঝা যায় যে যোগাযোগ ও সম্পর্কের উপর মনোযোগ না দিলে সংঘাতের একটি দুষ্ট চক্র চলমান থাকতে পারে। একটি দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই শান্তির ক্ষেত্রে সমন্বয় স্থাপন হলো মুল চাবিকাঠি।

সমন্বয় স্থাপন এবং সংঘাত

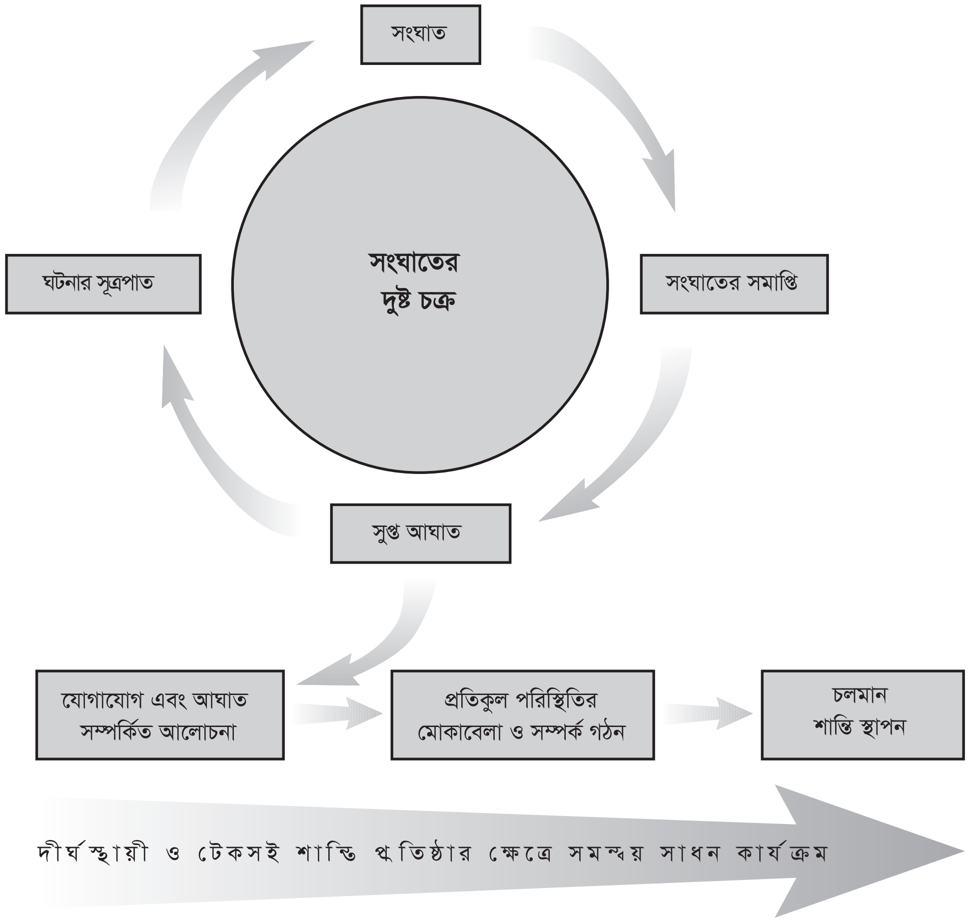

অধ্যায় ২

সমন্বয় স্থাপন সম্পর্কে বাইবেলীয় শিক্ষা কি?

সমন্বয় স্থাপন সম্পর্কে বাইবেল কি শিক্ষা দেয় সেগুলোর দিকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর ফলে আমরা যে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছি তার একটি ভিত্তি স্থাপন করা সহজ হয়। আলোচ্য অংশে বাইবেলীয় নীতিমালা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করবে যে কেন খ্রীষ্টভক্তদের সমন্বয় স্থাপনের বিষয়ে উৎসাহদানের কর্মকান্ডে জড়িত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালাগুলোকে সেই সকল খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে সহভাগ করা যেতে পারে যারা সংঘাতের দ্বারা প্রভাবিত যেন তারা সংঘাতের সময়কালে ও এরপরে ঐশ্বরিক আচরণ ও কর্মকান্ডে পূর্ণ হয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ সেটিই হলো সমন্বয় স্থাপনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তকে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। ঈশ্বর আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর দেখলেন তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা 'উত্তম'। এরপর তিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদেরকে 'অতি উত্তম' বলে ঘোষণা করলেন। আদম এবং হবা ঈশ্বরের মনোনীত স্থানে তাঁর আশীর্ব্বাদের ছায়ায় বসতি করলেন (আদিপুস্তক ১:২৮)। মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে, পারষ্পরিক এবং পরিবেশের সঙ্গে বসবাসের শান্তি (শালোম)-এর অভিজ্ঞতা লাভ করল।

শালোম

শালোম হলো একটি হীব্রু শব্দ যা বাইবেলের অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে - 'শান্তি'। আধুনিক ইংরেজীতে শান্তির সংজ্ঞা হলো - উত্তেজনা অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুপস্থিতি। তবে শালোম শব্দের অর্থ আরও গভীর। এর অর্থ হলো ঈশ্বর, মানুষ এবং সৃষ্টির সঙ্গে পরিপূর্ণতা এবং অখন্ডতা।

যাহোক আমরা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে দেখতে পাই যে ঈশ্বরের এই উত্তম সৃষ্টি পাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়। এদন বাগানের শান্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। এর ফলে মানুষের সঙ্গে এবং মানুষের ও পরিবেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা ভেঙ্গে যায়।

বাইবেলের বাকি অংশ জুড়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির পুন:স্থাপনের পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত করেছেন সেটির কাহিনী রয়েছে - তিনি তাঁর সৃষ্টিকে একটি সঠিক সম্পর্কের মাঝে তাঁর সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যিশাইয় পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে ভাববাণী প্রচার করা হয়েছে। যিশাইয় পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে তাঁকে 'শান্তির রাজপুত্র' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলের নতুন নিয়মে শান্তি শব্দটি সম্পর্কে হীব্রু ভাষার যে ধারণা রয়েছে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে; যার অর্থ হলো ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে শালোম বা শান্তি উপস্থিত হয়। কলসীয় ১:১৯-২০ পদে এ আমরা দেখতে পাই - "কারণ ঈশ্বরের এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্তস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন।" প্রভু যীশু মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের একটি সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এছাড়া তিনি তাদের মধ্যকার পারষ্পরিক সম্পর্ক এবং সার্বিকভাবে সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক সঠিকভাবে স্থাপন করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-৪ পদে আমরা দেখতে পাই যে, "ঈশ্বর স্বর্গে তাঁর লোকদের সঙ্গে বসবাস করবেন এবং সেখানে আর কোন মৃত্যু বা বিলাপ বা ক্রন্দন বা কোন কষ্টভোগ থাকবে না।"

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

অন্য লোকদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টভক্তদেরকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। করিন্থীয় ৫:১৮-২০ পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরিচর্যা কাজ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে 'খ্রীষ্টের মনোনীত' হিসেবে আহ্বান করেছেন যেন আমরা যারা তাঁকে জানে না তাদের কাছে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ পৌছে দিতে পারি। আমাদের জীবনে এটিই হলো ঈশ্বরের আহ্বান যে যারা এখন পর্যন্ত খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়নি তাদের কাছে আমরা যেন স্বাক্ষী হিসেবে কাজ করতে পারি। বাইবেল থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্য লোকদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপনের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করি। আমরা যখন মানুষের পক্ষে সাড়াদান করি তখন ঈশ্বরের উদ্ধারকারী অনুগ্রহদানের প্রতি আমাদের সাড়াদানের প্রকাশ ব্যক্ত করি।

বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, দারিদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা ও সংঘাতের মূল কারণ হলো ভঙ্গুর সম্পর্ক। আমরা এমন একটি জগতে বাস করি যেখানে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে যার ফলে বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস, লোভ এবং অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঈশ্বরের লক্ষ্য হলো সমন্বয় স্থাপন। বাইবেলের নতুন নিয়মের অনেক জায়গায় খ্রীষ্টিয় ঐক্যের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে কিরূপে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করবে সে সম্পর্কিত নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।

আলোচ্য অংশের বাকি অংশ জুড়ে আমরা কিছু বাইবেলীয় নীতিমালার দিকে লক্ষ্য করব। সমন্বয় স্থাপনে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টভক্তদের কেন জড়িত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সে সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে এই নীতিমালাগুলো আমাদেরকে সাহায্য করবে।

নীতি-০১ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়

মথি ৫:৯ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন- 'ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে'। খ্রীষ্টিয় চরিত্রের একটি অপরিহার্য অভিব্যক্তি হলো শান্তি স্থাপন। আপনি 'মিলনকারী' অথবা 'শান্তি স্থাপনকারী' শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন। আমাদেরকে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি এমন একটি বিষয় নয় যা রাতারাতি বাস্তবায়িত হবে। এটি একটি মজার বিষয় যে আমাদের পাপপূর্ণ স্বভাব আমাদেরকে শান্তি ভঙ্গকারী হিসেবে পরিণত করে। এই বিষয়টি প্রভু যীশুর সময়কালের মত বর্তমান সময়কালেও দেখা যায়। পাপের কারণে মানুষ খুব সহজেই শান্তি ভঙ্গ করে। এর ফলে ব্যাপক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদমান পক্ষের মাঝে ধ্বংসাত্মক সংঘাত এবং মন্ডলীর মাঝে দুঃখজনক সংঘাত নেমে আসতে পারে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তবে মথি ৫ অধ্যায়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সমাজে আরোগ্যদানের বিষয়েও তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষের মাঝে পুনঃস্থাপিত সম্পর্ক দেখতে চান এবং তিনি মনে করেন যে খ্রীষ্টভক্তরা শান্তি স্থাপনকারী বা মিলনকারী হিসেবে কাজ করবে। এর অর্থ হলো এই যে খ্রীষ্টভক্তরা অবশ্যই পরস্পরের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। খ্রীষ্টভক্তদের আরও একটি ভূমিকা রয়েছে - তারা সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিবাদমান অবিশ্বাসীদের সাথে একসঙ্গে বসে সমন্বয় স্থাপন করবে।

সমন্বয় স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা সুসমাচারের শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তি দৃশ্যনীয়ভাবে প্রদর্শন করতে পারি। এর জন্য যা প্রয়োজন সেটি হলো আমরা নিজেরা ঈশ্বরের সঙ্গে সমন্বয়যুক্ত অবস্থায় থাকব। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মন্ডলীর মধ্যকার সংঘাত অবশ্যই সমাধান করতে হবে। বাইবেলের নতুন নিয়মের অনেক অনুচ্ছেদে মন্ডলীর সংঘাতের বিষয় সম্পর্কে দেয়া রয়েছে। বর্তমান সময়কালের মত খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর প্রথম সময়কালেও এটি একটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। আমাদের এই বইটিতে মন্ডলীর সংঘাত সম্পর্কিত বিষয়ে পুরো তথ্য দেয়া সম্ভব নয় কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন আমরা রুটস্-০৫ এ প্রয়োজনীয় বাইবেলের অনুচ্ছেদ ও তথ্যাদি সংযুক্ত করি।

খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যকার সংঘাত নিরসনের দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুনিশ্চিত করা সম্ভব:

- আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারি।
- আমরা অন্য লোকদের সঙ্গে সংঘাতের বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারি কারণ আমরা জানি যে সংঘাতের বিষয়ে আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- আমরা কপট হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হই না।
- অবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টভক্তদের শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে কাজ করার বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারে।
- আমরা লোকদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশিত করতে পারি যেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে।

নীতি-০২ চিহ্নিতকরণ এবং ঐক্য

আমরা মঙ্গলের জন্য যেসব লোকদেরকে পরস্পরের মাঝে সম্পর্কযুক্ত করি সাধারনভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন, তবে তিনি আমাদের প্রত্যেককে এককভাবে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এই জগতে এমন কোন দুইজন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা সমস্ত দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। আমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে। আমরা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে আংশিকভাবে এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লাভ করেছি। আমরা যে সকল মানুষের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করি অথবা যে স্থানে কাজ করি সেখানকার মানুষের আচরণ দ্বারা আমাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। আমরা নিজ জাতির লোকদের, পরিবারের, ভাষাগোষ্ঠীর, সম-বয়সী অথবা সম-লিঙ্গের অথবা যারা আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করে (খেলাধুলা অথবা সঙ্গীত) তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সহজবোধ করতে পারি।

প্রতিফলন

- আপনার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা করুন (যেমন - জাতিগত স্বত্ত্বা, ধর্ম্ম, লিঙ্গ, গোত্র, বয়স ইত্যাদি)।
- আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মীদের বিষয়ে চিন্তা করুন। তাদের ব্যক্তিত্বের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আপনি ও সেই ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রয়েছেন?

ঈশ্বর দলের (মন্ডলী) ধারণাকে পছন্দ করেন যেমন - পরিবার, নৃ-গোষ্ঠী ইত্যাদি। আমাদের মানবীয় স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো দলগতভাবে বসবাস করা। ঈশ্বর আমাদের এই উৎকৃষ্ট স্বভাব দান করেছেন। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে জাতিগত স্বত্ত্বা প্রায়শঃই উদ্‌যাপনের পরিবর্তে অবমাননা করা হয়। যখন দুটি দল একত্রে মিলিত হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার ভিন্নতাগুলোর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। অনেক সময় সংঘাতের অজুহাত হিসেবে অথবা অন্যান্য বিষয়কে গুপ্ত রাখার ক্ষেত্রে জাতিগত স্বত্ত্বা বিষয়টিকে অপব্যবহার করা হয়।

বাইবেল এখন পর্যন্ত আমাদেরকে বলে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে একই ঐক্যে সংযুক্ত করতে সমর্থ এবং তিনি তাদেরকে একটি অভিন্ন স্বত্ত্বা দিতে পারেন। বাইবেলে বিশ্বাসীদের দলকে বর্ণনা করতে গিয়ে ‘পরিবার’, ‘সমাজ’ এবং ‘জাতি’ শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে (গালাতীয় ৬:১০; ইব্রীয় ২:১১; ১ পিতর ৪:১৭; আদিপুস্তক ২৮:৩; ১২:২; ১৮:১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:১৯; ১ পিতর ২:৯-১০ এর দিকে লক্ষ্য করুন)।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

বাইবেল অধ্যয়ন
খ্রীষ্টে ঐক্য

- রোমীয় ১০:১২-১৩ পাঠ করুন।
  - উপরোক্ত বাইবেলের পদগুলো থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি কিরূপ ঈশ্বরীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
- ইফিষীয় ২:১১-১২ পাঠ করুন। এই অনুচ্ছেদে একটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে - সকল মানুষ ঈশ্বরের কাছে সমানভাবে প্রবেশাধিকার পেতে পারে এবং ঈশ্বরের শান্তি অন্য লোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। যিহুদী লোকেরা তাদের ত্বকচ্ছেদের বিষয়ে গর্ব্ব করত যা ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ছিল। ইফিষীয় মন্ডলীর খ্রীষ্টভক্তরা জন্মসূত্রে যিহুদী ছিল না।
  - ইফিষীয় ২:১১-১৩ পদে প্রেরিত পৌল ইফিষীয়দেরকে কি আশ্বাস দিয়েছেন?
  - ইফিষীয় ২:১৪-১৮ পদে ঈশ্বরের সঙ্গে পরজাতিদের এবং পরজাতিদের সঙ্গে যিহুদীদের শত্রুতা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? কোনটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি?
  - ইফিষীয় ২:১৯-২২ পদে ইফিষীয় খ্রীষ্টভক্তদেরকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন?
  - এই অনুচ্ছেদটি অন্য খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে কিরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করে? এই অনুচ্ছেদটি ভিন্ন সংস্কৃতির খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে কিরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করে?
- কলসীয় ৩:১১ এবং ১ করিন্থীয় ১২:১২-১৩ পাঠ করুন
  - বাইবেলের এই পদগুলো বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য কি অর্থ বহণ করে?
  - আপনি যে সমাজে কর্মরত রয়েছেন গ্রীক এবং যিহুদী জাতির নামের পরিবর্তে সেই সমাজের জনগোষ্ঠীর নামগুলোকে ব্যবহার করুন।
- রোমীয় ১৫:৫-৬ পদ পাঠ করুন। প্রেরিত পৌল কেন ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?
  - অনেক অংশীদারগণ একটি বাক্যাংশ ব্যবহার করেন - 'ঐক্যের চেয়ে বৈচিত্র্যের ঐক্য প্রয়োজন'। আপনি এখনই যে বাক্যাংশটি পাঠ করলেন সেটিকে বাইবেলের অনুচ্ছেদের আলোকে আলোচনা করুন।

আর তারা একটি নতুন গান গাইল: 'তুমি সেই পুস্তক নেবার ও তার মুদ্রাঙ্ক খুলবার যোগ্য, কারণ তুমি হত হয়েছ এবং সমস্ত জাতি, ভাষা ও লোকবৃন্দ থেকে তোমার রক্তে তুমি এই সকল লোকদেরকে সদাপ্রভুর জন্য ক্রয় করেছ
প্রকাশিত বাক্য ৫:৯

নীতি-০৩ প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম কর

বাইবেল থেকে অনেক সময় আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসার আহ্বান পেয়েছি। নিম্নে বাইবেল অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেরূপে শিক্ষা দেয় সেভাবে দেখা যায় যে আমাদের প্রতিবেশী শুধুমাত্র তারা নয় যারা আমাদের বাড়ীর আশেপাশে বসবাস করে অথবা শুধুমাত্র আমাদের সাথে একই দেশে বাস করে।

বাইবেল অধ্যয়ন
প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম কর

- বাইবেলের লেবীয় ১৯:১৮; মথি ১৯:১৯; মার্ক ১২:২৮-৩৪ এবং রোমীয় ১৩:৯ পদগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন।
  - আপনি বাইবেলের এই পদগুলোর মাঝে কোন্ বিষয়টি সব ক্ষেত্রে একই দেখেছেন?
- দয়ালু শমরিয়ের দৃষ্টান্তটি 'প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম কর' নামক আজ্ঞার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে।

বাইবেলের লূক ১০:২৫-৩৭ পদ পাঠ করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে যেন আমরা একে অপরকে ভালবাসি, এমনকি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলের বাইরেও যেন আমরা একে অপরকে ভালবাসি। যখন ব্যবস্থাবেত্তা যীশুকে জিজ্ঞেস করল - 'কে আমার প্রতিবেশী?' সেই ব্যক্তি হয়ত যীশুর কাছ থেকে এই উত্তর প্রত্যাশা করেছিল - 'তোমার যিহুদী ভাইয়েরা'। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দয়ালু শমরিয়ের দৃষ্টান্তে ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি, যদিও সেই সময় যারা যীশুর কথা শুনছিল তারা সকলেই যিহুদী ছিল এবং তারা এটি ভেবে নিয়েছিল যে সেই আক্রান্ত ব্যক্তি একজন যিহুদী হয়ে থাকবেন। যাহোক একজন যাজক ও একজন লেবীয় যারা তৎকালীন ইস্রায়েলের ধর্ম্মীয় অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন তারা সেই আহত ব্যক্তির পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়কালে যিহুদীরা শমরিয়দেরকে তুচ্ছ করত। তবুও এই দৃষ্টান্তে শমরিয় সেই আহত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল।

- আপনার প্রতিবেশী কে?
- আপনি এমন কোন সময়ের কথা চিন্তা করুন যখন আপনার প্রতিবেশীকে ভালবাসার ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আপনি কেন জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
- আপনার মনোভাব এই অনুচ্ছেদের আলোকে অন্যান্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিরূপ হবে?

নীতি-০৪ তুমি আপন শত্রুকে প্রেম কর

আমরা যেসব লোকদেরকে চিনি না তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রায়শ:ই জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে বেগ পেতে হয়। এছাড়া যেসব লোকেরা আমাদেরকে ঘৃণা করে অথবা হুমকি দেয় তাদেরকে যখন সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তখন সেটি সম্পন্ন করা আরও কঠিন একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের শত্রুদের প্রতি আচরনের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় শিক্ষা একেবারে সুস্পষ্ট।

বাইবেল অধ্যয়ন

আপন শত্রুকে প্রেম কর

- মথি ৫:৪৩-৪৮ পদ পাঠ করুন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার শ্রোতাদেরকে জোরালোভাবে বলছেন যেন তারা তাদের শত্রুদেরকে ভালবাসে। তিনি এক্ষেত্রে ঈশ্বরের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন - ঈশ্বর ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়ের প্রতি সূর্য্য উদিত করেন এবং তাদের উভয়ের উপরই বৃষ্টি বর্ষন করেন। তিনি এখানে নিঃশর্ত ভালবাসার কথা বলেছেন। নিঃশর্ত ভালবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ হলো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। আমাদের পাপ থাকা স্বত্তেও তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন।
- যারা আমাদেরকে ভালবাসে তাদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করা অনেক সহজ একটি বিষয়
  - আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মথি ৪৬ পদে কি করার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন?
  - আমাদেরকে তিনি মথি ৪৭ পদে আর কি বিষয়ে চ্যালঞ্জ দিয়েছেন?
  - আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মথি ৪৬ পদে যারা আমাদেরকে আঘাত করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিরূপ তাৎপর্য্য প্রদান করেছেন?
- আলোচ্য অনুচ্ছেদটি মথি ৪৮ পদে গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে আমাদেরকে পরিপূর্ণতার যাচঞা করার উৎসাহদান করা হয়েছে - এটি হলো এমন একটি ধারণা যা শালোম অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার পূর্ণতা ঘোষণা করে। যদিও আমরা এই পৃথিবীতে কখনই নিখুঁত হতে পারব না, তবে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণে শত্রুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে। এর অর্থ হলো আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতি ও অন্যদের প্রতি অন্যায় করলেও ঈশ্বরের ভালবাসায় তাদের কাছে যেতে হবে ও তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।
- অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহ: লূক ৬:২৭-৩৬; রোমীয় ১২:১৪-২১।

নীতি-০৫ তোমরা একে অপরকে ক্ষমা কর

ক্ষমা করা হলো সমন্বয় বা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষমার অর্থ হলো যে দূঃখভোগের কারণে বিরক্তিভাব তার মনে এসেছে সেটি 'বাদ দেয়া'। এটি খ্রীষ্টে উপশম পাবার সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সকলের পাপের জন্য দূঃখভোগ করেছেন। বাইবেলে বহুবার আমরা যেন একে অপরকে ক্ষমা করি সেই বিষয়ে বলা হয়েছে (মথি ৬:১৫; ১৮:২১-২২ ও কলসীয় ৩:১৩ দেখুন)।

ফিলিপ ইয়ান্সি তার বই "অনুগ্রহে কি আশ্চর্য্যজনক বিষয় রয়েছে?" এ লিখেছেন এই জগতে যে অনুগ্রহের অভাব রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য ক্ষমার কিরূপ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানব স্বভাবের একটি স্বাভাবিক বিষয় হলো অনুগ্রহ করা থেকে বিরত থাকা যেখানে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ হলো ক্ষমা করা। অনুগ্রহের মতই ক্ষমার ক্ষেত্রেও তারা কোন ন্যায্যতা পোষণ করে না। মানুষের পক্ষে ক্ষমা করা হলো অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

অন্যায় করার ক্ষেত্রে আমাদের মনের আবেগসমূহ

আমরা যখন অন্যায় করি, তখন প্রায়শঃই আমাদের মনে নিম্নোক্ত আবেগগুলো বিদ্যমান থাকে:

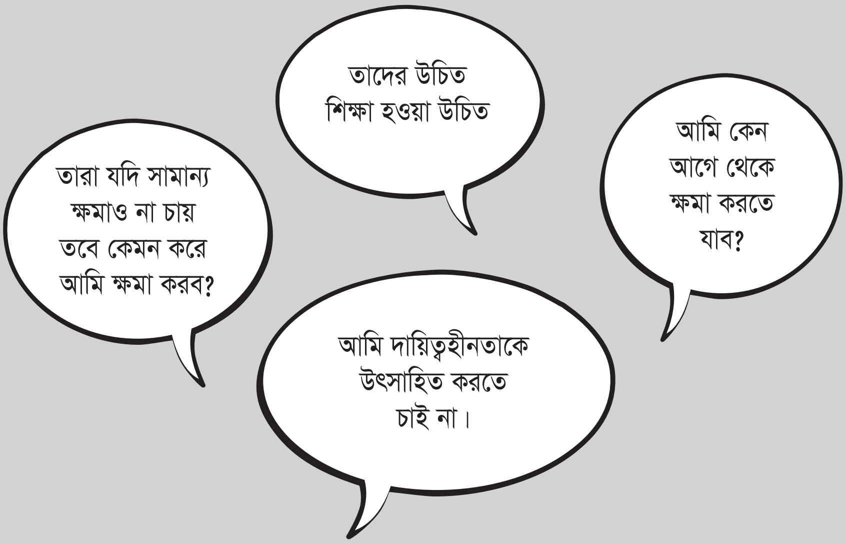

ফিলিপ ইয়ান্সি ব্যাখ্যা করেছেন কেন আমাদের ক্ষমা করা উচিত:

- ঈশ্বরের চরিত্রের অংশ হলো অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদর্শন এবং তাঁর মত হওয়ার বিষয়ে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে।
- প্রভুর প্রার্থনার একটি লাইনে রয়েছে - 'আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদেরকে ক্ষমা করিয়াছি'। প্রভু যীশু আমাদেরকে আজ্ঞা দিয়েছেন যেন আমরা এই অনুগ্রহের অভাবযুক্ত জগতকে ক্ষমা করি। (মথি ১৮:২১-৩৫ পদের দিকে লক্ষ্য করুন। এই দৃষ্টান্তের মূল বিষয় ৩৩ পদে লক্ষ্য করুন।) আমরা যখন একে অপরকে ক্ষমা না করি তখন এর দ্বারা একটি বিষয় প্রকাশ করি যে মানুষ ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার যোগ্য নয়।
- ক্ষমা দূঃখভোগ ও নিন্দার চক্রকে ভেঙ্গে ফেলে। দূঃখভোগের কারণে আমাদের মনে যে বিরক্তি আসে সেটি বাদ দেবার ফলে আমরা মানসিকভাবে উপশম লাভ করি। এছাড়া হতে পারে যে এইভাবে পীড়নকারীর মন পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আমরা যে ক্ষমা করতে সমর্থ্য সেটি কিভাবে আবিষ্কার করব?

- আমাদের পাপ ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অন্যদেরকে সহজেই ক্ষমা করতে পারি।
- পাপ ক্ষমা করা একটি অস্বাভাবিক কাজ। কাজেই অন্যদেরকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আমাদের ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে।

ন্যায্যতা

ক্ষমার নীতির ক্ষেত্রে ন্যায্যতাকে কোন অংশে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব? এক্ষেত্রে রোমীয় ১২:১৭-২১ পদে আমদেরকে কিছু অন্তর্দৃষ্টি দেয়। লেখক ইয়ান্সি এই অনুচ্ছেদটি পাঠ করার পরে অনুভব করতে পারলেন যে অন্যদেরকে ক্ষমার করার দ্বারা একজন বিশ্বাস করতে সমর্থ্য হয় যে ঈশ্বর তার থেকে সর্বোত্তম ন্যায়বান। একজন মানুষ ক্ষমা করার মাধ্যমে তার নিজস্ব অধিকার প্রত্যাহার করে এবং নিজের মনে থাকা ন্যায্যতার সকল বিষয় পরিত্যাগ করে ঈশ্বরকে সকল বিষয় সম্পন্ন করার ভার অর্পণ করে (পৃষ্ঠা নং - ৯৩)।

একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাপ ক্ষমার অর্থ এই নয় যে কোন মন্দ কাজকে ক্ষমা করা। লেখক ইয়াঙ্গি এই বিষয়টি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলেছেন, 'আমি যখন ক্ষমা করি তখন অন্যায় কাজ অদৃশ্য হয়ে যায় না, তবে এটি আমার প্রতি এর প্রভাব হারিয়ে ফেলে এবং ঈশ্বর এই অন্যায়কে দুর করেন যিনি কি করা উচিত সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন' (পৃষ্ঠা নং - ৯৩)।

বাইবেলের নতুন নিয়মের রোমীয় পুস্তকে সেই অনুচ্ছেদটির পরবর্তীতে লিখিত রয়েছে যেখানে প্রেরিত পৌল বলেছেন যে ঈশ্বর কিরূপে শাসনকর্তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন যেন তারা সমাজকে রক্ষা করতে পারে। শাসনকর্তাদের কাজের মধ্যে একটি হলো 'অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করা' (রোমীয় ১৩:৪)। কাজেই যদিও আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের পীড়নকারীকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি কৌশল রয়েছে। এই কৌশল যখন কোন ক্ষমার বিষয় উপস্থিত থাকে না তখন একটি সাহায্যকারী কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ এর দ্বারা শত্রুতার দুষ্টচক্রকে বন্ধ করা সম্ভব। যাহোক মানুষের পাপপূর্ণ স্বভাবের কারণে কোন শাসনকারী কতৃপক্ষই নিখুঁত নয়। সকল শাসনকর্তা 'ঈশ্বরের দাস' নয় এবং তারা প্রায়ই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

বর্তমান সময়কালে আইন ব্যবস্থা বুঝতে পারে না যে অপরাধ লোকদেরকে আঘাত দেয় উপরন্তু এটি সংশ্লিষ্ট দেশের আইন লঙ্ঘন করে। একটি ক্রমবর্ধমান খ্রীষ্টভক্তগণ যুক্তিযুক্তভাবে বলছেন যে ন্যায্যতাকে অবশ্যই পীড়নকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই ধরনের ন্যায্যতাকে 'পুনঃস্থাপিত ন্যায্যতা' বলা হয়। এটি বৈধ প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগত করার একটি উদ্যোগ। পুনঃস্থাপিত ন্যায্যতা আক্রান্ত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট সমাজ ও পীড়নকারীদের চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত করে যেন অপরাধের দ্বারা সংগঠিত ক্ষতির সংস্কার করা যায় এবং সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়।

পুনরুদ্ধার কার্যক্রম প্রায়শঃই পুনঃস্থাপিত ন্যায্যতার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সংগঠিত হয়। পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হলো আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতি, ধ্বংস অথবা জখমের জন্য তাকে ভর্তুকি দেয়া। এটি সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান নয় কিন্তু এটি ক্ষমা ও মন পরিবর্তনের একটি মানানসই সাড়াদান। পবিত্র বাইবেলের লূক ১৯:১-১০ পদে বর্ণিত সক্কেয় নামক কর-আদায়কারীর গল্পে সক্কেয় কিরূপে প্রভু যীশুকে চিনতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কর-আদায়কারী হিসেবে লোক ঠকানোর কাজ হলো মন্দ এবং এই কারণে তিনি তার জীবন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাইলেন। কাজেই তিনি লোক ঠকিয়ে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা ফেরত দিলেন। এইভাবে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ক্ষমা লাভ করেছিলেন।

ক্ষমা এবং সমন্বয় সাধন

ক্ষমা সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের দিকে ধাবিত হয় যদি আক্রান্ত ব্যক্তি ও পীড়নকারী সামনা-সামনি হয়ে তাদের অনুভতির বিষয়ে কথা বলে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অবশ্যই ক্ষমার মনোভাব থাকা উচিত এবং অন্যদিকে পীড়নকারীদের পক্ষে মন পরিবর্তনের মনোভাব থাকা উচিত। বাইবেলে এটি স্বচ্ছভাবে দেয়া নেই যে ক্ষমার বিষয়টি আগে আসবে নাকি মন পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আগে চিন্তা করতে হবে কিন্তু সচরাচর এই দুটি বিষয় অনেকটা একসঙ্গেই সংগঠিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যেটিই আগে সংগঠিত হউক না কেন, আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষমার বিষয়টি আসা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। কারণ এর ফলে বিনা অনুগ্রহের দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব। পীড়নকারীরা হয়ত আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা না চাইতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে হয়ত তাদের পীড়নকারীদের কাছে প্রথমে বলতে হতে পারে যে তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এই নিঃশর্ত ক্ষমার কারণের পীড়নকারীরা হয়ত তাদের মন্দ কৃতকর্মের বিষয়ে চিন্তা করতে পারে এবং মন পরিবর্তন করতে পারে। এইভাবে পীড়নকারী ও আক্রান্ত ব্যক্তিগণ একসঙ্গে বসে নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করতে পারে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

অধ্যায় ৩

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

আলোচ্য অংশে সমন্বয় সাধনে উৎসাহিতকরনের ক্ষেত্রে টীয়ার ফান্ডের অংশীদারদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এই সকল অংশীদারদের মাঝে কিছু কিছু অংশীরদারগণ সংঘাতকালীন সময়ে কাজ করেছিলেন। অন্য অংশীদারগণ সমাজের মাঝে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে সংঘাত পরবর্তী পরিস্থিতিতে কাজ করেছিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয়-০১

সংঘাতের বিশ্লেষণ

সংঘাতের পরবর্তী সময়কালে নিঃসন্দেহে প্রায়ই কাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন পড়ে যেমন- অবকাঠামোগত পুনর্গঠণ এবং মানুষের জীবিকার পুনঃসংস্থান। যাহোক, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটিও প্রয়োজন যে প্রথম অবস্থায় কি বিষয়ের কারণে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য করা। সমাজের লোকদেরকে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং সংঘাতটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে যেন যথাযথ ও দীর্ঘস্থায়ী কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

সংঘাত বিশ্লেষণ

সংঘাত বিশ্লেষণ সংঘাতের চলাকালীন সময়ে অথবা সংঘাতের পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন করা যায়:

- সংঘাত চলাকালীন সময়ে সংঘাত বিশ্লেষনের জন্য দলগুলোর একটি দল অথবা উভয় দলকে একসঙ্গে বৈঠকের জন্য একত্রিত করতে হবে। এর ফলে সেই দলগুলো সহজে তাদের নিজেদের মধ্যকার শান্তির দিকে মনোযোগ দিতে পারবে এবং সংঘাতের সঠিক সমাধান করতে পারবে। যাহোক, এই প্রক্রিয়াটি অবশ্যই স্বচ্ছ মাঠ পর্যায়ের আইন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংগঠিত করতে হবে যেন উভয় দলের সম্মিলনে আরও কোন বড় আকারের সংঘাতের সৃষ্টি না হয়।
- সংঘাত পরবর্তী সময়ে দলগুলোর অথবা আক্রান্ত সমাজগুলোর সঙ্গে সংঘাত বিশ্লেষণ করলে সেটি তাদেরকে সংঘাতের কিছু গভীর কারণসমূহ উপস্থাপনের উপায় সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এর ফলে তাদের মধ্যকার উত্তেজনা হ্রাস পাবে। দলগুলোর মধ্য থেকে যেসব অংশগ্রহণকারী এই বিশ্লেষণে যোগদান করবে তারা অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিষয়গুলোকে দেখতে শুরু করবে এবং তারা বুঝতে পারবে যে সকলে একইভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

সংঘাত বিশ্লেষণ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝা যায়:

- সংঘাতের ইতিহাস ও পটভূমিকা বোঝা সম্ভব হয়।
- সকল অংশীদারদের ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করা যায় এবং তাদেরকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা সম্ভব হয়।
- মতানৈক্যের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

বহিরাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘাত বিশ্লেষণের বিষয়টির আয়োজন করা উপকারী হিসেবে গণ্য হতে পারে যেন সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ পন্থা চিহ্নিত করতে পারে, সেক্ষেত্রে সমাজে সংঘাত বিশ্লেষণ কার্যক্রম সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তখন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজে থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করা আরম্ভ করবে।

এক্ষেত্রে বেশ কতগুলো কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- একটি সময়রেখা এবং একটি সংঘাত-বৃক্ষ। এগুলো পৃষ্ঠা নং- ২৬ থেকে ২৭ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাত বিশ্লেষণের মূল প্রশ্নাবলী

সংঘাত চলাকালীন সময় অথবা সংঘাত পরবর্তী সময়কাল

- মতানৈক্যের বিষয়গুলো কি কি বা মতানৈক্যের বিষয়গুলো কি কি ছিল?
- কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা দলসমূহ জড়িত আছে অথবা জড়িত ছিল?
  আপনি সেই সকল ব্যক্তি যারা সংঘাত প্রত্যাহার করেছিল অথবা সংঘাত নিরসনে যাদের পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করা হয়নি সেসব লোকদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে ভুলবেন না। এছাড়া এটি একটি উপকারী বিষয় হতে পারে যে অন্যান্য অংশীদারদের চিহ্নিত করা যারা সংঘাতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না (যেমন- এতিম শিশু)। একটি কর্মকৌশল প্রস্তুতের সময় এই সকল সাহায্যকারী বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুন।
- প্রতিটি দলের দৃষ্টিভঙ্গি কি রয়েছে বা কি ছিল?
- প্রতিটি দলের কি কি মূল্যবোধ, চাহিদা, প্রত্যাশা ও মতামত রয়েছে বা ছিল? এগুলোর মধ্যে কোনগুলো ভিন্নতার সৃষ্টি করছে এবং কোনগুলো অভিন্ন রয়েছে?
- সংঘাতের ইতিহাস, অতীতের ভুল বোঝাবুঝি এবং সম্পর্কসমূহ কি কি ছিল?
- প্রতিটি দলের কি কি শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে?

সংঘাত চলাকালীন সময়

- প্রতিটি দলের ক্ষেত্রে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে কি কি সমাধান রয়েছে?
- দলগুলোর কাছে এগুলোর মধ্যকার কিছু সংখ্যক সমাধান কেন অগ্রহণযোগ্য হতে পারে?
- সকল দলের কাছে কোন্ সমাধানের উপায়টি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

একটি সময়রেখা অঙ্কন

- সময়রেখা সংঘাতের সঙ্গে জড়িত মূল ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করার দ্বারা সংঘাতের ফলে আক্রান্ত লোকদেরকে সাহায্য করে থাকে।
- এটি বহিরাগত লোকদেরকে সংঘাতটি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
- এটি সংঘাতের দ্বারা আক্রান্ত লোকদেরকে সংঘাতের কারণগুলোকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।
- এটি সংঘাত চলাকালীন সময়ে সংঘাত নিরসনের সমাধান আবিষ্কার করার আগে সংঘাত বিশ্লেষণের একটি উপায় হিসেবে পরিচালনা করা যেতে পারে।
- এটি সংঘাতের পরে সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণের সময়ও সম্পন্ন করা যেতে পারে।

পদ্ধতি

আপনি নির্দিষ্ট কিছু বছর, মাস অথবা দিন নিয়ে একটি সময়রেখা অঙ্কন করুন। অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত উদাহরণের মত করে এই সময়রেখাটি অঙ্কন করুন। আপনি সংঘাতের দ্বারা আক্রান্ত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মূল বিষয়গুলো প্রভাব রেখেছে সেসব বিষয়ে যেন তারা একমত হয়। যদি সেগুলো ইতিবাচক ঘটনা হয়ে থাকে যেমন- অস্ত্র-বিরতি অথবা চুক্তি তবে সেগুলোকে উপরোক্ত সারির উপরে লিখুন। যদি সেগুলো নেতিবাচক ঘটনা হয়ে থাকে যেমন- বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নাশকতার প্রাদুর্ভাব তবে সেগুলোকে সারিটির নিচে লিখুন।

সময়রেখার উদাহরণ

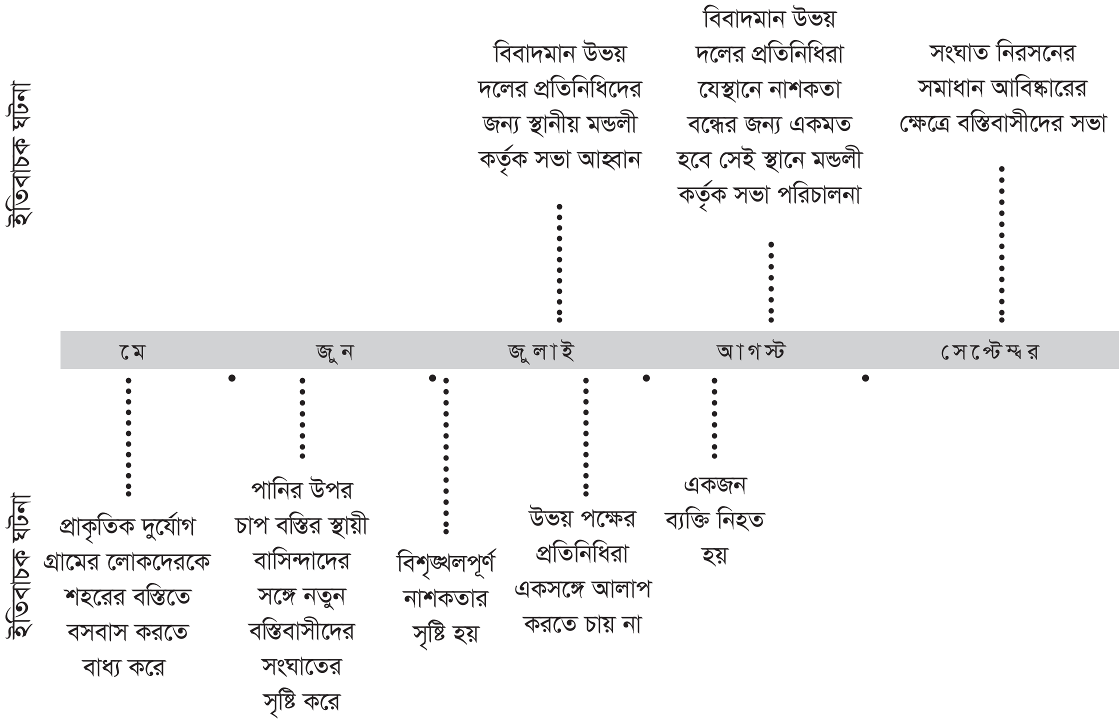

সংঘাত-বৃক্ষ

একটি সংঘাত-বৃক্ষ অঙ্কন করা সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর ফলে আপনি সহজেই সংশ্লিষ্ট সংঘাতের কারণ ও প্রভাবগুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন। নিম্নে জমি নিয়ে কলহের একটি সংঘাত-বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

একটি সংঘাত-বৃক্ষের দৃষ্টান্ত

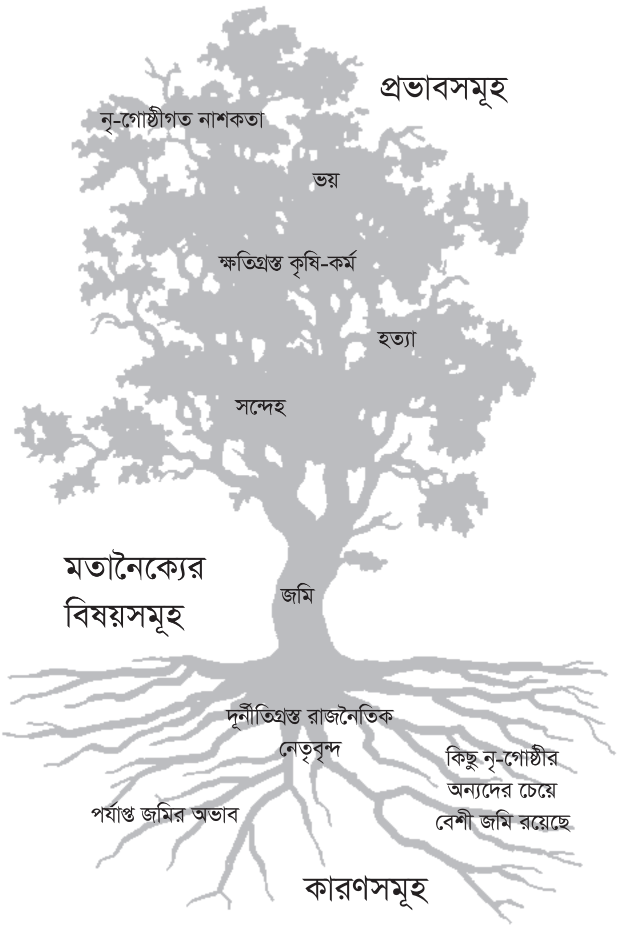

Working with conflict পৃষ্ঠা নং-২৯ থেকে সংকলিত হয়েছে

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন সুদানে সংঘাত বিশ্লেষণ ও তার সমাধান

নিম্নোক্ত ঘটনা অধ্যয়নের দ্বারা আমরা দক্ষিণ সুদান এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণের দিকে লক্ষ্য করব। এর প্রতিটি ধাপ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদেরকে সংঘাত বিশ্লেষণ করতে এবং যৌথভাবে সমাধান আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

ছবিঃ রিচার্ড হ্যানসন্

নুয়ার ও দিনকা জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে সংঘাতটি বিশ্লেষণ করে যেন তারা একে অপরকে সংঘাত নিরসনের সমাধান আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারে এবং এইভাবে নিজেদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যখন সুদানের খার্তুমে অবস্থানরত সরকার পক্ষ ইসলামী শরীয়াহ আইন সমগ্র সুদানে জোরপূর্ব্বক আরোপ করত চাইল তখন দক্ষিণ সুদানের অমুসলিম কিছু সংখ্যক নেতা সুদান পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি (SPLA) নামক একটি সংগঠণের প্রবর্তন করল। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে SPLA সংগঠণটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো 'নুয়ার' গোষ্ঠীর একজন কর্মকর্তার সঙ্গে 'দিনকা' গোষ্ঠীর নেতার ক্ষমতার লড়াই হয়েছিল। এর ফলে নুয়ার ও দিনকা গোষ্ঠীর লোকেরা একে অপরকে এবং পরিবারগুলোকে হত্যা করা শুরু করল। ১৯৯৮ সালে নিউ সুদান কাউন্সিল অফ চার্চেস (NSCC) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য অবশ্যই কিছু করা উচিত। বিবাদমান উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে NSCC-এর ভাল সম্পর্ক ছিল যে কারণে তারা এই দুটি গোষ্ঠীকে একসঙ্গে মীমাংসার জন্য আহ্বান করতে সক্ষম হয়েছিল।

শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সম্মেলন

NSCC সর্বপ্রথমে একটি শান্তি-প্রতিষ্ঠার সম্মেলন আহ্বান করে। সেই সম্মেলনে ৩৫ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। এটি কেনিয়ার লোকিচোগি্গও নামক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে বেশ কয়েক ধরনের কর্মকান্ড ছিল:

- অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় এলাকার একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন এবং সেটিকে দেয়ালে টানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তারা মেঝেতে সেই মানচিত্রটির হুবুহু একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। তারা সেই মানচিত্রটিতে একটি রশি দিয়ে নদী চিহ্নিত করলেন এবং তারা যে যেই স্থান থেকে এসেছিলেন মানচিত্রটির সেই স্থানে চেয়ার নিয়ে বসে পড়লেন। এরপর অংশগ্রহণকারীরা কারা তাদের প্রতিবেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উন্নয়ন করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করলেন। যে মানচিত্রটি দেয়ালে টানানো হয়েছিল সেটি পরবর্তীতে উপযোগী হয়েছিল। কারণ এর সাহায্যে অংশগ্রহণকারী সংঘাত সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলার সময় কিছু কিছু স্থান চিহ্নিত কারণ যেখানে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।
- অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করলেন যে তারা অতীতে কিরূপে সংঘাত নিরসন করেছিলেন। এর ফলে তারা তাদের নিজস্ব জাতিগত জ্ঞান ও মূল্যবোধের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত হলেন। এছাড়া তারা সংঘাত নিরসনের অধুনা পদ্ধতি ও নীতিমালা সম্পর্কে জানলেন। তারা অংশীদার ও কারণগুলো আবিষ্কারের দ্বারা সংঘাতটিকে বিশ্লেষণ করলেন।
- অংশগ্রহণকারীরা সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক বিষয়াদি ও প্রস্তাবনার একটি তালিকা প্রস্তুত
- করলেন। বিষয়গুলো ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল যেমন- নিখোঁজ ব্যক্তি অথবা ভূমির পুনর্দাবিকরণ ইত্যাদি। এরপর অংশগ্রহণকারীদেরকে কর্মকান্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচিত করা হয় - তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে। এরপর সেই প্রস্তাবনাগুলো উন্মুক্ত অধিবেশনে পেশ করা হয় যেখানে তারা সেগুলো নিয়ে সকল দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করেন।

সেই সময় তারা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দেয়। এই সম্মেলনে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার নিজস্ব অঙ্গীকার প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়। তারা সকলে আরেকটি বিষয়ে একমত প্রকাশ করে যে তারা দক্ষিণ সুদানে বসবাসরত নুয়ার ও দিনকা জনগোষ্ঠীর জন্য শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করবে যেন সেই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলে নিশ্চিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

প্রতিফলন

- সমাজের লোকদেরকে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে সংঘাতের কারণগুলোর দিকে কেন মনোযোগ দেয়া উচিত?
- সংঘাত বিশ্লেষণ কিভাবে অংশীদারিত্বের পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা সম্ভব যেন সকল অংশীদারদের মতামত নিশ্চিতভাবে শোনা যায়?
- ঘটনার অধ্যয়নের দ্বারা বোঝা যায় যে অংশীদারগণ কিভাবে সংঘাত বিশ্লেষণের দ্বারা এটি নিরসনের উপায় আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক অংশীদার যেন অংশগ্রহণ করে সেটি নিশ্চিত করার জন্য এই কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল?
- সংঘাত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন সমাজের লোকেরা একত্রিত হয় তখন কি কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? এই সকল সমস্যা কিভাবে এড়ানো সম্ভব?

শিক্ষণীয় বিষয়-০২ নিজস্ব স্বত্ত্বার প্রতি দৃষ্টিপাত

রুটস্-০২ এ নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিস্বত্ত্বার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য বাইবেলীয় নীতিমালার দিকে লক্ষ্য করা হয়েছে:

- ঈশ্বর কিভাবে আমাদেরকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছেন
- প্রায়শঃই সুখ্যাতির পরিবর্তে এই অনন্যতার অপব্যবহার হয়ে থাকে।
- যে সকল খ্রীষ্টভক্তদের খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি যুক্ত স্বত্ত্বা রয়েছে যা তাদের অন্যান্য সকল পরিচয়কে উন্নত করে যেমন- জাতিস্বত্ত্বা, পরিবার, লিঙ্গ এবং বয়স।

ব্যক্তিস্বত্ত্বার ধরণ

যে সকল লোকেরা সংঘাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের নিজস্ব ব্যক্তিস্বত্ত্বার দিকে অন্যেরা সে সম্পর্কে কি চিন্তা করে সেদিকে লক্ষ্য করা উচিত। কারণ এক্ষেত্রে তাদের অতীতের দিকে লক্ষ্য করে তাদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া উচিত। সংঘাত পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু মানুষ নিম্নোক্ত চরিত্রের অধিকারী হয়:

১ তারা তাদের দলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়, এর থেকে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করতে চায় না।
২ তারা তাদের দলের জন্য দায়িত্ববোধ অনুভব করে এবং দলের পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম থাকে। তারা দলচ্যুত হওয়ার ভয়ে থাকে যদিও সেই সময় তারা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা গৃহীত হয় না।
৩ তারা বিরোধী দলের জন্য ক্ষোভ ও ঘৃণা অনুভব করে যে কারণে তারা তাদেরকে ক্ষমা করতে চায় না।
৪ তারা হিংসাত্মক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার জন্য নিজেদেরকে দোষী মনে করে।
৫ তারা সংঘাত চলাকালীন সময়ে তাদের দলের দ্বারা ঘটিত ক্ষতির জন্য নিজেদেরকে দোষী মনে করে। সেই ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে যদি তারা জড়িত নাও থাকে তবুও তারা নিজেদেরকে দোষী মনে করে।
৬ তারা একটি দলের নাম দ্বারা পরিচিতি লাভ করে এবং সেই দলের নৃশংসতাপূর্ণ কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে নিজেদেরকে অসুখী মনে করে।

এই অংশে আমরা টীয়ার ফান্ডের অংশীদারগণ এই ধরনের পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করেছে ও এর থেকে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করব।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনার অধ্যয়ন আমাদের কাছে প্রথম দুটি ধরনকে প্রকাশ করে - দলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং দলের পরিচিতিতে নিজেকে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে মনের মাঝে দায়িত্ববোধ অনুভব করা। অংশীদারদের কাজের ফলে লোকেরা দলীয় পরিচয়ের দিকে লক্ষ্য করা বন্ধ করেছে, কারণ এটি সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে একটি বাঁধাস্বরূপ। তবে তারা অন্যদিকে সাধারণ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় এনেছে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন

উত্তর আয়ারল্যান্ড - পটভূমির ইতিহাস

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইদানিং সময়কালের অস্থিতিশীল ঘটনা ইতিহাসের অনেক গভীরতাকে ছুঁয়েছে। ইংল্যান্ড ১২০০ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণকে জোরপূর্ব্বক পৃথকভাবে বসবাসের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল যেন তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারে। ১৮০০ সালে বেশ কিছু সংখ্যক কাথলিক সম্প্রদায়ভূক্ত আইরিশ নাগরিক যুক্ত রাজ্যের শাসন থেকে পৃথক হয়ে তাদের অধিকার আরও সঠিকভাবে পাবার জন্য ও নিজেদের এলাকার স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠল এবং অন্যদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভূক্ত সংঘের লোকেরা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে আরও বৃহত্তর সমন্বয় কামনা করত।

১৯২১ সালে ব্রিটিশ সরকার আয়ারল্যান্ডকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে- গণপ্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড। ব্রিটিশ সরকার উত্তর আয়ারল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে কারণ সেই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যুক্তরাজ্যের স্বপক্ষে ছিল। কাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। তারা দেখল যে তাদের খুব স্বল্প রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে এবং এই কারণে ১৯৬০ সালে নাগরিক অধিকার ও যুক্তরাজ্য থেকে পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যুদ্ধ শুরু হলো। ৩০ বছর ধরে কাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। আইরিশ প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ চলমান ছিল। এছাড়া উত্তর আয়ারল্যান্ড ও মূল ব্রিটিশ ভূ-খন্ডে সেই সময়ে অনশন ধর্মঘট এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। বেলফাস্টের আশেপাশের অনেক এলাকায়, উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানীতে লোকেরা উচু দেয়াল তৈরী করল যেন নিজ সমাজকে বিপক্ষদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ১৯৯০ সালে বেশ কিছু সংখ্যক যুদ্ধ-বিরতি এবং আলোচনা সংঘটিত হয় যেগুলো খুব কমই সাফল্য এনেছিল কিন্তু ১৯৯৮ সালে পূণ্য শুক্রবারে একটি স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই শান্তি চুক্তিতে জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ সমর্থক সংঘের রাজনীতিবিদদের মাঝে ক্ষমতার সম-বন্টন বিষয়টিতে ঐক্যমত স্থাপিত হয়, যার ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক স্তরে কিছু শান্তি ফিরে আসল, যদিও এটি অনেক দুর্বল ছিল। যাহোক, অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট ও কাথলিক নাগরিকেরা এখন পর্যন্ত বিভক্তকৃত এলাকায় বাস করে। এই দুটি সম্প্রদায় এখন পর্যন্ত বেলফাস্টে প্রতি বছর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলোতে সামরিক কুচকাওয়াজে তাদের এই পৃথক পরিচয়ের প্রকাশ বজায় রেখেছে। এর ফলে প্রায়শঃই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠার সময়ে সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং ছোট ছোট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছিল। এই থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলের বিভাগীয় স্তরে একটি দুর্বল শান্তি চুক্তির ঐক্যমত্য রয়েছে। এক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অনিচ্ছাপূর্ণ মনোভাব এই এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হতে পারে।

যুবক-যুবতীদের দৃষ্টিভঙ্গি

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার স্প্রীংফিল্ড রোড ম্যাথডিস্ট চার্চ ১৯৮০ সাল থেকে পশ্চিম বেলফাস্টের আভ্যন্তরীণ শহরগুলোতে কাজ করে আসছে। স্প্রিংফিল্ড এলাকাটি হলো উত্তর আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে দরিদ্র এলাকা যেখানে উচ্চ বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা, যুবকদের আত্মহত্যা, নিম্নস্তরের দুর্নীতি ও দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এখানকার সমাজ প্রোটেস্ট্যান্ট ও কাথলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্পষ্টভাবে বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে। যাহোক, এই বিচ্ছেদ সত্ত্বেও এই এলাকায় বাঁধা ভঙ্গের কর্মকান্ডের ইতিহাস রয়েছে। স্প্রিংফিল্ড রোড ম্যাথডিস্ট চার্চ এই বাঁধা অতিক্রমের জন্য ফোর্থস্প্রিং নামক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। ফোর্থস্প্রিং প্রকল্পের একটি কর্মকান্ড হলো যুবক-যুবতীদেরকে নিয়ে আলোক-চিত্র গ্রহণ এবং ভিডিও প্রকল্প। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা একে অপরের ও অন্য প্রজন্মের কাছে তাদের নিজস্ব জীবনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। যুবক-যুবতীদেরকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে, যার ফলে তারা নতুন দক্ষতা অর্জন ও আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে আগত অতিথিদের ইতিবাচক প্রতিক্রীয়া গ্রহণের দ্বারা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হলো এই যে অনেক স্থানীয় বাসিন্দা মনে করেন যে এই প্রদর্শনী স্থানীয় এলাকায় একটি অপ্রত্যাশিত আলো ছড়িয়েছে যা তাদের নিজেদের জীবনের মানকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তার করার জন্য উৎসাহিত করে।

ঘটনার অধ্যয়ন
দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যের প্রেক্ষাপট থেকে জীবনকে দেখা

দক্ষিণ আফ্রিকার কাওয়াজুলু-নাটাল নামক স্থানে অবস্থিত ইউথ ফর ক্রাইস্ট (YFC) নামক একটি প্রতিষ্ঠান সকল বর্ণের যুবক-যুবতীদের জন্য একটি ক্যাম্প পরিচালনা করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান ছিল তখন এই ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় শিশুরা বিভক্তকৃত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত এবং খুব কমই অন্য বর্ণের শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করত। YFC নামক প্রতিষ্ঠানটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যুব নেতা/নেত্রীদের জন্য একটি শিক্ষার্থী নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের (Student Leadership Training) আয়োজন করার ক্ষেত্রে সেই এলাকার সকল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করতে সমর্থ হলো। সেই ক্যাম্পে একটি কর্মকান্ড ছিল যা তাদেরকে তাদের নিজস্ব পরিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাতের জন্য উৎসাহিত করেছিল। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ বাড়ী ও পরিবারের ছবি এঁকেছিল। এরপর তারা একে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। এই অনুশীলণটি তাদের মধ্যকার বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও আবাসগত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাদেরকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। এটি তাদেরকে শিখতে সাহায্য করেছিল যে কিভাবে একে অপরকে মূল্যায়ন করতে হয় ও একে অপরের ভিন্নতাকে স্বীকার করতে হয়।

নিজ বাড়ীতে ফিরে সম্পন্নকৃত কর্মকান্ড

কখনও কখনও একটি বিষয় যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে জটিল হয়ে দাঁড়ায়। সেটি হলো তারা ক্যাম্প, সম্মেলন অথবা এই জাতীয় অন্যান্য কর্মশালা থেকে যখন নিজেদের বাড়ী ফিরে যায় তখন ক্যাম্পে শেখা সকল বিষয়গুলো মনে রাখতে পারে না। একটি বিষয় প্রায়ই তাদের কাছে লোভনীয় হয়ে দাঁড়ায়, সেটি হলো যে তারা তাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীর চাপে পড়ে ক্যাম্পে শেখানো বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে এবং নিজ সম্প্রদায়/গোষ্ঠীর পরিচিতির সঙ্গে পুনরায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এটি হলো নির্দিষ্ট লোকদের জন্য তাদের স্থানীয় এলাকা থেকে দুরে অবস্থিত কোন স্থানে ক্যাম্প পরিচালনা করার সবচেয়ে বড় বাঁধা।

- উত্তর আয়ারল্যান্ডে ফোর্থস্প্রিং নামক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট এলাকার উভয় সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে নিয়ে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করল। গ্রীষ্মকালের কুচকাওয়াজ ও এই সম্পর্কিত উত্তেজনা যখন শুরু হতো তখন লোকেরা শান্তির জন্য নির্মিত দেয়ালের উভয় দিক থেকে একে অপরকে পাথর ছুড়ত। ফোর্থস্প্রিং যুব-প্রকল্পের যুবক-যুবতীরা এই বিষয়টিতে জড়িত ছিল। কারণ তারা একটি বিষয় সেখানকার লোকদেরকে দেখাতে চেয়েছিল যে তারা প্রোটেস্ট্যান্ট বা কাথলিক নয় কিন্তু তারা এই উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত যুব ক্লাবের সদস্য/সদস্যা।
- দক্ষিণ আফ্রিকার কাওয়াজুলু-নাটাল নামক স্থানে অবস্থিত ইউথ ফর ক্রাইস্ট (YFC) নামক প্রতিষ্ঠানটি এই ধরনের সমস্যার সমাধান কিভাবে করা সম্ভব সেটি বিবেচনা করল। একটি বিষয় অনুভূত হওয়া আরম্ভ করল যে তাদের নিজ বসবাসের এলাকায় প্রত্যেকের পরিবারে ও বন্ধু মহলে শিক্ষার্থী ক্যাম্পের নতুন বন্ধুত্ব অদ্ভুত বলে মনে হলো। কাজেই ‘পুনঃপ্রবেশ পরিকল্পনা’ গৃহীত হলো। এই কর্মকান্ডে একটি বিনিময় ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হলো যেখানে একদিন করে যুবক/যুবতীরা একে অপরের বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেল। দলটি একে অপরের বাড়ীতেও সামাজিকভাবে মেলামেশা করল। এর ফলে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সমর্থন করতে সমর্থ হলো এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সুবিধাগুলো প্রমাণ করতে সমর্থ হলো।

ঘটনার অধ্যয়ন
রুয়াণ্ডার গণহত্যা - পটভূমির ইতিহাস

এই ঘটনার অধ্যয়ন পৃষ্ঠা নং-২৯ এ বর্ণিত ধরন ৩-৬ প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে লোকেরা নিজেদেরকে আঘাতপ্রাপ্ত অথব দোষী হিসেবে মনে করে।

রুয়ান্ডার জনসংখ্যার মাঝে তিন ধরনের জনগোষ্ঠী রয়েছে - তোয়া (১%), হুতু (৮৫-৯০% এবং তুতসি (১০-১৪%)।

রুয়ান্ডা দেশের সমাজে একই ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি প্রচলিত কিন্তু তাদের মাঝে বর্ণের প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। তুতসি গোষ্ঠীর লোকেরা শাসনকারী গোত্র ছিল। উপনিবেশ স্থাপনের আগে হুতুস ও তুতসি গোষ্ঠীর লোকেরা শান্তিতে বাস করত এবং তারা একে অপর গোষ্ঠীর মাঝে উল্লেখযোগ্যভাবে বিবাহ সম্পন্ন করত। যখন বেলজিয়ান উপনিবেশকারীরা তাদের দেশে এসে পৌছাল তখন তারা এই দুটি গোষ্ঠীর লোকদের জন্য পরিচয়পত্র তৈরী করল যা তাদের গোষ্ঠীগত ভিন্নতাকে প্রকট করে তুলল। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ তুতসি গোষ্ঠীর শাসন ক্ষমতাকে সমর্থন করল এবং তাদেরকে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করল। ১৯৫৯ সালে যখন হুতুস জনগোষ্ঠী তুতসি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল তখন গণহত্যা সংঘটিত হলো। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতার সময় হুতুস জনগোষ্ঠী যখন ঘটনাক্রমে ক্ষমতা গ্রহণ করল তখন তারা তুতসি জনগোষ্ঠীর লোকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করল। তারা অনেক তুতসি লোকদের হত্যা করল এবং অনেককে বিতাড়িত করল। যদিও রুয়াণ্ডার দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জেনারেল হাবিয়ারিমানা ‘জাতিগত শান্তি স্থাপন’ কামনা করেছিলেন কিন্তু তার স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি শক্তিশালী দল গণহত্যার মাধ্যমে তুতসি জনগোষ্ঠীকে নির্মূলের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন উত্তর আয়ারল্যান্ড - পটভূমির ইতিহাস

রুয়ান্ডার জনগণ অনেক প্রজন্ম ধরে একটি বিষয় শিখে এসেছিল যে কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই আজ্ঞা পালন করা উচিত। তাই যদি হয়ে থাকে তবে বলতে হয় যে রুয়ান্ডার জনগণ দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯৪ সালের জুন মাসে সংঘটিত গণহত্যার পিছনের দায়ী ছিল না, কিন্তু বাস্তবে সেটিই ছিল সত্য।

সেই গণহত্যায় বহু সাধারণ লোকেরা জড়িত হয়ে পড়েছিল। এটি অনুমান করা হয় যে সেই গণহত্যার সময় প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। হাজারো মানুষ গৃহহারা এবং ভিন দেশে পলাতক হয়ে উদ্বাস্তুর জীবন-যাপন করেছিল। এই গণহত্যা রুয়ান্ডার সর্বত্র এবং এর চারিপাশের দেশগুলোতে একটি গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করেছিল। রুয়ান্ডার রাজনৈতিক, কৃষি বিষয়ক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই দেশের ভৌত অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় বুদ্ধিজীবীরাও মারা পড়েছিল। প্রিয়জনের মৃত্যু, অপরাধবোধ, ভীতি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সম্পত্তির ক্ষতির ফলে চারিদিকে গভীর শোক নেমে এসেছিল। লোকেরা তখন একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যা তাদের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, এমনকি পরিবার ও সমাজের মাঝেও এই বিষয়টি ঘটেছিল।

যুবক-যুবতীদের দৃষ্টিভঙ্গি

রুয়ান্ডার গণহত্যা সংঘটিত হবার পরবর্তী সময়কালে সেখানকার মন্ডলীগুলোকে উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে যদিও তারা গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি তবুও সমাজে আরোগ্য সাধন ও লোকদের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তাদের একটি ভূমিকা রয়েছে। সেই গণহত্যায় রুয়ান্ডার সকল লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমনকি যারা এই গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল তাদের পরিবারের সদস্য/সদস্যা অথবা বন্ধু-বান্ধব মারা পড়েছিল। সমন্বয় সাধনে অন্যদেরকে সাহায্য করার আগে খ্রীষ্টভক্তদের নিজেদের মাঝে আরোগ্য লাভ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

টীয়ার ফান্ড কিছু সংখ্যক আরোগ্য লাভের কর্মশালার জন্য রিহানন লয়েড নামক ব্যক্তির সহযোগীতায় আফ্রিকান ইভানজেলিস্টিক এন্টারপ্রাইজ (AEE) ফর খ্রীষ্টিয়ান্স ইন রুয়ান্ডা-কে অনুদান দিয়েছিল। এই কর্মশালাগুলোতে বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিকে তুলে ধরা হয়েছিল:

- বহু খ্রীষ্টভক্তদের বিষয়ে লক্ষ্য করা হলো যে তারা এমন গভীর কষ্ট পেয়েছে যে তাদের পক্ষে ক্ষমা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় ঈশ্বরের মন সম্পর্কে তাদের বোঝার প্রয়োজন ছিল।
- বহু লোকদের আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিগত বাঁধাগুলোকে অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। রুয়ান্ডার সংস্কৃতিতে আবেগের ক্ষেত্রে সামান্য প্রকাশ রয়েছে এবং তাদের কাছে চোখের পানি ফেলা হলো একটি দুর্বলতা।
- বহু লোক বিশ্বাস করত যে একটি মানসিক আঘাতের অভিজ্ঞতা লাভের কথা বললে সেটি মানুষকে আরও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে।

সেই কর্মশালাগুলোতে দুঃখ-কষ্ট বহণকারী হিসেবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করা হয়েছিল। লোকেরা সেখানে ঈশ্বরের পবিত্র জাতি হিসেবে ক্ষমা ও খ্রীষ্টিয় পরিচয় সম্পর্কে বাইবেলের বার্তাগুলোর দিকে লক্ষ্য করেছিল। সেই সময় ভেদাভেদহীন মন পরিবর্তনের ধারণাটিকে প্রচার করা হয়েছিল যেক্ষেত্রে লোকেরা তাদের জাতির পাপময় কার্যকলাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে মন পরিবর্তনপূর্বক ক্ষমা চাইবে যেন সমাজে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। কর্মশালাগুলোতে লোকদেরকে সম্পূর্ণ খোলা মনে তাদের দুঃখ-কষ্টগুলোকে একে অপরের কাছে বলার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। লোকেরা যেন তাদের কষ্টগুলোকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশতলে নিয়ে আসে সেজন্য তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এই কর্মকান্ডটিকে একটি কাঠের বড় ক্রুশ বানিয়ে প্রতিকী হিসেবে সেটির উপর লোকেরা তাদের কষ্টগুলোকে মানসিকভাবে শলাকাবিদ্ধ করেছিল। লোকেরা কাগজে তাদের কষ্টগুলোকে লিখে ক্রুশে লাগিয়ে দিয়েছিল। এরপর ক্রুশের উপর থেকে সেই কাগজগুলোকে সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

কর্মশালাগুলো থেকে রুয়ান্ডাবাসীর কিভাবে উপকার পেয়েছিল তার উদাহরণসমূহ

নিম্নোক্ত আত্মস্বাক্ষ্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে রুয়ান্ডার খ্রীষ্টভক্তদের পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এই কর্মশালাগুলো কিরূপ ফলাফল এনেছিল:

আমি এই গণহত্যার সময়ে আমার স্বামীকে হারাই। এর ফলে আমি আমার জীবনে ঈশ্বরকে অর্থহীন হিসেবে অনুভব করেছিলাম কারণ তিনি আমার প্রিয়স্বজনের মৃত্যুকে রোধ করেননি। এছাড়া আমি হুতুস জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে ঘৃণা করতাম ও তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমি যখন সেমিনারে যোগদান করলাম তখন একজন হুতুস জনগোষ্ঠীর শিক্ষক ছিলেন এবং তার কোন কথা শোনার আগ্রহ আমার ছিল না। আমি তখন সেমিনারে যোগদানের বিষয়ে দূঃখ পেলাম। যাহোক, আমি যখন হুতুস জনগোষ্ঠীর দ্বারা তুতসি জনগোষ্ঠীর লোকদের প্রতি নৃশংসতার বিষয়ে সেই হুতুস শিক্ষকের স্বীকারোক্তি শুনলাম তখন আশ্চর্য্য হলাম। আমার আত্মা তখন আরোগ্যপ্রাপ্ত হলো এবং তখন আমি হুতুস লোকদের ক্ষমা করলাম। সেই শিক্ষক এখন আমার একজন ভাল বন্ধু।

আমি ১৯৮৩ সালে যখন খ্রীষ্টিয়ান হই তখন থেকে পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করছি। আমি তুতসি জনগোষ্ঠীর লোক কিন্তু ১৯৮৬ সালে হুতুস জনগোষ্ঠীর একজন মহিলাকে বিবাহ করি। যখন রুয়ান্ডার উদ্বাস্তু আমাদের এলাকায় আসল তখন আমরা ১৯৯৪ সালে কঙ্গো নামক দেশে বাস করতাম। কঙ্গো দেশেও এই দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সংঘাত অনেক খারাপ পর্যায়ে ছিল। যখন গণহত্যা শুরু হলো তখন আমাকে জোরপূর্ব্বক রুয়ান্ডায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো। আমাকে কঙ্গো দেশে আমার স্ত্রী, চারটি সন্তান এবং দুটি ভাইকে ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছিল। আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। রুয়ান্ডা দেশে আমার বংশের লোকেরা হুতুস জনগোষ্ঠীর মেয়েকে বিবাহ করার জন্য আমাকে অভিশাপ দিচ্ছিল এবং তাদের মাঝে কেউ কেউ আমাকে তুতসি কোন মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করার পরামর্শ দিল। কিন্তু একজন পালক হিসেবে আমি এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একেবারে নারাজ ছিলাম। একসময় আমার স্ত্রীকে খোঁজার জন্য কঙ্গো দেশে ফিরে গেলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমার স্ত্রী অবশেষে রুয়ান্ডায় আসল। সে যখন আমাকে বলল যে আমার এক ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের সম্পত্তি লুট করা হয়েছে তখন আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং খারাপ যা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জন্য তাকে দায়ী মনে করলাম। আমি যখনই তার দিকে তাকাতাম তখনই তাকে একজন খুনী মনে করতাম। আমি এরপর থেকে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করে একা থাকা শুরু করলাম। আমি একজন পালক হিসেবে আমার স্ত্রীকে লোক দেখানো ভালবাসা দিতে চেষ্টা করলাম যেন সমাজের লোকেরা আমার প্রকৃত মনোভাব বুঝতে না পারে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আমার এলাকার অন্য পালকদের সঙ্গে AEE-এর কর্মশালায় যোগদান করি। দ্বিতীয় দিনে আমরা ঈশ্বরের পিতাসুলভ হৃদয়ের দিকে এবং বিবাহিত লোকদের সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করি। আমি তখন আর্ত্তনাদ করে একটি কথা বলতে থাকি যে 'আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি', 'আমি তাকে ভালবাসি।' কর্মশালার একটি অংশে আমরা আমাদের দুঃখ-কষ্টগুলোকে একটি কাগজের টুকরোতে লিখি এবং ক্রুশের উপর লাগিয়ে দিই। আমি এই কাজের দ্বারা মনে আরোগ্য অনুভব করি। আমি যখন বাড়ীতে ফিরে আসি তখন থেকে সকল বিষয় সঠিকভাবে পুনরায় করার চেষ্টা করি। আমি আমার স্ত্রীকে বলি যে আমি তাকে ভালবাসি। আমরা এখন একটি সুখী পরিবার। আমার এখন একটি দায়িত্ববোধ রয়েছে যেন আমি অপরকে এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনে আরোগ্য লাভে সাহায্য করতে পারি।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

একসাথে কাজ করা

সমাজের একটি জনগোষ্ঠীকে অন্য একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (পৃষ্ঠা নং- ৪৩ এ বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয়- ০৭ এর দিকে লক্ষ্য করুন)। কাজেই কিছু কিছু অংশীদারগণ সমন্বয় সাধনে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচিতির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করে।
উদাহরণস্বরূপ:

- রুয়ান্ডায় MOUCECORE নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিকের কর্মচারীরা বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীভূক্ত ছিল। MOUCECORE-এর এই দলটি প্রতিষ্ঠান, মন্ডলী এবং সমাজের জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ।
- MOUCECORE প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টভক্তদেরকে তাদের সার্বজনীন পরিচিতি আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করল। তারা এই কাজে সফলতা লাভ করেছিল কারণ প্রতিষ্ঠানটি কোন একটি নির্দিষ্ট মন্ডলীর পরিচিতিতে না করে আন্তঃমান্ডলিকভাবে কর্মশালাটি পরিচালনা করেছিল। কাজেই খ্রীষ্টের দেহরূপ মন্ডলীকে পৃথকভাবে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় রত না হয়ে একসাথে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।
- রুয়ান্ডার আফ্রিকান ইভানজেলিস্টিক এন্টারপ্রাইজ (AEE) খ্রীষ্টভক্তদের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল কারণ তারা আন্তঃমান্ডলিকভাবে কাজ করত। এর ফলে বিভিন্ন মন্ডলী একে অপরকে গ্রহণ ও একসাথে কাজ করা শুরু করল।
- টীয়ার ফান্ডের অংশীদারদের শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি প্রকল্প হলো খ্রীষ্টিয়ান হেল্থ এ্যাসোসিয়েশন অফ সিয়েরা লিওন (CHASL)। এই প্রকল্পটি ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে শান্তির প্রবর্তনকারী হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে কিছু মুক্তিযোদ্ধা, কিছু যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ছিল। এর ফলে তারা যেসব লোকদের প্রতি পরিচর্যা কাজ করল তাদের কাছে নিজেদের পরিচিতি সহজেই প্রকাশ করতে পারল।

সমন্বয় সাধন উদ্‌যাপন

বিবাদমান দলের সদস্য/সদস্যাদের কাছে এই নতুন সৃষ্ট সম্পর্ক চিহ্নস্বরূপ অথবা উদ্‌যাপনের দ্বারা অংশীদারগণ অনেক সাহায্য পেয়েছেন:

- নিউ সুদান কাউন্সিল অফ চার্চেস ইন সাউথ সুদান নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত সম্মেলনে বিবাদমান দলগুলোর মাঝে যখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন সেখানে মহা আনন্দ উৎসব পালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সম্মেলনে অংশীগ্রহণকারীরা একে অপরকে ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছিল যার চিহ্নস্বরূপ তারা সেখানে একসঙ্গে বসে ভোজ খেতে পেরেছিল। সেই মহা উৎসবটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ছিল যা অংশগ্রহণকারীদেরকে ঐক্যতা অনুভব করতে সাহায্য করেছিল।
- রুয়ান্ডায় রিহানন নামক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত আরোগ্যকারী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা একটি মহা আনন্দ উৎসবে অংশ নিয়েছিল। প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। সেই সময় অন্য অংশগ্রহণকারীরা দাঁড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীকে মূল্যায়ন করেছিল, তাদের সঙ্গে পবিত্র বাইবেলের বাক্য নিয়ে আলোচনা করেছিল, তাদের জন্য প্রার্থণা করেছিল এবং তাদেরকে আলিঙ্গন করেছিল।

প্রতিফলন

আপনি গোষ্ঠীগত পরিচিতির অপব্যবহার না করে একে উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন?
গোষ্ঠীগত পরিচিতি হলো একটি গভীর বিষয়। সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে গোষ্ঠীগত পরিচিতির প্রতি যথাযথ প্রতিফলন ঘটানো যেন তা সংঘাতের দিকে না নিয়ে তার থেকে দুরে নিয়ে যেতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

শিক্ষণীয় বিষয়- ০৩

সমন্বয় সাধনে সময়ের প্রয়োজন, অর্থ নয়।

মানুষ স্বল্প সময়েই সমন্বয় সাধন করেছে এরূপ ঘটনা দুর্লভ। কারণ সম্পর্ক তৈরী ও তা শক্তিশালী করতে সময় লাগে। টীয়ার ফান্ড অংশীদারদের অধিকাংশ কাজ হলো সমন্বয় সাধন বিষয়ক যেগুলো বেশ কয়েক বছর ধরে চলমান ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই কর্মকান্ডের পূর্ণ প্রভাব এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান রয়েছে।

যেসব দলগুলো এখন পর্যন্ত বিবাদমান অবস্থায় রয়েছে তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সেই দলগুলোকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক পুনর্গঠণের চাহিদা উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই সমন্বয় সাধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক সময় ব্যয় করে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এই ধরনের সুযোগ আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সমাজে কিরূপ কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে সেগুলো বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি কর্মকান্ডগুলো ব্যয়বহুল অথবা দীর্ঘমেয়াদী হয় তবে বহিরাগতভাবে এই সুযোগগুলো আবিষ্কার করা জটিল হয়ে পড়তে পারে, কারণ সেখানে কর্মকান্ডের সু-প্রভাব সহজেই ঘটবে না অথবা সহজেই পরিমাপ করা যাবে না। যাহোক অনেক ধরনের সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ রয়েছে যেগুলো কম ব্যয়বহুল হতে পারে।

এক সময় তহবিল নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ বেশ কতগুলো সীমিত উৎসের অধিকারী যেগুলো উপযোগী এবং এমনকি সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই উৎসগুলোর ব্যবহারে এগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় নাঃ

প্রেমঃ বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশী ও শত্রুকে ভালবাসি। অন্যদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের অনেক ধরনের উপায় রয়েছে - এমনকি অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সময় কাটানোর দ্বারাও তাদের প্রতি ভালবাসা দেখানো সম্ভব।

প্রার্থনাঃ আমরা যেকোন উন্নয়নমূলক কাজ করি না কেন সকল কাজের পিছনে অবশ্যই প্রার্থণা থাকতে হবে, কারণ আমরা সর্বদাই ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপর নির্ভরশীল।

দক্ষতাঃ দক্ষতার ব্যবহার ছাড়াও সেগুলোকে প্রশিক্ষণের দ্বারা ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব - যারা প্রশিক্ষিত হয়েছে তারা অন্যদেরকে সেই প্রশিক্ষণ দিতে পারে এবং এইভাবে কাজ করলে কোন দক্ষতাই হারিয়ে যাবে না।

জ্ঞানঃ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অথবা মন্ডলী একটি পরিস্থিতি বা সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে সমাজের লোকদের কাছে বিলিয়ে দিতে পারে। প্রায়শঃই এই ধরনের জ্ঞান অতীত অভিজ্ঞতা অথবা প্রকল্পের ক্ষেত্র থেকে অর্জিত হয়ে থাকে।

ঘটনার অধ্যয়ন

উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐক্যের জন্য প্রার্থণা

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলো বহু বছর ধরে সংঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করে আসছে। এই সংঘাতের মূল বিষয় হলো গোষ্ঠীগত পরিচয়, তবে এটিতে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ও জড়িত রয়েছে। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে সংঘাতটি হিংসাত্মক হয়ে উঠে। অনেক নিরীহত লোকেরা মারা পড়ে এবং গ্রামগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। টীয়ার ফান্ডের অংশীদারগণ - ইভানজেলিকাল ফেলোশিপ অফ ইন্ডিয়া (EFI) এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কমিটি অন রিলিফ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (NEICORD) নামক দুটি প্রতিষ্ঠান একটি সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি চালু করে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শান্তির জন্য প্রার্থণা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলো প্রায় দুই দিন যাবৎ স্থায়ী হয়। সর্বপ্রথমে এই সমাবেশের অংশগ্রহণকারীরা একক উপজাতীয় গোষ্ঠী সমেত জড়ো হয়, তবে পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠী একসঙ্গে এটিতে যোগদান করে। সমাবেশ শেষে একটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

পালকেরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পাস্টর ফোরাম গঠণ করেন যেখানে তারা সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। সেই ফোরামের সাহায্যে একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের পালকেরা যোগদান করেছিলেন। সেই ক্যাম্পে পালকেরা উপবাস রেখে প্রার্থণা করেছিলেন এবং শান্তি আনয়নের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতে সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডটি হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু অংশীদারগণ এখনও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

প্রতিফলন আপনার প্রতিষ্ঠান যেসব উপাদানের অধিকারী সেই ধরনের সকল উপাদানগুলোর বিষয়ে চিন্তা করুন (মানুষ, আর্থিক, সামাজিক, বাহ্যিক, বিশ্বাস):

- আপনি এগুলোর মধ্য থেকে কি কিছু সংখ্যক উপাদান অন্যদের থেকে বেশী ব্যবহার করেন?
- আপনি কখনও ব্যবহার করেননি এমন উপাদান কি রয়েছে?
- এই উপাদানগুলোর মধ্যে কি কিছু সংখ্যক উপাদানকে প্রায়শঃই অথবা আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব?
- আপনি সমাজের লোকেরা যেসব উপাদানের অধিকারী সেগুলো আবিষ্কারের জন্য কি তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারেন যেগুলোকে তারা সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে?
- আপনি কিভাবে লোকদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবেন?

অধ্যয়নের বিষয়-০৪

যোগাযোগ এবং বোধগম্যতার বিষয়গুলোকে উৎসাহিতকরণ

যোগাযোগ ভেঙ্গে গেলে মতানৈক্যতা সংঘাতে পরিণত হতে পারে যা পৃষ্ঠা নং-১২ এর রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে। যখন সংঘাত বিদ্যমান থাকবে, তখন সেখানে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

বিবাদমান দলগুলো যেন নিজেদের মাঝে আলোচনা করতে পারে এবং তারা যেন একে অপরের কথা শুনে সেজন্য কার্যকরী যোগাযোগ প্রয়োজন। যাহোক, অন্যের কথা শোনা অপেক্ষা নিজের কথা বলা ও নিজস্ব দৃষ্টিকোণ প্রকাশ করা প্রায়শঃই সহজতর হয়। শ্রবণ করা শুধুমাত্র কান দিয়ে শোনার থেকেও অনেক বেশী গভীর একটি বিষয় অর্থাৎ এর অর্থ হলো যে, ব্যক্তি কথা বলেন সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া।

সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি লোকদের মাঝে সমন্বয় সাধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অন্যের দ্বারা কিভাবে কষ্টভোগ করেছে সেটি নিয়ে কথা বলার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এই ধরনের উপায়ের মাধ্যমে লোকদের মনে উপশম অনুভূত হয় এবং সমাজের মাঝে বোঝাপড়ার বিষয়টির উন্নয়ন করা সহজ হয়। এক্ষেত্রে লোকেরা যখন একবার তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে মনোযোগ সহকারে শোনা হয়েছে তা বুঝতে পারে তখন তারা আরও ভালভাবে অন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক হয়।

আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে হবে যে একটি হিংসাত্মক সংঘাতের পরবর্তী সময়ে কিছু লোকেরা মানসিক সমস্যায় কষ্টভোগ করতে পারে। এটি হলো একটি মানসিক রোগ যা পূর্বের সেই সংঘাতের সময় মানুষের প্রতি ঘটিত শারীরিক নির্যাতন, প্রিয়জনের মৃত্যু, ঘর-বাড়ী ও শস্যের ধ্বংস সাধন প্রত্যক্ষভাবে দেখার ফলে তাদের মনে সৃষ্ট মানসিক আঘাত থেকে ঘটে থাকে। এই মানসিক সমস্যা সংঘাতের পর মুহুর্ত থেকে অথবা এর এক মাস পর থেকেই শুরু হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুরা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

লোকেরা যখন মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যায় তখন তাদের সেই লক্ষণগুলো দেখা মাত্রই যত শীঘ্র সম্ভব তাদেরকে সাহায্য করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাদের যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে তারা বিষন্নতা, মদ্যপান, মাদকাসক্তি, সিজোফ্রেনিয়া বা আত্মহত্যার শিকার হতে পারে।

এক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করতে হবে সেগুলো হলো:

- নিদ্রায় অসুবিধা
- দুঃস্বপ্ন
- স্নায়বিক দুর্বলতা
- সংঘাতের আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা পুনরায় মনে পড়া
- সহজেই রাগান্বিত ও এমনকি হিংস্র মনা হয়ে পড়া।

এই ধরনের মানসিক আঘাত সম্পন্ন লোকদের জন্য অবশ্যই আপনাকে পেশাদার চিকিৎসকের স্বরণাপন্ন হতে হবে।

ঘটনার অধ্যয়ন
সুদানে একে অপরের কথা শোনা

দক্ষিণ সুদানে বিবাদমান দিনকা ও নুয়ার জাতিগোষ্ঠীর নেতাদেরকে নিয়ে যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যকার পরস্পরের কথা শোনার একটি বড় অনুষ্ঠান জড়িত ছিল।

সংঘাতের কারণে তাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কষ্টগুলোকে প্রকাশ করার একটি চমৎকার পন্থা হিসেবে তারা সেই সময়ে অন্যের প্রতি কি কি করেছে তা বলার জন্য তাদেরকে পর্যায়ক্রমে সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তারা সেই সময় উন্মুক্তভাবে একে অপরের প্রতি যে উপদ্রব করেছিল সেটি বলতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে সংঘাতের ফলে অংশগ্রহণকারীরা যে সকলেই কষ্টভোগ করেছিল তা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাদের প্রধান নেতারা একে অপরকে আরও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল।

এই কাহিনী বলার সময়ে লোকেরা একে অন্যের কথা শোনার জন্য উৎসাহিত হলো। এক্ষেত্রে তাদের মাঝে নতুন করে জারি করা নিয়ম-কানুনের প্রতি সকলে একমত প্রকাশ করল:

- প্রত্যেক ব্যক্তি যতক্ষণ মনে চায় ততক্ষণ তার কথা অন্যের কাছে বলতে পারবেন।
- কোন ব্যক্তির কথা বলার সময় কেউ তাকে বাঁধা দেবে না অথবা তার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়বে না।
- সেই সম্মেলনে প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে তার নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পেল এবং অন্যের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকল।

এই অনুশীলণীটি অংশগ্রহণকারীদেরকে সংঘাতটি বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করল। এটি তাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় সাধনের একটি উপায় বের করার ক্ষেত্রেও উৎসাহিত করল।

ঘটনার অধ্যয়ন
উত্তর আয়ারল্যান্ডে সমাজ সভা এবং আলোচনা দল

ফোর্থস্প্রিং প্রকল্পটি সমাজের লোকদেরকে বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা করল। প্রতি বছর প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজে তাদের পরিচিতি বজায় রাখার জন্য তাদের প্রথাগত কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করত। সমাজে সেই সময়টি একটি উত্তেজনাপূর্ণ কাল ছিল।

কাজেই ফোর্থস্প্রিং প্রকল্প সেই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে একটি সভার আয়োজন করল। এর মাধ্যমে সমাজের উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজস্ব মতামত স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কাছে প্রকাশ করার সুযোগ পেল। এই পন্থায় এমন কোন নিয়ম চালু করার বিষয় জড়িত ছিল না যে কুচকাওয়াজ অবশ্যই পালন করতে হবে, বরং এর দ্বারা কুচকাওয়াজের ফলে ঘটিত উত্তেজনা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল।

সত্য এবং সমন্বয় সাধন কমিশন

কিছু কিছু দেশের সরকার সংঘাতের পরবর্তী সময়ে সত্য এবং সমন্বয় সাধন কমিশন (TRCs) প্রতিষ্ঠা করেছিল যেমন- দক্ষিণ আফ্রিকা, পেরু ও সিয়েরা লিওন। এই কমিশনের লক্ষ্য ছিল যে সংঘাত চলাকালীন সময়ে ঘটিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও মানবাধিকার অপব্যবহারের পিছনে জড়িয়ে থাকা কারণগুলোর সম্পর্কিত সত্যকে উন্মোচিত করা। যখন সেই সত্য প্রকাশিত হবে, তখন সমাজের লোকেরা সমন্বয় স্থাপনের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। কমিশন সচরাচর সেই সত্য প্রকাশকারী ব্যক্তি বা দলের প্রতি আইনগত ব্যবস্থা না নেবার বিষয়ে একমত ছিল। তারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য করে এবং আরোগ্য ও সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যেন ক্ষমতার অপব্যবহার আর কখনও ঘটতে না পারে। টীয়ার ফান্ডের কিছু সংখ্যক অংশীদারগণ এই কমিশনগুলোতে জড়িত ছিলেন।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন
দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্য ও সমন্বয় কমিশনের সঙ্গে একত্রে কর্ম সম্পাদন

১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বর্ণবৈষম্য তুঙ্গে উঠল তখন মন্ডলীগুলো সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্য স্থির করল যেন বিভিন্ন বর্ণের জাতিগোষ্ঠীর লোকদের মাঝে বৃহত্তর মতৈক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের নিজ বাড়ীতে এবং সম্মেলনে বিভিন্ন বর্ণের লোকদেরকে একসঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ দিবে যেন তাদের সকলকে এক স্থানে একত্রিত করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই কৌশলের প্রভাব ব্যাপক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সময় কাটানোর সামর্থ্য অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার সৃষ্টি করে। এর ফলে যারা এই ধরনের অনুশীলণ করে তারা একে অপরের সম্পর্কে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করতে পারে। প্রতিটি দলের ইতিহাস অপর দলের ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা হয়। জাতিগত কুসংস্কার অনাবৃত করে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুযায়ী সকল বিষয়ের পুন:পরীক্ষা করা হয়। ১৯৯০ সালের সময়কালে সমন্বিত দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্নকে প্রাণময় রাখার ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্বগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈষম্য নীতি বিলোপের পর দেশটির সরকার ১৯৯৪ সালে সত্য ও সমন্বয় সাধন বিষয়ক কমিশন স্থাপন করে যা ক্ষুদ্র সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত ঘটনার একটি বড় সংস্করণ ছিল এবং এটি মন্ডলীর মধ্য দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছিল। এই কমিশন দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদেরকে একটি সুযোগ দিয়েছিল যেন তারা জাতিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপরাধী উভয় লোকদের কাহিনী শুনতে পারে। আশার বিষয় হলো এই যে, সেই হিংসাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ঘটনা পুনরায় আর ঘটবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপের আগে মন্ডলীর কর্মকান্ডের দ্বারা সৃষ্ট মিশ্র-জাতিগত বন্ধুত্ব এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে লোকদেরকে যেতে সাহায্য করেছে। কাজেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সমন্বিত ভবিষ্যতের দর্শনের এবং জাতিগত নিপীড়নের গঠণপ্রণালীর রূপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) নামক প্রতিষ্ঠান

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) নামক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলো সামাজিক সংশ্লিষ্টতার নতুন নতুন কাঠামো অনুযায়ী তাদের কর্মকান্ড সম্পন্ন করল। ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলো সম্মিলিতভাবে সমন্বয় সাধন, সাংসদীয় পরামর্শদান, গণতন্ত্র এবং জাতি গঠণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পন্ন করে। ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলো দেশের মাঝে সমন্বয় স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমন্বয় তহবিল প্রতিষ্ঠা করল। এই তহবিলের আয়ের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিংসাত্মক কর্মকান্ডের শিকার লোকদের সামাজিক অবস্থা পুনর্গঠণের কাজ পরিচালনা করা হয়। এই তহবিলের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিংসাত্মক কর্মকান্ডের শিকার প্রায় ৩০০ জন লোককে সাহায্য করা হয়। TEASA সত্য ও সমন্বয় কমিশনের শুনানি অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে স্বাক্ষ্য দেয়। TEASA দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলোর কর্মকান্ডের ঘাটতির বিষয়ে ক্ষমা চায়।

ঘটনার অধ্যয়ন
পেরুতে সত্য ও সমন্বয় সাধন কমিশনের সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা

১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালে পেরুর জনসাধারণ রাজনৈতিক হিংসাত্মক কর্মকান্ডের এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ঘটনার শিকার হয় কারণ সেই সময় দেশটির সামরিক বাহিনী এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলমান ছিল। সেই সময়ে ৩০,০০০ মানুষ মারা পড়েছিল, ৬,০০,০০০ পরিবার গৃহহারা হয়েছিল, ৭,০০০ মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল এবং ৫,০০০ লোককে অবৈধভাবে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আটক করা হয়েছিল। শত শত নিরীহ বন্দী, এতিম, বিধাব এবং ধর্ষিতা নারী মানসিকভাবে কষ্টভোগ করে। গ্রাম্য এলাকায় ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলো ভীষণভাবে কষ্টভোগ করল কারণ সামরিক বাহিনী এবং গেরিলা বিপ্লবী দল উভয়েই তাদেরকে বিরোধী দলের সঙ্গে যোগদানের সন্দেহে দোষী সাব্যস্ত করল। পেরুর নির্মম সন্ত্রাস এবং সরকার-বিরোধী আইনের কারণে শত শত মানুষ মিথ্যাভাবে অপরাধীতে পরিণত হয়েছিল।

শান্তি এবং আশা

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার Pazy Esperanza (Peace and Hope) নামক প্রতিষ্ঠানটি নিরীহ বন্দীদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তাদেরকে কারাগার থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ১৯৯৬ সাল থেকে Peace and Hope's legal service দ্বারা ২০০ জন নিরীহ বন্দীকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বন্দীদের মিথ্যা দন্ডাদেশ চিহ্নিত করার মাধ্যমে সরকারী-ভাবে TRC নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগীতাপূর্ণ কাজ করে আসছে।

লিমাতে শান্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে
ছবিঃ এন্টোনিও এসকুর্রা

Peace and Hope নামক প্রতিষ্ঠানটি ইভানজেলিকাল মন্ডলীগুলোকে TRC-এর কাজে সহযোগীতা করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশনা ও বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে সুশীল সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং পালকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রতিষ্ঠান সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে জনগণের কার্যকলাপকেও সহযোগীতা করে যেমন- সমাজে কোন ব্যক্তির অবৈধ কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনে সমাজের লোকেরা তাকে ক্ষমা করে। Peace and Hope এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিরীহ বন্দী যাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে।

লোকদেরকে একবার যখন মুক্ত করা হয় তখন অনেক নিরীহ বন্দী সমাজে তাদের পূর্বের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে জটিলতার সম্মুখীন হয়। কাজেই তারা যখন কারাগার থেকে মুক্তি পায় তখন Peace and Hope নামক প্রতিষ্ঠানটি তাদের পরিবারগুলোকে সহযোগীতা করে। এছাড়াও যেসব খ্রীষ্টভক্ত বন্দী কারাগার থেকে মুক্ত হয় তারা মন্ডলীতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় না। Peace and Hope নামক প্রতিষ্ঠানটি সবার আগে খুব ভালভাবে গবেষণা করে নিরীহ বন্দীদেরকে চিহ্নিত করে এবং এরপর তারা সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করে এবং তার বিষয়টি নিয়ে কাজ করে। যাহোক, অনেক খ্রীষ্টিয় মন্ডলী এখন পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের পূর্ণ নির্দোষিতার বিষয়ে সন্দিহান অবস্থায় রয়েছে। কাজেই সমন্বয় সম্পর্কে মান্ডলিক নেতৃত্বের শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। বর্তমানে মন্ডলীর পালকেরা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে এবং হিংসাত্মক কর্মকান্ডের শিকারে পড়া লোকদেরকে মন্ডলী ও সমাজে তাদের আত্মসাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহিত করে। তাদের এই বিষয়গুলোকে উন্মোচিত করার মাধ্যমে লোকেরা পেরুর গত ২০ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে খুব ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী, সে নির্দোষ অথবা দোষী তাদেরকে সমাজে পুনরায় গ্রহণের জন্য আরও আগ্রহী হয়েছে।

প্রতিফলন

- একদা জনৈক ব্যক্তি বলেছেণ, 'ঈশ্বর আমাদেরকে দুটি কান ও একটি মুখ দিয়েছেন যেন আমরা কথা বলার চেয়ে দ্বিগুণ শুনতে পারি।' শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রবণের কেন গুরুত্ব রয়েছে?
- শুধুমাত্র বিবাদমান দলের নেতৃবৃন্দ নয় কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেন কথা বলার সুযোগ দেয়া উচিত?
- সমাজের লোকদের কষ্টভোগ আলোচনা করার সেক্ষেত্রে কি সুযোগ দিতে পারেন?
- আপনি একটি আলোচনা সভা কিভাবে পরিচালনা করবেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি সমানভাবে শোনার ও বলার সুযোগ লাভ করতে পারে? আপনি যখন একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন যেখানে লোকেরা তাদের কষ্টগুলোকে উন্মোচিত করবে সেক্ষেত্রে আর কি কি বিষয় বিবেচনায় আনবেন?
- আপনার প্রতিষ্ঠান কি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধরনের কার্যক্রম সঙ্গে জড়িত হতে সক্ষম?

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

শিক্ষণীয় বিষয়-০৫

দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই দর্শনের বিকাশ

সংঘাত বিশেষত: যদি এক মাস অথবা এক বছর যাবৎ স্থায়ী হয় তবে সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত লোকরা তাদের আশা হারিয়ে ফেলতে পারে:

- তারা হয়ত ভুলে যেতে পারে যে সংঘাতের আগে তাদের জীবন কিরূপ ছিল।
- তারা হয়ত এটিও ভুলে যেতে পারে যে সংঘাতের আগে তাদের কি আশা ছিল।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে লোকেরা যেন তাদের ভবিষ্যতের আশা মনে পোষণ করে। সংঘাতের পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে তাৎক্ষণিক যে উদ্বেগটি থাকে সেটি হলো- এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের শারীরিক, সামাজিক এবং মনোগত বিধ্বস্ত অবস্থা। লোকদের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘাতের প্রভাব উপস্থাপন না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সচরাচর নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু লোকেরা যদি একটি লক্ষ্য স্থির করতে সক্ষম হয় তবে তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সামনে কোন কাজ করার আশা লাভ করে।

যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বয় সাধনের সুযোগদানের বিষয়ে জড়িত তারা কোন কার্যক্রম নিয়ে তাদের কাজ শুরু করবে সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আগে তাদেরকে একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। সংঘাত পরবর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া এবং এর ফলাফলগুলো প্রকাশ করা সহজ একটি বিষয়। যাহোক, এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে তাৎক্ষনিক চাহিদা ও প্রভাবের বাইরে লোকদেরকে সংঘাতের মূল কারণগুলোকে আবিষ্কার করতে হবে যেন পুনরায় সংঘাত সংঘটনের বিষয়টিকে এড়ানো সম্ভব হয়। লোকেরা যদি তাদের মনে একটি লক্ষ্য পোষণ করে তবে তারা শুধুমাত্র সমস্যা অথবা জটিলতার দিকে না তাকিয়ে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই তাদের কর্মক্ষেত্রে সমাজের লোকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতের জন্য একটি লক্ষ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে। এই কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশকগুলো একটি সঠিক ধারণা দেয়। একটি লক্ষ্য চিহ্নিত করার মাধ্যমে একটি সমাজ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় যে তৎক্ষনিকভাবে কি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে এবং একটি ইতিবাচক উপায়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে পারে। এই কৌশল তাদেরকে পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে সাহায্য করে।

সমাজকে কল্পনা করতে সাহায্য করা

- আপনি এই কর্মকান্ড শুধুমাত্র নেতৃবৃন্দের জন্য নয় কিন্তু সমাজের সকল স্তরে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- আপনি সমাজের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে তারা তাদের আশা অনুযায়ী আগামী ৫, ১০, ২০ অথবা ৫০ বছরে তাদের সমাজকে কিরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় দেখার কামনা করে? এই পরিবর্তন কি শান্তিপূর্ণ হবে? এটি কি দৃশ্যনীয় হবে? সেই পরিস্থিতিতে বাস করার ক্ষেত্রে কিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হবে? সমাজে তখন কি কি ঘটনা ঘটবে?
- অংশগ্রহণকারীরা যখন তাদের মতামত ও ধারণার বিষয়ে সকলের কাছে বলার সুযোগ পাবে তখন তাদেরকে একটি বড় কাগজে তাদের সেই দর্শনটিকে আঁকার জন্য অনুরোধ করুন।
- অংশগ্রহণকারীরা তখন হয়ত কোন বিষয়টি তারা সবচেয়ে কম সময়ে সম্পন্ন করতে পারবে অথবা তারা কোন বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে তার ভিত্তিতে তাদের ধারণাগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজাতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে কি কি কাজ করবে সে সম্পর্কে তারা কিছু ধারণা লাভ করে। এমনকি যদি কোন ধারণা বা বিষয় অর্জন করা অসম্ভব বলে অনুভূত হয় তবে সেক্ষেত্রে সমাজের লোকেরা সেগুলোকে প্রকাশ করবে যেন লোকেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারে।
- আপনি যেকোন একটি স্থানে দর্শনগুলোকে প্রদর্শনী আকারে রাখুন বা সংরক্ষণ করুন যেন সমাজের লোকেরা এগুলো দেখতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে এগুলোর সঙ্গে আরও কিছু ধারণা বা বিষয় সংযুক্ত করতে পারে।

প্রতিফলন

- আপনার প্রতিষ্ঠানে কি শান্তি ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কি একটি দর্শন রয়েছে?
- আপনার যদি কোন দর্শন না থাকে তবে দলীয়ভাবে পূর্ববর্তী অনুশীলনীটি নিয়ে দলের সঙ্গে কাজ করুন। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্য স্থির করতে চান সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।
- আপনি যে সমাজে কর্মরত রয়েছেন সেখানে এই অনুশীলনীটি অনুশীলন করার বিষয়ে বিবেচনা করুন।

শিক্ষণীয় বিষয়-০৬

শান্তি এবং সমন্বয় সাধনের নির্দেশকের বিকাশ

যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নির্দেশকগুলোকে স্থির করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নির্দেশকের সাহায্যে কোন পরিবর্তন কতখানি ঘটল এবং উন্নয়নমূলক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কতদুর পর্যন্ত অর্জিত হলো সেগুলো পরিমাপ করা সম্ভব।

- নির্দেশক প্রশ্ন উত্থাপন করে- 'আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছি কি-না তা কিভাবে জানতে পারব?'
- ভাল নির্দেশককে অবশ্যই স্বচ্ছ ও বোধগম্য হতে হবে। দুই ধরনের নির্দেশক রয়েছে:
  - **পরিমাণগত নির্দেশক** - এক্ষেত্রে ফলাফল গণনা করা হয়।
  - **গুণগত নির্দেশক** - এক্ষেত্রে পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লোকেরা কিরূপ চিন্তা-ভাবনা পোষণ করছে ও এই সম্পর্কে তাদের কিরূপ উপলব্ধি আসছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়।
- উভয় ক্ষেত্রেই এই জাতীয় নির্দেশকগুলোকে দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব:
  - **ফলাফল:** একটি প্রকল্প এর কর্মকান্ড সম্পন্ন করার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি ফলাফল বয়ে নিয়ে আসছে।
  - **প্রভাব:** প্রকল্পের লক্ষ্য অথবা প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দীর্ঘস্থায়ী টেকসই পরিবর্তন (ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক)।

সমন্বয় স্থাপনের উদ্যোগের সফলতা পরিমাপ করা একটি জটিল বিষয় কারণ লোকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মনোভাবের পরিবর্তনের উপর সমন্বয় স্থাপন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এছাড়াও সব সময় ফলাফল পাওয়া সহজ বিষয় নয়। উত্তম সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সমন্বয় স্থাপনের উদ্যোগের প্রভাব পরিমাপ করা প্রয়োজন। কাজেই সেক্ষেত্রে প্রভাবের নির্দেশকগুলোকে উপযুক্ত গুনগত মানসম্পন্ন হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, কোন কর্মশালা যদি সমন্বয় স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় তবে প্রয়োগযোগ্য নির্দেশক হতে পারে- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিবেদন পেশ করবে যে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিমাণগত মান)। কর্মশালার প্রভাবের একটি নির্দেশক এমন হতে পারে যে কর্মশালায় যেসব অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন তারা বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পূর্বের থেকে আরও বেশি সক্ষমতা বোধ করছে (গুণগত মান)। এর ফলে বিরোধী দলের সদস্য/সদস্যাগণ সমাজে যৌথ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে পারে যা একটি পরিমাণগত উপায়ে পরিমাপ করা সম্ভব।

যেকোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই নির্দেশকগুলোকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপে চিহ্নিত করতে হবে। কোন অঞ্চলে যদি সম্ভব হয় তবে সেই সমাজের লোকদেরকে দিয়ে এই নির্দেশকগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফোর্থস্প্রিং (Forthspring) নামক প্রতিষ্ঠানকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার

ফোর্থস্প্রিং (Forthspring) নামক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ফলাফল লোকদের জীবন সম্পর্কিত অভিমত অনুযায়ী পরিমাপ করা হয়েছে:

- যুবকেরা কি আধা-সামরিক দলে যোগদান করবে না করবে না?
- বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা কি উন্মুক্তভাবে তাদের বিভিন্ন ধরনের অভিমত অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না পারবে না?
- বিবাদমান দলের লোকেরা কার্যক্রমের বাইরে কি একে অপরকে সামাজিকভাবে গড়ে তুলবে না তুলবে না?
- বার্ষিক কুচকাওয়াজের সময় সকল সমাজের মধ্যকার সম্পর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কাজেই একটি ভাল পরীক্ষা হিসেবে দেখা যেতে পারে যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন সময় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ভূমি ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে সংঘাত নিরসনে কেনিয়ার ওয়াজির নামক স্থানের একটি সমাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত নির্দেশকসমূহ

শান্তি নির্দেশকের ধরন	সুনির্দিষ্ট নির্দেশকসমূহ
বাহ্যিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য	• জনসংখ্যার নিম্ন মৃত্যুহার • অস্ত্র দ্বারা আহত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি • পুষ্টির উচ্চ হার • সংঘাতপূর্ণ কাজকে প্রত্যাখ্যান করা • সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
পরিবেশগত	• খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে আন্ত:সামাজিক ব্যবস্থাপনা • খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে আন্ত:সামাজিভাবে অংশীদার হওয়া • চাষাবাদ এবং গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নমুনা
নিরাপত্তা	• সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান করা • মানুষের উন্মুক্ত সমাবেশ • সামাজিকভাবে শান্তির গঠন প্রণালী প্রস্তুত করা
সামাজিক	• চিন্তাশৈলী, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, আলোচনা ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা • উচ্চ পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া • আন্ত:বিবাহ
রাজনৈতিক	• মিশ্র-সামাজিক রাজনৈতিক দল • অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন • ব্যক্তি স্বাধীনতা
অর্থনৈতিক	• অর্থনৈতিক অভিযোগ উপস্থানের অগ্রগতি • দারিদ্র ও বেকারত্বের হার হ্রাসকরণ

Working with conflict-এর পৃষ্ঠা নং-১৬৪ থেকে সংকলিত

লোকেরা যখন তাদের লক্ষ্য স্থির করতে পারবে সেই সময়ের কিছুকাল পরে শান্তি এবং সমন্বয় স্থাপনের নির্দেশকগুলোকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে একত্রে কাজ করার বিষয়টি একটি সাহায্যকারী বিষয় হতে পারে (শিক্ষণীয় বিষয়-০৫ লক্ষ্য করুন)। এর ফলে তারা সহজেই তাদের লক্ষ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করতে পারবে। এই নির্দেশকগুলো হয়ত নির্দিষ্টকৃত প্রকল্পের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান করবে না, কিন্তু এগুলো বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম।

প্রতিফলন

- আপনার পরিস্থিতিতে কি শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন নির্দেশক আবিষ্কার করতে পারেন? আপনি বহিরাগত পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়ে আপনার কাজে প্রয়োগ করে ফলাফল অর্জন করা সম্ভব এই জাতীয় নির্দেশ-কগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।
- এই জাতীয় নির্দেশকগুলো কি সহজেই পরিমাপ করা সম্ভব?
- আপনি এই নির্দেশকগুলোকে কিভাবে পরিমাপ করবেন? এক্ষেত্রে সংঘাতের সঙ্গে জড়িত সেই সকল লোকদের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ, সরকারী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, জরিপ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পন্ন করার প্রয়োজন হতে পারে।
- আপনি কিভাবে একটি সমাজে এই অনুশীলণগুলোকে সম্পন্ন করবেন?

শিক্ষণীয় বিষয়-০৭

দাসত্বের/সেবার নেতৃত্বের মূল্যায়ন

সকল ধরনের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই লোকদের মাঝে একটি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। দূর্ভাগ্যক্রমে রুয়ান্ডার নিম্নোক্ত ঘটনার অধ্যয়ন থেকে আমরা দেখি যে নেতা/নেত্রীরা প্রায়শঃই সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক দায়-দায়িত্ব ভুলে যায় এবং এমনকি তারা যদি হিংসাত্মক কর্মকান্ডে জড়িত না হয়ে থাকে, তবে সংঘাত পরবর্তী সময়ে কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপনে জটিলতার সম্মুখীন হয়। নেতৃবৃন্দ হলেন বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষ, কাজেই একটি চ্যালঞ্জ মোকাবেলায় অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে তারা আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই কাজ করে থাকে। যাহোক, অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় দেখা যায় যে, নেতৃবৃন্দ যদি সমন্বয় স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে জড়িত থাকে তবে সমাজের সকলে তাদের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

উদাহরণস্বরূপ, টীয়ার ফান্ডের অংশীদার TEASA in South Africa নামক প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত নেতৃবৃন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি মিঃ জো হোয়াইটের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু অপর একজন শ্বেতাঙ্গ ধর্মতত্ত্ববিদ্ মিঃ বেয়ার্সদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন।

টীয়ার ফান্ডের অংশীদারগণ দাসত্বের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তবে অবশ্যই এই ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। নিচে এই সম্পর্কিত কিছু ঘটনার অধ্যয়ন দেয়া হলো।

ঘটনার অধ্যয়ন

রুয়ান্ডায় ভাল নেতৃবৃন্দের খোঁজ

গণহত্যার আগে The evangelical church in Rwanda একটি প্রভাবের উপর লোকদেরকে কোন চ্যালেঞ্জ প্রদান করেনি যে রাজনীতি মানুষকে বিপদে ঠেলে দিচ্ছে। এর কারণ হলো রুয়ান্ডার অধিবাসীরা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ভয় পেত এবং The evangelical church in Rwanda রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে নয় কিন্তু প্রচারকার্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল। কাজেই, যখন গণহত্যার বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা করা হলো তখন মন্ডলীগুলো এই বিষয় নিয়ে কোন কথা বলেনি। কিছু খ্রীষ্টভক্তরা কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কিন্তু প্রায়ই এই কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয়ান-গণ গণহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল যার মাঝে খ্রীষ্টিয় নেতৃবৃন্দও জড়িত ছিল। এছাড়া কিছু মন্ডলীর নেতৃবৃন্দ গণহত্যা যে সংঘটিত হয়েছিল সেটি অস্বীকার করল। এর ফলে Evangelical Church -এর বিশ্বাসযে-াগ্যতা সম্পর্কে রুয়ান্ডার অধিবাসী এবং বিশ্ব মন্ডলী প্রশ্নবিদ্ধ করল।

MOUCECORE

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার MOUCECORE নামক প্রতিষ্ঠানটি খ্রীষ্টান নেতৃবৃন্দদের খুঁজে পেতে চাইলেন যেন তারা গণহত্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছুক হয় এবং মন্ডলীর দ্বারা ঘটিত যেকোন ধরনের ক্ষতির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর মাঝে যেসব বিষয় জড়িত ছিল সেগুলো হলোঃ

- অতীতের সম্মুখীন হওয়াঃ সংস্কৃতিগত আচরণ, মূল্যবোধ, আচরণের নমুনা পরীক্ষা করা।
- গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পিছনে যেসব সমস্যা জড়িত রয়েছে সেগুলোকে পরীক্ষা করাঃ মন্ডলীতে প্রতিযোগীতা ও অনৈক্যতা, ক্ষমতা নিয়ে রাজনীতি, নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক।
- মন্ডলীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং সঠিক লক্ষ্য স্থির করা।
- অতীত থেকে ভাল বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করাঃ যুদ্ধকালীন সময়ে প্রভুতে বিশ্বস্ত খ্রীষ্টভক্তদের কাহিনী তুলে ধরা এবং সেই সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি স্মরণ করা।

যখন নেতৃবৃন্দকে চিহ্নিত করা সম্পন্ন হলো, তখন MOUCECORE তাদের জন্য বাইবেলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দাসত্বের নেতৃত্ব বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করল। যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আগত নেতৃবৃন্দের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ অব্যাহত ছিল তখন নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের মনে এমন কোন ধারণা জন্মায় নি যে তাদের মাঝে শুধুমাত্র ভাল অথবা মন্দ নেতৃবৃন্দ রয়েছে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন
সুদানের নেতৃবৃন্দকে সম্মিলিত করা

দক্ষিণ সুদানে টীয়ার ফান্ডের অংশীদার New Sudan Council of Churches নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত শান্তি বিষয়ক সম্মেলনে সীমান্ত এলাকার প্রধান, স্থানীয় পালক, মন্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং বিবাদমান দুটি প্রধান সামরিক দলের প্রতিনিধি সহ ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনের লক্ষ্যসমূহ হলো:

- প্রধান নেতৃবৃন্দ ও মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের মাঝে সমন্বয় স্থাপনে সাহায্য করা।
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐতিহ্যগত নমুনার প্রতি প্রতিফলন ঘটানো, সংঘাত ব্যবস্থাপনার নতুন বোধগম্যতা লাভ করা এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সমাজের মাঠ ও মধ্যম পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৌশলের সৃষ্টি ও তার উন্নয়ন।

ছবিঃ উইলিয়াম ও লাওরি, সুদান ইনফোকেট

প্রধান নেতারা শান্তির সম্মেলন নুয়ের ও ডিংকার মানুষদের মাঝে পারস্পারিক পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতে দিয়েছিল

এই সম্মেলনটি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। নেতৃবৃন্দেরা শুকনো মৌসুমে যেন তাদের জাতিগোষ্ঠী আরও বৃহৎ সম্মেলনে যোগদান করে সেই বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। এই দুটি জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক আস্থা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নুয়ার জাতিগোষ্ঠীর একজন প্রধান নেতা দিনকা জাতিগোষ্ঠীর প্রধান নেতার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন।

প্রতিফলন

- কিভাবে একজন ভাল নেতা হওয়া সম্ভব?
- আপনি কি মন্দ নেতৃত্বের কিছু উদাহরণ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন?
- শান্তি ও সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি ভাল নেতৃত্বের গুরুত্ব কতখানি?
- নেতৃবৃন্দকে সঠিকভাবে পরিচালনার কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আপনি কি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম?
- নেতৃবৃন্দদের জন্য শুধুমাত্র কর্মশালার আয়োজনে কি কি অসুবিধা রয়েছে? এই সমস্যাগুলোকে কিভাবে দুর করা সম্ভব?

শিক্ষণীয় বিষয়-০৮

সার্বজনীন ক্ষেত্র আবিষ্কার

মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রক্রিয়া এবং মূল্যবোধের দিক থেকে সংঘাত সৃষ্টি লাভ করতে পারে। সংঘাত পরবর্তী সময়ে প্রায়শঃই বিবাদমান দলগুলোর ইতিবাচকভাবে নিজেদের মাঝে আলোচনায় বসার বিষয়টি দেখা জটিল হয়ে পড়ে। যাহোক দলগুলো প্রায়ই সার্বজনীন ক্ষেত্র ভাগাভাগি করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ:

- তাদের একই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে
- তারা সকলেই সংঘাতের প্রভাবে কষ্টভোগ করেছে
- সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে দলগুলোর ইচ্ছা রয়েছে
- তাদের হয়ত সাধারণ বন্ধুত্ব রয়েছে
- তারা হয়ত একই স্থানীয় সুবিধাদি ভোগ করে যেমন- স্কুল অথবা কমিউনিটি সেন্টার
- তাদের হয়ত দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে হয় যেমন- একে অপরের কাছে জিনিস পত্র কেনা-বেচা।

চুক্তি ও যোগাযোগের এই বিষয়গুলো একটি সুযোগ সৃষ্টি করে - একটি সার্বজনীন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় যেন এর ফলাফল হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

ঘটনার অধ্যয়ন
সুদানে একটি সার্বজনীন লক্ষ্য

সুদানের নুয়ার-দিনকা শান্তি চুক্তির পিছনের একটি চালিকা শক্তি ছিল এই যে তাদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। এই দুটি দলের মধ্যকার লড়াইয়ের অর্থ ছিল এই যে তারা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম ছিল যা সেই এলাকায় দূর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। যাহোক, তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে যদি তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পরের মাঝে লড়াই করছে সেগুলোর সমাধান করতে পারে, তবে তারা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে এবং উভয় দল পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে।

ঘটনার অধ্যয়ন
বাংলাদেশে সকলের সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার কৈননিয়া। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের সমাজকে একটি খাল খনন ও একটি রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে সংঘটিত সংঘাত নিরসনে সাহায্য করেছিল।

কৈননিয়ার কর্ম কৌশলটি হলো এই যে তারা সেই সংশ্লিষ্ট সমাজের লোকদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। এর ফলে খাল খননের ও সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিকল্পনাটি হলো খালটি পুনর্খনন করা এবং এটিকে গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা যেন শীতকালীন চাষাবাদের সময় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া সম্ভব হয় এবং সেই খাল খননের দ্বারা যে কাঁদা পাওয়া যাবে তা দিয়ে খালের পূর্ব দিকে একটি কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা হবে যা গ্রামটিকে মহা সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এই পরিকল্পনাটির প্রতি সমাজের সকলে ঐক্যমত প্রকাশ করল। সেই সমাজের অনেক পরিবারই অনেক দিন থেকেই সড়কের বিষয়ে কামনা করে আসছিল। কারণ সড়কের ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা সহজে স্কুলে যেতে পারবে এবং গ্রামের হাঁট-বাজারে পৌছানো খুব সহজ হবে।

খাল খনন করা হচ্ছে

ছবিঃ কৈননিয়া

যাহোক, সেই খালটি যখন খনন করা শুরু হয়, তখন সেই খালের পশ্চিম দিকের ছয়টি পরিবার দাবি করল- সড়কটিকে পশ্চিম দিক থেকে সরিয়ে নেয়া হউক যেন এটি তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যায় অথচ পরিকল্পনা করার সময় তারা একমত পোষণ করেছিল যে সড়কটি অবশ্যই খালের পূর্ব দিকে নির্মিত হবে। তবে অন্য লোকেরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে আগ্রহী ছিল।

এই মতবিরোধটি আরও খারাপের দিকে এগোল যখন একজন গ্রামবাসী আইনী নোটিশ জারি করল যেন সড়কটিকে সরিয়ে নেয়া হয়। আইনী নোটিশের কারণে খাল খনন এবং সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের সর্বত্র শীঘ্রই এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে গ্রামের তিন শ'রও বেশি পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা একত্রিত হয়ে আইনী নোটিশ ভঙ্গ করার এবং সকল গ্রামবাসীর সুবিধার্থে নিজেরাই সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা সেই বিবাদমান ছয়টি পরিবারকে অস্ত্রধারীদের দ্বারা ঘিরে ফেলারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যেন কোন বাঁধা-বিগ্ন ছাড়াই কাজটি সম্পন্ন করা যায়। সেই রাত্রি বেলায় গ্রামের পরিস্থিতি সংঘাতে রূপ গ্রহণ করল।

এই মতবিরোধ নিরসনের জন্য কৈননিয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল গ্রামের লোকেরা নিজেরাই যেন তাদের এই সংঘাত নিরসন করে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা, কাজেই তারা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। পরদিন সেই গ্রামের সকলের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। কৈননিয়ার একজন কর্মী সেই সভায় একটি বিষয় উপস্থাপন করেন যেন গ্রামবাসীরা সকলে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তাদের অংশীদারিত্বের বিষয়টি পুনরায় স্মরণ করতে পারে এবং সেই সময় তারা যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছিল সেটি আবার মনে করতে সক্ষম হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম যেমন- কোন স্থানে খালটি খনন করা হবে, কোন স্থানে সড়ক নির্মাণ করা হবে ইত্যাদির প্রতি তাদের ঐক্যমত প্রকাশ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবার পাশাপাশি তিনি তাদেরকে এই প্রকল্প থেকে উপলব্ধ জলবায়ুগত এবং কৃষিগত সুবিধাদির বিষয়ে তারা যে একমত পোষণ করেছিল সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

এরপর সেই সভায় উপস্থিত সকলে একমত প্রকাশ করল যে তাদেরকে অবশ্যই প্রথমে যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। বিবাদমান পরিবারগুলোর সদস্য/সদস্যাগণ তাদের খারাপ ব্যবহারের জন্য সামনে এসে সকলের কাছে ক্ষমা চাইল। তারা সেই আইনী মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

ঘটনার অধ্যয়ন
উত্তর আয়ারল্যান্ডে সম্মিলিত হবার ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান

Forthspring নামক প্রতিষ্ঠানটি একটি কর্মকান্ডের আয়োজন করেছিল যেখানে এই কাথলিক মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল যা আরও বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হতে ও এলাকায় সংঘটিত লড়াই থেকে দুরে থাকতে সাহায্য করল।

কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মাঝে যদিও সংঘাত সৃষ্টির অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে, তবুও তারা একত্রে নিজেদের মধ্যে অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করে। Forthspring নামক প্রতিষ্ঠানটি একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাজের লোকদেরকে একত্রিত করেছিল। এই পদ্ধতিটি হলো- তারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার, স্কুল ছুটির পর শিক্ষার্থীদের ক্লাব, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য কার্যক্রম (দ্বি-প্রহর আহারের ক্লাব, কারুশিল্প), নারীদের একটি আলোচনা দল, একটি পরামর্শদানের সেবা কাজ এবং একটি সামাজিক পানালয়। কাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই কর্মকান্ডগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সামাজিক কর্মকান্ডগুলোতে স্থানীয় সমাজের লোকদেরকে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী এমনকি সাধারণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

ঘটনার অধ্যয়ন
রুয়ান্ডায় একসঙ্গে কৃষি কাজ করা

একটি অনাথ পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণে একত্রে কাজ করা দৃশ্য

টীয়ার ফান্ডের অংশীদার Rural Development Interdiocesan Service (RDIS) নামক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এর ফলে একটি স্থানীয় কৃষকদের দল গঠিত হয়েছিল যে দলটি মন্ডলীর জমিতে একসঙ্গে কাজ করল। এই কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ছিল যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে তারা ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভুক্ত এবং সংঘাতের সময়ে অর্জিত ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবন উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়ে একই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম। RDIS প্রতিষ্ঠানটি সমন্বয় সাধনের কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এই কার্যক্রমের একটি সাফল্যের ঘটনা নিচে দেয়া হলো।

সাফল্যের একটি ঘটনা

একজন নারী স্বীকার করল যে সে একটি অভিন্ন কৃষিগত দলের সঙ্গে একজন পুরুষের মত কাজ করতে পছন্দ করত না। এই নারী ১৯৯৪ সালের গণহত্যার সময়ে তার স্বামীর হত্যায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। সে সর্বপ্রথমে তার স্বামীর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উসকে দিয়ে তাকে জেলে পাঠাতে চেয়েছিল। সে কামনা করেছিল যেন তার স্বামী মারা যায়। একটি সম্পর্ক স্থাপনের কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সে আবিষ্কার করতে পারল যে ঈশ্বর দয়াবান এবং সহানুভূতিশীল। সে তখন জানতে পারল যে ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য শাস্তি না দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য ও আরোগ্য করতে, পুনর্বাসন ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং জীবনের উপচয়ে পুনঃস্থাপিত করতে চান এবং এই কারণেই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কর্মশালার দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সে উপলব্ধি করল যে তারা দারিদ্রতার কারণে একই ধরনের দূঃখভোগ করেছে এবং সে বুঝতে পারল যে সবচেয়ে ভাল বিকল্প হলো ক্ষমা করা।

প্রতিফলন

- আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস নেতা এ্যান্ড্রু মাসোন্দো এক সময় বলেছিলেন, 'ভিন্নতা বোঝা: যে বিষয়ের প্রতি সকলের ঐক্যমত রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কাজ সম্পন্ন করা।' আপনারা এই বাক্যাংশের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- আপনি যদি একটি সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে কর্মরত থাকেন, তবে কাজের ক্ষেত্রে কি কি সাধারণ ভিত্তি থাকে?
- আপনি কি শান্তি ও সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন?
- আপনার প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কি কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?
- আপনি এক্ষেত্রে বিবাদমান দলগুলোর সদস্য/সদস্যাদেরকে এবং অন্যান্য নেতাদেরকে ভূমিকা পালনের জন্য কিভাবে উৎসাহিত করবেন?

শিক্ষণীয় বিষয়-০৯

পারস্পরিক আস্থা স্থাপন

বিবাদমান দলগুলো যারা অতীতে একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারত না তারাও একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন শুরু করল। যেকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। বিশ্বাস ছাড়া অন্য মানুষের কথাবার্তার মূল্যায়ন ও সেই অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। লোকেরা একটি জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে 'অসম্মতির প্রতি ঐক্যমত' পাবার বিষয়ে জটিলতার সন্মুখীন হতে পারে এবং এর পরিবর্তে সম্পর্কের বাঁধাস্বরূপ এই বিষয়টিকে নিজেদের জীবনে পোষণ করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মশালার আয়োজন অথবা উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে লোকদেরকে দলগতভাবে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। একসঙ্গে কাজ করার দ্বারা লোকদের পারস্পরিক বোধগম্যতা শক্তিশালী হয় ও তাদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। টীয়ার ফান্ডের অংশীদারগণ যেসব উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল এবং এর ফলে যেসব প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কিত বিষয়ের ঘটনার অধ্যয়নের কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতি নিচে দেয়া হলো

ঘটনার অধ্যয়ন

দক্ষিণ আফ্রিকায় আস্থা গঠনে খেলার আয়োজন

যুবক-যুবতীরা যখন নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যাবার জন্য প্রথমবারের মত একত্রিত হলো, তারা একই গোষ্ঠীর অন্যান্য যুবক-যুবতীদেরকে নিয়ে উপদল গঠন করল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমরা সবাই একসঙ্গে ভ্রমণ করছি ও আমরা একসঙ্গে একই বাড়ীতে থাকব।'

ছবিঃ ওয়াইএফসি/কেএডব্লিউএন কর্মীবৃন্দ

শিক্ষার্থদের নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীদেরকে একত্রিত করেছে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

ঘটনার অধ্যয়ন রুয়ান্ডায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

যাহোক, যুবক-যুবতীরা যখন সেই ক্যাম্পে এসে পৌছাল, তখন তারা মিশ্র দল গঠণ করা শুরু করল। এর ফলে যুবক-যুবতীরা একসঙ্গে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হলো। এই কার্যক্রমের ফলাফল ছিল একটি মহা সফলতা:

- একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক একটি জটিল বাঁধার সারি অতিক্রম করার জন্য অপর একজন শ্বেতাঙ্গ যুবককে সতর্কভাবে নির্দেশনা প্রদান করছিল।
- আস্থা বিষয়ক একটি খেলায় একজন ভারতীয় যুবক পিছনে দাড়িয়ে থাকা তার দলের সঙ্গীর হাতের উপর পিছন দিকে হেলে পড়ল।
- এর ফলে যুবক-যুবতীরা খুব শীঘ্রই একে অপরকে আলিঙ্গন করে মিশ্র দলের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করল এবং এভাবে সেই কর্মশালার লক্ষ্য পূরণ হলো।

MOUCECORE প্রতিষ্ঠানটি বেশ কতগুলো প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল যেগুলো হলো:

- অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টভক্তদেরকে একত্র করা হয় যেন তারা একে অপরকে বুঝতে পারে ও সাহায্য করতে পারে - এই কার্যক্রমে পালক ও অপেশাদারদের জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং নারী ও সামাজিক উন্নয়নের বিশেষ অনুষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত ছিল।
- স্থানীয় মন্ডলীর মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক সংহতি কার্যক্রম - এর ফলে সংঘাত নিরসন, সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর উন্নয়ন ঘটে।

এই কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য প্রভাব

এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে রুয়ান্ডায় অনেক শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক উদ্যোগ শুরু হয়েছিল:

- একটি সেমিনারে অংশগ্রহণকারী একজন পালক প্রথমবারের মত তার প্রতিবেশী যে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক তার বাড়ীতে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।
- কিছু নারী 'বোঝা-বাহক' নামক একটি দল গঠণ করেন। এই দলটি প্রতি মাসে অভাবী লোকদেরকে সাহায্য করার জন্য একটি স্থানে মিলিত হতো। এই দলটি যেসব সাহায্য করত সেগুলো হলো- যেসব লোকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে, বাগানে কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শারিরীকভাবে অযোগ্য তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা, তাদের জন্য প্রার্থণা করা, তাদেরকে খাবার দেয়া এবং যারা অসুস্থ্য তাদের ও তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করা।
- একটি সেমিনারে প্রশিক্ষণ নেবার পর হুতু ও তুতসি অংশগ্রহণকারীরা একটি উদ্যোগ গ্রহণ করল- তারা একত্রে তুতসি জনগোষ্ঠীর লোকদের বাড়ী-ঘর নির্মাণ ও পুন:স্থাপন করল এবং হুতু জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজেদের ফসলের বীজ তুতসিদের জমিতে রোপণ করল। এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীরা টীয়ার ফান্ডের সহায়তায় ৪৪ টি বাড়ী নির্মাণ করল। এই ভালবাসার ফলে এই দুটি দলের মধ্যকার সম্পর্ক পুন:স্থাপনের সেতুবন্ধন সৃষ্টি হলো।

ঘটনার অধ্যয়ন সিয়েরা লিওন - পটভূমিকার ইতিহাস

১৯৯১ সাল থেকে অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য সিয়েরা লিওন সামরিক সংঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সেই সময় প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়া থেকে আগত একটি দল সিয়েরা লিওনকে আক্রমণ করে ও তারা সিয়েরা লিওনের তৎকালীন সরকারের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও দুর্নীতির জন্য দোষারোপ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই দলের লক্ষ্য ছিল যেন তারা সিয়েরা লিওন সরকারী দলকে উৎখাত করতে পারে। অন্যান্য বিষয়গুলো এই সংঘাতের দাবানলকে আরও বাড়িয়ে দেয় যেমন- জনসাধারণের একটি বিশাল অংশের জন্য খনিজ সম্পদের আহরণের অভাব এবং অর্থনৈতিক সমস্যা যেগুলো দেশটির সামাজিক সুসঙ্গতিতে ভাঙ্গন নিয়ে এসেছিল।

এই সংঘাতের ফলে দেশটির সকল সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সময় ছয় বছরের ছোট শিশুদেরকেও জোরপূর্ব্বক যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল, নারী ও কন্যা শিশুদেরকে ধর্ষন করা হয়েছিল। সরকারী ও ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি ধ্বংস সাধন করা হয়েছিল, বিভিন্ন স্থানে অগ্নি সংযোগ, হত্যা ও জোরপূর্ব্বক কাজ করিয়ে নেয়ার মত ঘটনা ঘটেছিল। এর ফলে বিপুল জনসাধারণের বাসস্থান উৎপাটিত হয়েছিল। ১৯৯৬ ও ১৯৯৯ সালের শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের উপর হিংসাত্মক কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল। যাহোক ২০০০ সালে সরকারী ও অন্য দলগুলো সকলে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করল। ২০০১ সালে যোদ্ধাদেরকে প্রত্যাহার করা শুরু হয় এবং তাদেরকে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেন তারা তাদের সাধারণ জীবনে পুনরায় ফিরে যেতে পারে।

শান্তি স্থাপনে সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে EFSL -এর কার্যক্রম

১৯৯৯ সালে ইভানজেলিকাল ফেলোপিশ অফ সিয়েরা লিওন (EFSL) প্রতিষ্ঠান সংঘাত ব্যবস্থাপনা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ শুরু করে যেন সমাজের সাধারণ মানুষ ও যোদ্ধাদের মাঝে শান্তি আনয়নে উৎসাহিত করা সম্ভব হয়। তারা শান্তি স্থাপনে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সমাজের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যাদের মধ্যে ঐতিহ্যগত, ধর্মীয়, মহিলা ও যুবক-যুবতী নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভূক্ত ছিল তাদের মধ্য থেকে চিহ্নিত করেছিল। এই সকল ব্যক্তিদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত নিরসনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এই কর্মশালার শেষ দিনে তারা একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে যেন তাদের নিজেদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। তাদের এই পরিকল্পনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রচারণা অভিযান, সমাজের নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সঙ্গীত ও নাটক এবং সমাজের সাধারণ লোকদের জন্য পরামর্শদানের সেবাদান অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এই কর্মশালার প্রভাবগুলো নিচে দেয়া হলো:

- যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যোদ্ধারা যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল সেই সংঘাত বিষয়ক স্বীকারোক্তির সেশন চলেছিল।
- লোকেরা ক্ষমা চেয়েছিল। একজন প্রাক্তন যোদ্ধা বলল, 'এই সমাজের অধিকাংশ লোকেরা আমাকে চিনে না, কিন্তু আপনাদের মাঝে কেউ কেউ হয়ত আমার পিতা-মাতাকে চিনেন। পরিবারগতভাবে অনেক নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করার কারণে তারা এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই সময় আমাদের জীবন অনেক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। আমি স্বীকার করছি যে আমার অভিভাবকদের কষ্টভোগের প্রতিশোধ নেবার জন্য এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। আমি সেই দলের একজন সদস্য ছিলাম যে দলটি এই শহরটিকে আক্রমণ করেছিল। আমি এখন আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং আমিও আপনাদের নেতৃবৃন্দকে ক্ষমা করছি।'
- সমাজের যেসব লোকেরা কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মনে প্রাক্তন যোদ্ধাদের সম্পর্কে খারাপ অনুভূতি বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছিল।
- সমাজের নেতৃবৃন্দ তাদের অপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। তারা অতীতে সমাজের লোকদের অন্যায়ভাবে বিচার করতেন ও সংঘাত নিরসনে লোকদের উপর বিপুল অংকের টাকা আরোপ করতেন। একটি সমাজের একজন প্রধান নেতা বলেন, 'আমি আমার এলাকায় সংঘাত সৃষ্টিতে লোকদেরকে উৎসাহিত করেছিলাম যেন আমি লোকদের উপর জরিমানা আরোপ করতে পারি ও এর দ্বারা আমার পরিবারকে অর্থ সরবরাহ করতে পারি। এছাড়া আমার অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় যে ব্যয় হয়েছিল তার জন্যও আমাকে অর্থ পরিশোধ করার প্রয়োজন ছিল। আমি এই কর্মশালা থেকে যা কিছু শিখেছি তা আমার জীবনের দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।'

EFSL-এর কাজ ছিল যেন প্রাক্তন যোদ্ধাদেরকে সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়। তাদের কর্মকান্ড হিসেবে তারা সমাজের লোকদেরকে ফুটবল খেলার প্রতিযোগীতা, স্মৃতি স্থাপন, শান্তি বজায় রাখা এবং সমন্বয় স্থাপন বিষয়ক কুচকাওয়াজ আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছিল।

ঘটনার অধ্যয়ন
উত্তেজনা নিরসন

CHASL -এর প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে দলগুলোকে একতাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে খেলার আয়োজনের বিষয়টি অনেক সাহায্যকারী উপায় হিসেবে কাজ করেছিল। যারা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিল তাদের মধ্যকার উত্তেজনা নিরসনের ক্ষেত্রে ফুটবল, চেকার্স, বোর্ড খেলা এবং বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার অনেক সাহায্যকারী বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

ছবিঃ মেলোডিয়ন কামারা

CHASL-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শান্তি স্থাপনে সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে উৎসাহিত করে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

প্রতিফলন

উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি স্লোগান ব্যবহৃত হয়েছিল: ‘উন্নয়নের জন্য সামাজিক শান্তির প্রয়োজন, কিন্তু শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।’

- আপনি এই স্লোগান থেকে কি বুঝতে পারেন?
- আপনি কি এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন?
- সমন্বয় স্থাপনে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এর কি প্রভাব রয়েছে?

আস্থা বিষয়ক খেলা

প্রথম খেলা
পড়ে যাওয়া এবং ধরা

- আপনি দলটিকে বেশ কয়েকটি জোড়ায় বিভক্ত করুন।
- আপনি প্রতিটি জোড়াকে এমনভাবে সাজান যেন ‘ক’ নামক ব্যক্তি ‘খ’ নামক ব্যক্তির সামনে এক মিটারের কম দুরত্বে পিছন ফিরে দাড়ায়।
- আপনি এরপর ‘ক’ নামক ব্যক্তিকে যতদুর সম্ভব সোজা হয়ে পিছন দিকে হেলে পড়তে বলুন।
- আপনি এখন ‘খ’ নামক ব্যক্তিকে বলুন যেন ‘ক’ নামক ব্যক্তি মাটিতে পড়ে যাবার আগে সে তাকে ধরে ফেলে।
- আপনি এই কাজটি দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদর্শন করতে বলুন। এখন এই কাজটি যেন তারা বিপরীতভাবে অর্থাৎ ‘খ’ নামক ব্যক্তি হেলে পড়বে ও ‘ক’ নামক ব্যক্তি তাকে ধরবে - এইভাবে প্রদর্শন করার জন্য নির্দেশ দিন।

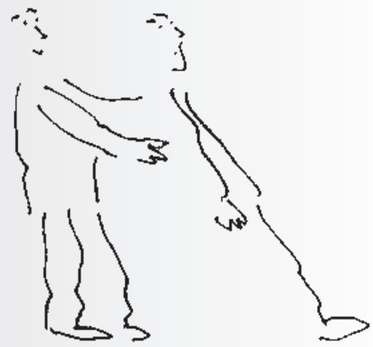

এই খেলাটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার জড়তাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা দল গঠণের কার্যকরী অনুশীলণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই খেলাটি যত সহজ মনে হয় বাস্তবে তার চেয়ে কঠিন।

দ্বিতীয় খেলা
বাঁধা ও তা অতিক্রম করা

- আপনি একটি সাধারণ বাঁধার খেলা প্রস্তুত করুন। এক্ষেত্রে চেয়ার, খড়ি, বালতি অথবা টেবিল ব্যবহার করতে পারবেন।
- আপনি দলটিকে জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করুন। প্রত্যেক জোড়ায় একজনের চোখ বাঁধতে বলুন এবং সেই চোঁখ বাধা ব্যক্তি যেন বাঁধাগুলোকে স্পর্শ না করে সেগুলোকে পেরিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেবার জন্য অপর ব্যক্তিকে অনুরোধ করুন।

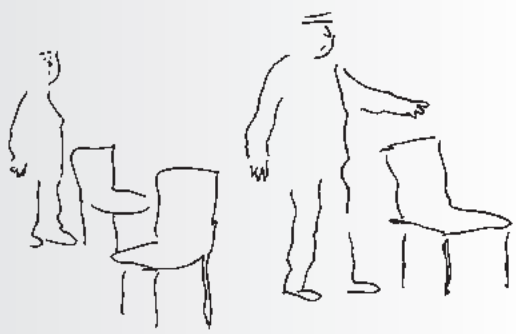

- আপনি অংশগ্রহণকারীদেরকে দিয়ে এই খেলাটিকে প্রতিযোগীতার মত করে খেলাতে পারেন। আপনি বাঁধা হিসেবে অভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন অথবা বাঁধা পেরিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।
- আপনি অংশগ্রহণকারীরা প্রথমবার খেলাটির খেলবার পর প্রতি জোড়ায় যারা চোঁখ বাঁধা অবস্থায় ছিল তারা যেন পরবর্তীতে নির্দেশনা দেবার কাজ করে ও তার দলের অপর সদস্য চোঁখ বাঁধা অবস্থায় বাঁধাগুলোকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিন এবং এভাবে দ্বিতীয়বার তারা যেন পুনরায় খেলাটি খেলে সেজন্য অনুরোধ করুন।

এই খেলাটিকে আরও চ্যালেঞ্জিং হিসেবে প্রস্তুত করা সম্ভব যদি প্রত্যেক জোড়ায় যে ব্যক্তির চোঁখ বাঁধা হবে সে বাঁধাগুলোকে কোন কোন জায়গায় স্থাপন করা হচ্ছে তা না দেখতে পায়।

প্রতিফলন

আস্থা বিষয়ক যে খেলাটি রয়েছে সেটি অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে খেলুন। অংশগ্রহণকারীরা যখন খেলার মাঝে দুটি ভূমিকা গ্রহণ করছিল তখন তারা কিরূপ অনুভব করছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করুন:

- **প্রথম খেলা** আপনি অন্য একজন আপনাকে ধরতে পারে সেজন্য তাকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিরূপ অনুভব করেছিলেন? আপনি দ্বিতীয়বার অন্য ব্যক্তি আপনাকে ধরতে পারে তখন তাকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি আরও সহজবোধ করেছিলেন? আপনার মনে কেন এরূপ ঘটল? আপনি যখন অপর ব্যক্তিকে ধরার দায়িত্ব লাভ করেন তখন কিরূপ অনুভব করেন? আপনি কি তখন অনুভব করেন যে সেই ব্যক্তি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে? আপনি যখন নিজের কাজের ভূমিকা পরিবর্তন করেন তখন কিরূপ অনুভব করেন? আপনাকে যেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করে তাদেরকে বিশ্বাস করা কি সহজতর হয়?
- **প্রথম খেলা** আপনাকে যখন চোখ বেঁধে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পার হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি পথ নির্দেশ করে তখন আপনি কিরূপ অনুভব করেন? আপনি কি তখন ভীত হয়ে পড়েন? আপনি প্রতিবন্ধকতায় ধাক্কা খাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য অপর ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা কি সহজতর মনে করেন? আপনি যখন নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করেন তখন কিরূপ অনুভব করেন? আপনি অতীতে চোখ বাঁধা অবস্থার মত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় একটি অনুভূতি আপনার মনে এসেছিল যার কারণে আপনি কি নিজেকে বেশী আস্থাশীল মনে করেন? আপনি যদি কোন দৌড় প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন তবে অন্য এক দলকে পরাজয় করার জন্য আপনার নিজ দলের ব্যক্তির সঙ্গে কি পারস্পরিক আস্থা অর্জনে সহজবোধ করেছিলেন?
- আস্থা বিষয়ক এই খেলাগুলো থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? আপনি যে সমাজে কর্মরত আছেন সেই স্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করুন।
- একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখন পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয় তখন কি কি ঘটনা ঘটে?
- যখন কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ হয় তখন সেই ব্যক্তিকে কি পুনরায় বিশ্বাস করা সম্ভব? রুয়াভায় হুতু এবং তুতসি পালকদের জন্য অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় একজন পালক জিজ্ঞেস করেন-
- 'আমরা কেন একজন খ্রীষ্টভক্ত ভাইকে সবশেষে বিশ্বাস করি?' আপনি পরিচিতি সম্পর্কে বাইবেলের আলোকে এই প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করুন (আপনি অংশ-০২, পৃষ্ঠা নং-১৯ এর দিকে লক্ষ্য করুন)। আপনি পারস্পরিক আস্থা অর্জনে কি কি উপায়ের বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন?
- আপনার প্রতিষ্ঠান সমাজে পারস্পরিক আস্থা অর্জনে কি কি উপায়ে সাহায্য করতে পারে? আপনি বিদ্যমান
- প্রকল্পের মাঝে কি আরও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যুক্ত করতে পারেন? আপনি কি পৃথক আরও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন?

শিক্ষণীয় বিষয়-১০

পারস্পরিক যোগাযোগ

পারস্পরিক যোগাযোগ হলো নির্দিষ্ট কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

সুবিধাসমূহ

পারস্পরিক যোগাযোগের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:

তথ্যের আদান-প্রদান

- দক্ষতার আদান-প্রদান
- উপকরণের আদান-প্রদান
- নকল এড়ানোর ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করা
- কর্ম কৌশল পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অধিক জনবলের শক্তি।
-

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

সংঘাত পরবর্তী সময়কালের পারস্পরিক যোগাযোগের বেশ কয়েকটি নির্দিষ্টকৃত সুবিধা রয়েছেঃ

- ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া হিংসাত্মক সংঘাতের পরবর্তী সময়ে প্রায়শঃই দেশের বাইরে থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তহবিল এসে থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও মন্ডলীগুলোর মাঝে প্রতিযোগী-তার সৃষ্টি হতে পারে। পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহ তহবিল একত্রে ব্যবহার করে তাদের প্রকল্পগুলোকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে যা নকল হয় না।
- সংঘাতের কারণে ঘটিত ক্ষতির সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিস্থিতি পুনরায় পরিমাপ করার বিষয়টি জড়িত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ে পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয় যার একটি সুদুরপ্রসারী কার্যকারীতা রয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মন্ডলীসমূহ যদি অন্য প্রতিষ্ঠান অথবা মন্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে সমাজে সমন্বয় সাধনের কাজ করে তবে তারা একটি ভাল দৃষ্টান্ত রাখে না (আপনি নিম্নোক্ত উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফোর্থস্প্রিং নামক প্রকল্পের ঘটনার অধ্যয়নের দিকে লক্ষ্য করুন)।

ঘটনার অধ্যয়ন

রুয়ান্ডায় পারস্পরিক যোগাযোগ

রুয়ান্ডায় সংঘটিত গণহত্যার আগের সেখানাকার মন্ডলীগুলোর মাঝে কোন একতা ছিল না। গণহত্যার পরবর্তী সময়ে মন্ডলীগুলোতে তহবিল ও অন্যান্য উৎস নিয়ে একে অপরের এমনকি মন্ডলীর অভ্যন্তরে সভ্য ও সভ্যাদের মাঝে প্রচন্ড প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ করতে ইচ্ছুক ছিল। সে সময় অভিজ্ঞতা বা তথ্যাদি খুব স্বল্প পরিসরে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করা হতো। এখন পর্যন্ত গণহত্যার প্রচন্ড প্রভাবকে নিরসনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

টীয়ার ফান্ড তার অংশীদারদের পারস্পরিক যোগাযোগের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। এর ফলে তারা একে অপরের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা লাভ করে পারস্পরিক আস্থা অর্জন করে। এছাড়া তারা নকল এড়িয়ে নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

MOUCECORE এবং RDIS নামক দুটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে রুয়ান্ডা এবং কঙ্গোতে যুবক-যুবতীদের জন্য সম্পর্ক স্থাপনের একটি কর্মশালার আয়োজন করল। এই পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে রুয়ান্ডার মন্ডলীগুলো গণহত্যার পূর্বের সময়ের চেয়ে এখন আরও ভালভাবে সমন্বিত অবস্থায় রয়েছে এবং সমাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন

টীয়ার ফান্ডের অংশীদারদের সব সময়ই অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- MOUCECORE নামক একটি প্রতিষ্ঠান একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় যোগদান করেছিল। এর ফলে MOUCECORE-এর কাজের মান উন্নত হয়েছিল এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে অন্য দলের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। নাইজেরিয়ায় অবস্থিত টীয়ার ফান্ডের অংশীদার RURCON নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে MOUCECORE-এর পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল।

ঘটনার অধ্যয়ন

উত্তর আয়ারল্যান্ডে একত্রে কর্ম সম্পাদন

পশ্চিম বেলফাস্টে চারটি প্রতিষ্ঠান এই ফোর্থস্প্রিং প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠা করে, যার মাঝে টীয়ার ফান্ডের অংশীদার স্প্রিংফিল্ড সড়ক ম্যাথোডিস্ট মন্ডলী (Springfield Road Methodist Church) জড়িত রয়েছে। এই চারটি প্রতিষ্ঠান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেঃ কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এলাকায় শান্তি দেয়াল ঘেষে ম্যাথোডিস্ট মন্ডলীটি অবস্থিত। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং কাথলিক সম্প্রদায়ের যৌথ সমন্বয়ে দুটি সমাজ রয়েছে। এছাড়া The Mid Springfield Road Community Association একটি অখ্রীষ্টিয় প্রতিষ্ঠান। ফোর্থস্প্রিং এই সকল লোকদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে নিবেদিত রয়েছে। স্প্রিংফিল্ড সড়ক এলাকায় এই প্রকল্প প্রোটেস্ট্যান্ট ও কাথলিক, যুবক ও বয়স্ক সকলের সঙ্গে কাজ করে। এটি সমাজে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে যেন লোকদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

ঘটনার অধ্যয়ন

কলম্বিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিশুদের আন্দোলন

কলম্বিয়ায় সামাজিক তৎপরতার অভাবের কারণে সেই দেশের বামপন্থি গেরিলা দলের প্রতি লোকদের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দল ছিল ডানপন্থি আধা-সামরিক দল, যারা কখনও কখনও ধনবান মাদক পাচারকারী, বিশাল ভূমি মালিকদের দ্বারা তাদের সামরিক ও পুলিশ বিভাগে সাহায্য পাবার দ্বারা সমর্থনপুষ্টতা লাভ করত। এই আধা-সামরিক দল মানবাধিকার কর্মী এবং যারা বামপন্থি গেরিলা দলকে সাহায্য করার সন্দেহের তালিকায় ছিল তাদেরকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করল যেন তাদেরকে প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া সেই সময় মাদক সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতো। গত এক দশকে রাজনৈতিক অথবা মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সংগঠিত হিংসাত্মক কর্মকান্ডের ফলে প্রায় ৩৫,০০০ মানুষ মারা গিয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রচন্ড হিংসাত্মক কর্মকান্ডের কারণে মেডেলিন শহরে প্রায় এক লক্ষ শিশু মারা যাবার আশংকা ছিল। এছাড়া সেই সময় দেশের অভ্যন্তরে আঠার লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় যার মধ্যে সাত লক্ষ শিশু ছিল।

১৯৯৬ সালে কলম্বিয়ার সুশীল সমাজ-সংঘ UNICEF নামক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে একটি শিশু বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করেন। এর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বসস্ত্র হিংসাত্মক কর্মকান্ডের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য পৃথকভাবে কাজ করে আসছিল। সেই সম্মেলনে তারা Children's Movement for Peace নামক একটি প্রকল্পের দ্বারা তাদের সকল প্রচেষ্টাগুলোকে সম্মিলিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সকলে মিলে একত্রে কাজ করা যেন এক্ষেত্রে তারা তাদের কাজের প্রভাব আরও ভালভাবে রাখতে পারেন এবং শিশুদেরকে এই আন্দোলনের আওতায় একটি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

ছবিঃ জিমলারিং

জেসিকা মেনেসিস, টীয়ার ফান্ড প্রতিনিধি, জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন

এই আন্দোলনের গুরুত্ব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে শিশুদেরকে ভোট দেবার জন্য উৎসাহিত করা হলো। এই আন্দোলন সমর্থনের ক্ষেত্রে সুশীল সংঘের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের একটি সুবিধা ছিল যে তারা একটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এই বিষয়ে কাজ করছিল। এর ফলে কলম্বিয়ার সমগ্র এলাকা থেকে প্রায় সাতাশ লক্ষ বিভিন্ন স্তরের শিশু এই আন্দোলনে ভোট দিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল যেন শিশুরা যে এই আন্দোলনের অধিকারী তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

আন্দোলনের প্রভাব

জনসাধারণের অভিমতের মাঝে এই আন্দোলনের প্রভাব ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাষ্ট্রপতি পাস্ট্রান-ার সময়কালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। এর মাধ্যমে একটি দীর্ঘস্থায়ী সুপ্রভাব আশা করা যায় যখন শিশুরা বড় হয়ে উঠবে এবং কলম্বিয়ায় শান্তির একটি সংস্কৃতির সৃষ্টি করবে। এই শিশুদের মধ্য থেকে অনেক ধরনের শিশু নেতা-নেতৃরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে শান্তির এই বার্তা পৌছে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে সহভাগিতা করেছে। এই আন্দোলন অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত শিশু শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০০২ সালের মে মাসে টীয়ার ফান্ডের একজন প্রতিনিধিসহ কলম্বিয়ার এই আন্দোলনের চারজন শিশু জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করে।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

প্রতিফলন

আপনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করুন:

- আপনার প্রতিষ্ঠানের, প্রকল্পের অথবা কর্মকান্ডের এই পারষ্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কি কি সুবিধাদি রয়েছে?
- অন্য প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির কাছে এই পারষ্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কি ধরনের সুবিধাদি বয়ে নিয়ে আসতে পারে?
- এই পারষ্পরিক সম্পর্ক যেভাবে বজায় থাকা উচিত সেভাবে থাকার ক্ষেত্রে কি কোন বাঁধা বিপত্তি রয়েছে যা এই সম্পর্ককে প্রতিরোধ করছে?
- এই বাঁধা-বিপত্তিগুলোকে কিভাবে কাটিয়ে উঠা সম্ভব?

অধ্যায় ৪

শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর পর্যালোচনা এবং কর্ম পরিকল্পনা

আপনি এখন বইটির শেষ অংশে এসে পৌছেছেন। কাজেই আপনি এটি থেকে যা কিছু শিখেছেন সেগুলো লিখে ফেলুন যা আপনার জন্য একটি সাহায্যকারী বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে। আপনি নিজেই এই কাজটি করতে পারেন এবং আপনার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, অথবা আপনি দলীয়ভাবে এই বিষয়টি নিয়ে মস্তিষ্কঝড়পূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারেন।

আপনি এর পরবর্তীতে অংশ-৩ এ বর্ণিত শিক্ষণীয় অংশের দিকে লক্ষ্য করুন এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন:

- আপনার পরিস্থিতিতে এগুলোর মধ্য থেকে কোন বিষয়টি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক? কেন?
- আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারীকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিতকরণ এবং সমন্বয় সাধন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রেরণ করার বিষয়টি কি বিবেচনায় নেয়া সম্ভব? যদি সেটি সম্ভব হয় তবে আপনার প্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত সেখানে এই জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুঁজে বের করুন।
- আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা উৎসাহিতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বইয়ের কি কি বাস্তবসম্মত ধারণা বিবেচনায় আনবেন?
- আপনার কি আর কোন ধরনের বাস্তবসম্মত ধারণা রয়েছে যা এই কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে?

আপনি যখন আরও সতর্কভাবে এক্ষেত্রে কি কি কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে চিন্তা করা আরম্ভ করবেন তখন অংশ-০৫ এর উপকরণ এবং যোগাযোগের তথ্যসমূহের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন হতে পারে।

আপনি যা কিছু শিখেছেন সেগুলোকে যদি কর্মকান্ডে প্রয়োগ করতে চান তবে আপনাকে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনি কি কি কাজ সম্পন্ন করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করবে। এছাড়া কখন ও কিভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে সে সম্পর্কেও চিন্তা করতে পারবেন। আপনাকে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী সাহায্য করবে:

কর্ম পরিকল্পনা

- আপনি কি কি শিখেছেন? আপনি মূল অংশগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
- আপনার প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে কি অর্জন করবে সে সম্পর্কে আপনি কি কোন বিষয় অনুমান করতে পারেন? (দর্শন)
- ঘটনার অধ্যয়নের আলোকে আপনি কি এখন বিশ্বাস করেন যে আপনার লক্ষ্যগুলোকে পরিবর্তন করা উচিত? যদি তাই হয়ে থাকে তবে কি উপায়ে সেগুলোর পরিবর্তন করা উচিত? (লক্ষ্যসমূহ)
- আপনি শুরুতে কোন বিষয়টিকে তাৎক্ষনিকভাবে পরিবর্তন করতে পারেন?
- আপনি কোন বিষয়টিকে একটি সময়কাল ব্যাপী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এখনই কাজ শুরু করতে পারেন?
- আপনি কিভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করবেন? (কর্মকান্ডসমূহ)
- আপনার কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকি রয়েছে?

আপনি যখন একবার এই সকল প্রশ্নাবলী নিয়ে পুরোপুরি সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা সম্পন্ন করবেন তখন পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া ছকের মত একটি কর্ম পরিকল্পনার মত ছক প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই ছকটি কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

একটি কর্ম পরিকল্পনার নমুনা:

কাজ	অগ্রাধিকার (১-৫)	কর্মকাণ্ড	নির্দেশক	কখন?	কে করবে?	ঝুঁকিসমূহ

অধ্যায় ৫

উপকরণ এবং যোগাযোগের তথ্যসমূহ

আপনি যদি সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অন্যদেরকে আরও ভালভাবে উৎসাহিত করতে চান তবে নিম্নোক্ত উপকরণ এবং যোগাযোগের তথ্যগুলো আপনাকে সাহায্য করবে। আমরা পরামর্শ দিই যে, আপনি একটি ওয়েবভিত্তিক বই বিক্রেতার কাছে এগুলোর জন্য অর্ডার প্রদান করেন। যেমন- www.amazon.com অথবা আপনি প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, যদিও আমরা কিছু সংখ্যক উৎস থেকে নির্দিষ্ট ভাবে বই অর্ডার দেবার তথ্যাদি সংযুক্ত করেছি।

প্রকাশনাসমূহ

- *At Cross Purposes: handling conflict in the church* (2000) by Martin Eggleton and David Trafford. Foundery Press.
  - Available from Metanoia Book Service, 14 Shepherds Hill, London, N6 5AQ, UK. Website: www.menno.org.uk E-mail: metanoia@menno.org.uk

    This book is very practical, giving suggestions about how Christians and churches should handle conflict.

- *Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies* (1998) by John Paul Lederach. United States Institute of Peace.

- *Castrating Culture: a Christian perspective on ethnic identity from the margins* (2001) by Dewi Hughes. Paternoster Press.

  Dewi Hughes is Tearfund's theological advisor. The last chapter of this book looks at theology and the ethnic conflict in Rwanda.

- *Conflict Resolution and Reconciliation: a Bible study guide.* Produced by MAP International's East Africa office.
  - Write to PO Box 21663, Nairobi, Kenya. E-mail: mapesa@map.org

- *Footsteps Issue 36: coping with conflict* (1998) by Tearfund.
  - Free. Write to Footsteps Office, PO Box 200, Bridgnorth, Shropshire, WV16 4WQ, UK. E-mail: footsteps@tearfund.org or download from www.tilz.info/footsteps

- *Forgiveness and Reconciliation: religion, public policy and conflict transformation* (2001) by Raymond Helmick and Rodney Petersen (eds). Templeton Foundation Press.

- *Healing the Wounds of Ethnic Conflict: the role of the church in healing, forgiveness and reconciliation* (1998) by Dr Rhiannon Lloyd with Kristine Bresser.
  - Available from Le Rucher/Mercy Ministries, Switzerland. E-mail: reconciliation@lerucher.org

  This booklet was written for participants at reconciliation workshops in Rwanda and later modified for South Africa. It is not a manual on how to run a workshop, but the material is useful for anyone working in conflict.

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

- *Making Peace with Conflict: practical skills for conflict transformation* (1999) by Caroline Schrock-Shenk and Lawrence Ressler (eds). Herald Press.
  - Available from MennoLink Books, PO Box 525, Mountain Lake, MN 56159, USA. E-mail: books@mennolink.org Order online: www.mennolink.org/books/

  This book explores how to transform conflict by looking at identity, culture, communication, tension and power. It includes family and church conflict in addition to community conflict.

- *The Mediator*, a Christian magazine published three times a year in English, French and Swahili by Peacebuilding, Healing and Reconciliation Programme (PHARP).
  - Write to PO Box 15324 00100, Nairobi, Kenya or e-mail info@pharp.org

- *What's so Amazing about Grace?* (1997) by Philip Yancey. Zondervan Publishing House.

  See chapters 7–10 about forgiveness.

- *Working with Conflict: skills and strategies for action* (2000) by Simon Fisher and others. RTC/Zed Books.
  - Available from Zed Books, 7 Cynthia Street, London, N1 9JF, UK. E-mail: sales@zedbooks.demon.co.uk Order online: www.zedbooks.demon.co.uk

  A key resource for organisations working to build peace during violent conflict. It looks at conflict theory and tools for tackling conflict.

- মন্ডলী এবং খ্রীষ্টভক্তদের মাঝে সংঘাত বিষয়ক কিছু সংখ্যক বাইবেলের অনুচ্ছেদ নিচে দেয়া হলো:
  - মথি ৫:২৩-২৪
  - মথি ১৮:১৫-৩৫
  - ১ করিন্থীয়১:১০-১৭; ৩:১-২৩; ৬:১-১১
  - গালাতীয় ৬:১-১০
  - ইফিষীয় ৪:১-১৬
  - ফিলিপীয় ২:১-১১
  - কলসীয় ৩:১-১৭
  - ১ থিষলনীকীয় ৫:১২-১৫
  - ২ তিমথীয় ৪:১-৫
  - ফিলীমন

ওয়েবসাইটসমূহ

আপনাদের সাহায্যের জন্য নিচে কিছু সংখ্যক ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হলো যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমন্বয় সাধন বিষয়ক তথ্যাদি দেয়া হয়েছে। এদের মাঝে কিছু কিছু ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে যেগুলো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাইটের সঙ্গে যুক্ত।

- www.colorado.edu/conflict/abstract.htm
  - *এই সাইটে সাধারণ সংঘাত নিরসন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশগত সমস্যার নিরসন বিষয়ক শত শত 'মূল' বইপত্রের সারসংক্ষেপ রয়েছে যেগুলোকে কম্পিউটারে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।*

- www.crinfo.org সংঘাত নিরসনে তথ্যমূলক সাহায্য
  - *এই সাইটে আপনি সংঘাত নিরসন বিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইট, বইপত্রাদি, প্রশিক্ষণের উপকরণসমূহ এবং সংঘাত নিরসনে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি পাবেন।*

- www.desarme.org
  - *এই সাইটে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, গবেষণামূলক কাগজপত্রাদি, লিংক এবং সংবাদ রয়েছে। এটি স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষায় উপলব্ধ।*

.

- www.disarmament.un.org/rcpd
  - *এই সাইটটি হলো একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য এটি আঞ্চলিক শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান। United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific.*

- www.incore.ulst.ac.uk/home INCORE (Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity)
  - *এই সাইটে জাতিগত, রাজনীতিগত এবং ধর্ম্মীয় সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে গবেষণা এবং কর্ম কৌশল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ওঘঈঙজঊ নামক বিষয়টিকে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে সংঘাত বিষয়ক তথ্য দেয়া রয়েছে যেখানে আপনি সংঘাত সম্পর্কিত অন্যান্য ওয়েবসাইট যেমন- সত্য এবং সমন্বয় স্থাপন, ধর্ম্ম এবং সংঘাত, শিশু এবং সংঘাত ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি পেতে পারেন।*

- www.international-alert.org
  - *এই সাইটে International Alert নামক প্রতিষ্ঠানটি সংঘাত সম্পর্কিত আলোচনা, স্থানীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সমাজে সংঘাতের কাঠামোগত কারণগুলোকে উপস্থাপন করে।*

- www.mcc.org/mcs.html ম্যানোনাইট পূনর্মিলনী পরিচর্যা কার্যক্রম, যুক্তরাষ্ট্র।
  - *এই সাইটে একাধিক মুদ্রিত উৎসের তালিকা রয়েছে যেগুলোর জন্য অর্ডার দেয়া সম্ভব। এতে বিস্তারিত তথ্য দেয়া রয়েছে যে কিভাবে পাক্ষিক পুনর্মিলনী পত্রিকাটিতে সম্মতি প্রদান করা যায়। এটি খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সংঘাত নিরসন বিষয়ক একটি পত্রিকা।*

- www.peacebrigades.org
  - *এই সাইটের মাধ্যমে নামক Peace Brigades International প্রতিষ্ঠান সংঘাতবিহীনভাবে সংঘাতের রূপান্তর প্রচার করে। এটি ইংরেজী, ফরাসী এবং স্পেনীয় ভাষায় উপলব্ধ।*

- www.respond.org সংঘাতের প্রতি সাড়াদান, যুক্তরাজ্য।
  - *এই সাইটে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত বহু প্রতিষ্ঠানের আনুপুর্বিক বিবরণ ও এদের ঠিকানা সংযুক্ত রয়েছে।*

© টিয়ারফান্ড ২০০৩

- www.restorativejustice.org
  - *আপনি এর দ্বারা পুনর্উদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারের তথ্যাদি পাবেন।*

- www.unlirec.org
  - *ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় দ্বিপপুঞ্জে শান্তি প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রত্যাহার এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র (এটি ইংরেজী, ফরাসী ও স্প্যানীয় ভাষায় উপলব্ধ)।*

- www.unrec.org
  - *আফ্রিকা মহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রত্যাহার এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র (এটি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় উপলব্ধ)।*

আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা

লেখিকা - র‍্যাচেল ব্ল্যাকম্যান

এটি একটি টিয়ার ফান্ড প্রকাশনার বাংলা অনুবাদ

Tearfund 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, UK